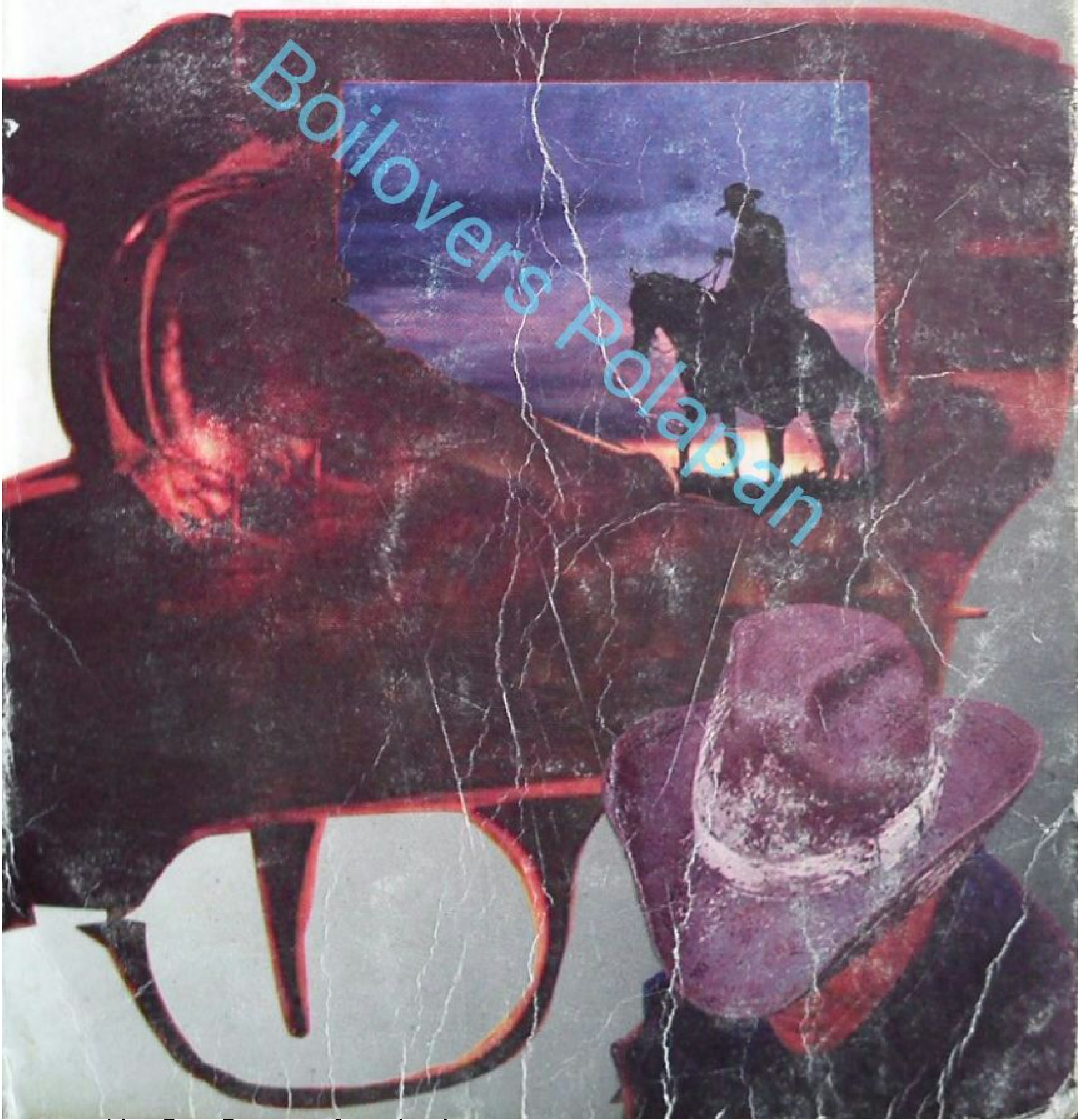
ওয়েস্টার্ন

খুনে শহর

গোলাম মাওলা নঈম

সেবা প্রকাশনী



এই পিডিএফটি তৈরি করা হয়েছে

www.facebook.com/groups/boiloverspolapan এর সৌজন্যে

এটি তৈরি করেছেন - মাহমুদুল হাসান শামীম

Facebook :www.facebook.com/mahmudul.h.shamim

এক

ক্যান্ডারের মূল রাস্তায় পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে শহরের তপ্ত ও বিস্ফোরনাুখ পরিস্থিতি আঁচ করতে পারল জন ক্যালকিন। বিস্ফোরণটা যাই হোক, ফিউজে আগুন লাগানো হয়েছে এবং জ্বলছে। "বুম্‌ম্‌!" হওয়া কেবলই সময়ের ব্যাপার।

প্রথম নমুনাঃ পোর্চ বা সাইডওঅক লোকে লোকারণ্য, অথচ হিচ রেইলে কোন ঘোড়া বা রিগ নেই; দ্বিতীয়তঃ নির্দিষ্ট গন্তব্যে যাচ্ছে না কেউ, বরং ঘোরাফেরা করছে; এবং তৃতীয় কারণঃ লোকজনের মুখে ফুটে ওঠা শঙ্কিত অভিব্যক্তি—একটা কিছু ঘটবেই। প্রায় সবাই নিচু স্বরে আলাপ করছে, কিন্তু তাতে স্বাভাবিক রসবোধ বা প্রাণচাঞ্চল্য নেই।

যাই ঘটুক, উপলব্ধি করল জন, সেটা হবে ভয়ানক।

দু'ধারের সাইডওঅক বা পোর্চে ভিড় করেছে সবাই, অথচ দীর্ঘ রাস্তায় একজন লোকও নেই। শূন্য রাস্তায় একজনের প্যারেড করার অনীহা থেকে গলিতে ঢুকে পড়ল জন, মূল রাস্তার সমান্তরাল আরেক গলি ধরে শহরের প্রায় মাঝামাঝি পৌঁছল। তারপর ফ্রন্টিয়ার সেলুন আর নাপিতের দোকানের মধ্যকার প্যাসেজওয়ে হয়ে মূল রাস্তায় ফিরে এল, সাইডওঅকের ধারে এসে ঘোড়া থামাল। এখান থেকে প্রায় পুরো শহর দেখা যাবে, নিকট ভবিষ্যৎ অর্থাৎ "বিস্ফোরণ" চাক্ষুষ করতে পারবে। সিগারেট রোল করার ফাঁকে রাস্তার ওপাশের ভিড়ে চোখ চালাল ও।

প্রথমেই কালো পোশাকধারী এক লোক ওর মনোযোগ কেড়ে নিল। দীর্ঘ সুঠামদেহী মানুষ, সুবিন্যস্ত ধূসর চুল ঘাড়ের ওপর লুটাচ্ছে। নিখুঁত ক্ষৌরি করা মুখ, ঘন ভুরুর নীচে গাঢ় চোখ জোড়া উৎসাহে জ্বলজ্বল করছে। ট্রাউজার, কোট, স্ট্রিং টাই—সবই কালো। *জুয়াড়ী?* প্রথমে এ ধারণাটাই খেলে গেল জনের মাথায়। *মনে হয় না,* দেহের পাশে মুষ্টিবদ্ধ আঙুলগুলো দেখে সম্ভাবনাটা বাতিল করে দিল ও, *সবল ওগুলো, জুয়াড়ীদের মত সরু, সুচাল বা কুশলী নয়।*

পাশে দাঁড়িয়ে আছে এক ব্লন্ড*, লোকটির বাহু চেপে ধরেছে এক হাতে। সুন্দর মুখ শান্ত, কিন্তু চোখ জোড়া উত্তেজিত–চাহনিতে ভয় আর শঙ্কা। জন ধারণা করল লোকটি মেয়েটার বাবা।

আশপাশে ঘুরে গেল ওর দৃষ্টি, শেষে এক যুবতীর ওপর স্থির হলো। এ মেয়েটা ব্রুনেট*। ক্ষীণাঙ্গী এবং সুন্দরী। এর মুখে শঙ্কা বা আতঙ্ক নেই, তবে চেষ্টাকৃত গাম্ভীর্য রয়েছে। ব্লন্ড যা পারেনি, আবেগ সামলে রাখতে কিছুটা হলেও সক্ষম হয়েছে ব্রুনেট। রাস্তার একেবারে কিনারে একা দাঁড়িয়ে আছে। ক্যান্ডারের মত রুক্ষ, খুনে শহরে ব্লন্ডের মত এ মেয়ের উপস্থিতিও বেখাপ্পা। আগে না এলেও এখানকার কুখ্যাতি সম্পর্কে জানে জন, অ্যারিজোনায় ক্যান্ডারের পরিচয় "নরকের আঙিনা" বা "শয়তানের বাড়ি" হিসেবে। *ক্যান্ডারে নয়, বরং স্বর্গের ফটকে মানায় পরমাসুন্দরী এ দুই লেডিকে,* সকৌতুকে ভাবল ও।

ক্যান্ডার হচ্ছে আইনের তাড়া খাওয়া সব ধরনের অপরাধীদের স্বর্গ–ভিড়ে চোখ চালিয়ে কথাটার যথার্থতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়ে গেল জন। কিছু নিরীহ লোক আছে অবশ্য, সাধারণ ব্যবসায়ী; এদের মেয়ে বা স্ত্রীরাও রয়েছে। পশ্চিমের যে-কোন উঠতি শহরের অবিচ্ছেদ্য অংশ এরা। এছাড়াও রয়েছে ফ্ল্যানেল শার্ট পরিহিত মাইনার, ফিটফাট জুয়াড়ী, কর্কশ চেহারার ভবঘুরে বা রকবাজ, প্রায় ডজন খানেক মেয়ে–চেহারা আর পোশাক থেকে যাদের পেশা আঁচ করা খুব সহজ–পতিতা নয়তো সেলুন-গার্ল। এরা অবশ্য মোটেই ভীত বা শঙ্কিত নয়, বরং কৌতূহলী এবং উত্তেজিত।

রাস্তার শেষ মাথার ভিড় ঠেলে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল ছোটখাট এক লোক, দৃঢ় পায়ে এগিয়ে আসছে। নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেছে লোকজনের, লোকটার দিকে চলে গেছে সবার দৃষ্টি। 'আসছে ও!' ফিসফিসানির প্রবাহ বয়ে গেল ভিড়ের মধ্যে। ঝটপট রাস্তায় নেমে এল সবাই, একনজর দেখল আগুয়ান লোকটিকে, তারপর আবারও সাইডওঅক বা বাড়ির পোর্চে চলে গেল; কিন্তু তিনজন–ব্লন্ড মেয়েটা, ওর বাবা আর ব্রুনেট–যার যার জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল।

তো, ব্যাপারটা তাহলে ডুয়েল, আনমনে ভাবল জন ক্যালকিন। এ ধরনের নিষ্পত্তির পন্থা পশ্চিমে বহুদিন ধরে প্রচলিত। দু'জন লোকের ঝগড়ার পরিণতিতে চরমপত্র ঘোষণা হয়ে যায়: "হয় পিস্তল হাতে

---

* ব্লন্ড (Blonde) : সুন্দর দেহবর্ণযুক্ত ও সোনালী কেশের নারী
* ব্রুনেট (Brunette) : পিঙ্গলকেশী শ্যামাঙ্গী নারী

মুখোমুখি হও, নইলে দেশ ছাড়ো"। স্যাডলে ঝুঁকে আয়েশ করে বসল ও, অন্যদের মতই সাগ্রহে তাকাল আগুয়ান লোকটির দিকে।

রাস্তার প্রায় মাঝামাঝি চলে এসেছে সে। দীর্ঘদেহী বলা যাবে না তাকে, তবে আত্মবিশ্বাসী এবং সমর্থ মানুষ–হাঁটার ভঙ্গিতে দৃঢ় প্রত্যয় ঝরে পড়ছে। শহুরে লোকের কাপড় পরনে–ক্রীম রঙা ঝকঝকে স্টেটসন হ্যাট, বাহারী কাফস্কিন ভেস্ট, হুইপকর্ড ট্রাউজার আর কালো স্প্যানিশ বুট। হাতে তৈরি কার্ট্রিজ বেল্টে রূপোর কারুকাজ করা, উরুতে নিচু করে ঝোলানো জোড়া হোলস্টার। কোল্টের বাঁট-প্লেটে মুক্তো বসানো। লোকটার পরিচয় আন্দাজ করে খানিকটা তাচ্ছিল্যে নাক কোঁচকাল জন–পেশাদার বন্দুকবাজ!

যেন অদৃশ্য কারও নির্দেশে, প্রায় একইসঙ্গে উল্টোদিকে ঘাড় ফেরাল সবাই–শহরের অন্য দিক থেকে এগিয়ে আসছে এক লোক। বিশালদেহী মানুষটার মুখ লালচে, বড়সড় গোঁফ এবং শান্ত হালকা নীল চোখ। সাধারণ কাউম্যানের পোশাক পরনে। হোলস্টারে সাদামাঠা ওয়ালনাট বাঁটের কালো কোল্ট, বহুল ব্যবহৃত তা বলা যাবে না। ক্ষত-বিক্ষত রাস্তার ধুলো উড়িয়ে এগিয়ে আসছে সে। লড়াকু মানুষ কিন্তু খুনী নয়, সিদ্ধান্তে পৌঁছল জন, পিস্তলে ক্ষিপ্রতা বা নিশানাভেদের দক্ষতার চেয়েও স্বগরিমা আর মর্যাদার প্রশ্নে আপসহীন, আত্মবিশ্বাসী একজন মানুষ।

উল্টোদিকের ডাবল ঈগল সেলুনের সুইং দরজা খুলে যেতে দেখতে পেল জন। হুড়মুড় করে পোর্চে বেরিয়ে এল কয়েকজন কাউবয়। প্ল্যাঙ্কওয়ে ধরে রাস্তার একপাশে চলে গেল তারা, একে একে সার বেঁধে দাঁড়াল, সতর্ক ক্ষিপ্র এবং স্বতঃস্ফূর্ত ভঙ্গি; চোখে তীক্ষ্ণ চাহনি। পরস্পরের দূরত্ব সম্পর্কে সচেতন। বিশালদেহী মানুষটা দেখতে পেল তাদের, বিরক্তিতে কিঞ্চিৎ মাথা নাড়ল, কিন্তু শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুরা কেউই ভ্রূক্ষেপ করল না তাতে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, বিশালদেহী পছন্দ করুক বা না-করুক, এরা চাইছে ডুয়েলটা ফেয়ার হোক। সেজন্যে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে চারপাশে।

ধীর নিশ্চিত পদক্ষেপে এগোচ্ছে বিশালদেহী। পঞ্চাশ ফুট দূরে থাকতে ঘাড় ফিরিয়ে পেশাদার বন্দুকবাজের দিকে তাকাল জন ক্যালকিন। সেও প্রায় একই দূরত্বে আছে। জন নিশ্চিত হলো যুৎসই জায়গা পছন্দ করেছে, এখান থেকে ডুয়েলটা স্পষ্ট দেখতে পাবে; ওর ঠিক নাকের সামনে ঘটতে যাচ্ছে ঘটনাটা।

দু'জনেই এগোচ্ছে। নীরব হয়ে গেছে সমস্ত দর্শক, বাড়ির দেয়াল

বা পোর্চের খিলানের সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছে কেউ কেউ, কেউ-বা ঠায় দাঁড়িয়ে। বাড়ির জানালা বা দরজায় উৎসুক কয়েকটা মুখও দেখা যাচ্ছে।

দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর দূরত্ব এখন একশো ফুট…সত্তর…ষাট ফুট। কিছুটা শ্লথ হয়ে গেছে গতি, সতর্ক এবং সচেতন দু'জনেই।

রাস্তার কিনারে দাঁড়িয়ে থাকা ব্রুনেট মেয়েটির শরীরের প্রতিটি পেশী আড়ষ্ট, স্নায়ুগুলো টানটান হয়ে গেছে; স্থির দৃষ্টিতে বিশালদেহীকে দেখছে ও, যেন অদৃশ্য কোন উপায়ে নিজের সাহস আর শক্তিমত্তা দিয়ে সাহায্য করতে পারবে লোকটিকে। জনের উল্টোদিকে দীর্ঘদেহী লোকটি তীক্ষ্ণ চাহনিতে দেখছে পেশাদার বন্দুকবাজকে, যেন দৃষ্টিবাণে থামিয়ে দেবে তাকে। দু'হাতে বাপের বাহু খামচে ধরেছে ব্লন্ড, চোখে ফুটে ওঠা শঙ্কা আতঙ্কে রূপ পেয়েছে।

দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর দূরত্ব এখন পঞ্চাশ ফুট। আর দশ ফুট কমে গেলে…

এক হাত তুলে বাহু থেকে মেয়ের হাত সরিয়ে দিল দীর্ঘদেহী লোকটি, তারপর পোর্চ ছেড়ে রাস্তায় পা রাখল। দ্রুত পা চালিয়ে, মাঝ রাস্তায় দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মাঝখানে এসে থামল; ঝকঝকে পোশাক পরা গানম্যানের দিকে ফিরল। ডান হাত তুলল সে, তালু মেলে দেওয়া। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ততক্ষণে থমকে দাঁড়িয়েছে।

'জীব হত্যা মহাপাপ!' গম্ভীর, ভরাট স্বরে বলল দীর্ঘদেহী। 'এটা ঈশ্বরের নির্দেশ! সুতরাং সবারই মানা উচিত!'

'যাজক!' অস্ফুট স্বরে বিড়বিড় করল জন, দারুণ বিস্মিত হয়েছে। 'ক্যান্ডারে তাহলে যাজকও আছে!'

'সামনে থেকে সরে যাও!' খেঁকিয়ে উঠল গানম্যান, ঠোঁট প্রায় নড়লই না।

'তুমি বা তোমার ভেতরে যত শয়তানি আছে, কিছুই নড়াতে পারবে না আমাকে, চার্লি কীন!'

অন্য কেউ এ কথা বললে হয়তো হঠকারি বা হাস্যকর শোনাত, কিন্তু যাজকের মুখে যেন এমন কথাই মানায়–বলার ভঙ্গিটাও প্রভাবিত করার মত। 'টাকার লোভে একজন মানুষ খুন করতে চাইছ তুমি, চার্লি কীন!' গম্ভীর, নিরাবেগ স্বরে খেই ধরল দীর্ঘদেহী যাজক। 'এই শহরের অপশক্তি ভাড়া করেছে তোমাকে। কিন্তু রক্তমাখা ওই টাকা ঘুণাক্ষরেও পাবে না! ক্যান্ডারে আমিই ঈশ্বরের প্রতিনিধি, আমি বলছি বিল রিচমন্ডকে খুন করবে না তুমি!'

'সরে যাও, পার্সন!' ভিড় থেকে চেঁচাল কেউ। 'আমরা দেখতে চাই ঈশ্বর কার পক্ষে আছেন!'

চার্লি কীনের ওপর থেকে দৃষ্টি সরাল না প্রীচার। 'ঈশ্বরের নিন্দা এ শহরে ছোটখাট পাপের মধ্যে পড়ে,' বলল সে। 'আগে বরং মহাপাপগুলোর ফয়সালা করব আমরা।'

বিল রিচমন্ডের মুখোমুখি হওয়ার জন্যে দু'পা পাশে সরে গেল কীন, কিন্তু প্রীচারও পাশে সরে গেছে। কয়েকবারই এমন ঘটল। কীন যেদিকে সরছে, একই দিকে যাচ্ছে প্রীচার–বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে গানম্যানের নিশানা-পথে। শেষে, খেপে গিয়ে হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করল চার্লি কীন, নগ্ন নল স্থির হলো প্রীচারের বুক বরাবর। কিন্তু সামান্য নড়ল না দীর্ঘদেহী, তার চোখের পাতাও এতটুকু কাঁপল না।

'সরে যাও, নইলে ফুটো করে ফেলব তোমাকে!' ত্যক্ত স্বরে হুমকি দিল কীন।

সাইডওঅকে সার বেঁধে দাঁড়ানো ছয় কাউবয় তৎপর হলো এবার। সিক্সগান বের করে কাভার করল গানম্যানকে। 'প্রীচারের দিকে যদি একটা গুলিও ছোঁড়ো, চার্লি,' গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করল একজন। 'বাহারী ওই কাপড় বা বুটগুলো পরেই কবরে শোবে তুমি!'

চোখ কুঁচকে পরিস্থিতি বোঝার প্রয়াস পেল জন ক্যালকিন, নাটকের এক চরিত্র থেকে অন্য চরিত্রের ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে চঞ্চল দৃষ্টি। যাজকের প্রায় বিশ ফুট পেছনে দাঁড়িয়ে আছে কাউবয় বিল রিচমন্ড, পা কিছুটা ফাঁক হয়ে আছে তার, শরীর সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। পিস্তল বেরিয়ে এসেছে হাতে, পেশাদার বন্দুকবাজের মত সেও নিশ্চিত নিশানায় গুলি করার সুযোগ খুঁজছে। প্রীচারের সামনে, প্রায় একই দূরত্বে দাঁড়িয়ে চার্লি কীন; এখন আর নির্বিকার দেখাচ্ছে না তার মুখ, বরং রাগে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। ছয় কাউবয়ের হুমকির মুখে পিস্তলের নল নিচু করতে বাধ্য হলো সে।

দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মাঝখানে পাথুরে স্তম্ভের মত অটল দাঁড়িয়ে থাকা প্রীচারের দিকে তাকাল জন, যাজকের কাঁধের ওপর দিয়ে ওপাশের সাইডওঅকে সাদা কাপড়ের ঝিলিক দেখতে পেল। একটা হাত তুলল কেউ, মুঠির রুমাল নাড়ল; এদিক-ওদিক দোল খেল রুমালটা–তিনবার; তারপর উৎসুক দর্শকদের মাথার আড়ালে উধাও হয়ে গেল।

টাশ্‌শ্‌!

ঝট করে ডানে, কিছুটা ওপরের দিকে তাকাল জন। ফ্রন্টিয়ার

সেলুনের ছাদ থেকে এসেছে গুলিটা। কাউকে দেখা গেল না ওখানে।

অস্ফুট কাতরধ্বনি শুনে বিল রিচমন্ডের দিকে দৃষ্টি ফেরাল ও, দেখল গোড়ালির ওপর দোল খাচ্ছে কাউবয়, হাত থেকে পিস্তল খসে পড়েছে এবং নিখাদ আতঙ্কে ঝুলে পড়েছে দৃঢ় চোয়াল। টলমল পায়ে এক কদম এগোল সে, তারপর ধপাস করে মুখ থুবড়ে পড়ল ধূলিময় রাস্তায়।

ভীতিকর নিস্তব্ধতা নেমে এল সারা শহরে, বিন্দুমাত্র নড়ছে না কেউ। হঠাৎ তীক্ষ্ণ চেঁচামেচি শুরু হলো, মাঝ রাস্তার দিকে ছুটছে লোকজন-মুহূর্তের মধ্যে ভরে গেল শূন্য রাস্তা। পিস্তল তুলল ছয় কাউবয়, সমানে গুলি করল ফ্রন্টিয়ার সেলুনের দিকে-কোন নিশানা ছাড়াই। ফ্রলস ফ্রন্টে বিঁধল গুলিগুলো কিংবা ছাদে সুরকির চল্টা তুলে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ছুটল। বাতাস ভারী হয়ে এল পিস্তলের তীক্ষ্ণ গর্জন আর গানপাউডারের কটু গন্ধে।

চট করে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল জন, চল্লিশ ফুট দীর্ঘ প্যাসেজওয়ে পেরিয়ে গলিতে ঢুকে পড়ল। সেলুনের মোড় ঘুরতে দেয়ালের কাছাকাছি একটা ঘোড়া দেখতে পেল। ছাদ থেকে নামছে এক লোক, কিনারার রেলিং ধরে শরীর ঝুলিয়ে দিয়েছে; ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে পড়বে এখনই।

লাফ দিল লোকটা। আরোহী স্যাডলে চেপে বসতে তৎক্ষণাৎ ছুটতে শুরু করল ঘোড়াটা।

স্পার দাবাল জন। ধনুকের ছিলায় টান পড়ল যেন, তীব্র বেগে ছুটল ঘোড়াটা, দীর্ঘ কয়েক লাফে লোকটার কাছাকাছি পৌঁছে গেল। ঘাড়ের ওপর দিয়ে পেছন ফিরে তাকাল খুনী, চোখে নিদারুণ বিস্ময়, তারপর হোলস্টার থেকে এক টানে তুলে নিল কোল্টটা। শরীরে মোচড় তুলে পাশ ফিরল সে, ইচ্ছে জনের মুখোমুখি হবে; এদিকে স্টিরাপ থেকে ডান পা মুক্ত করে নিয়েছে জন, বাম স্টিরাপে শরীরের ভর রেখে ঝুঁকে পড়ল লোকটার দিকে, যেন বেয়াড়া একটা বলদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করবে।

লোকটার সিক্সগান বাম মুঠিতে চেপে ধরল ও, চেম্বার এবং হ্যামারের মাঝখানে ঢুকে গেল তর্জনী; অন্য হাতে লোকটার কব্জি চেপে ধরল। ওজন আর গতি বাকি কাজটুকু সেরে ফেলল-ঘোড়া দুটো একই গতিতে এগিয়ে গেলেও জনের টানে স্যাডলচ্যুত হলো লোকটা, রুক্ষ ধূলিময় মাটিতে আছড়ে পড়ল দু'জনেই।

পিস্তল ছাড়েনি জন, ছাড়ার উপায়ও নেই; কারণ হ্যামার ছেড়ে দেওয়ায় সূচাল ফায়ারিং পিন ওর আঙুলের নরম মাংসের ওপর চেপে বসেছে। গায়ের জোরে লোকটার কব্জিতে মোচড় দিতে ওর হাতে চলে এল পিস্তলটা, এখনও আটকে আছে আঙুলের সঙ্গে। এদিকে লোকটার নীচে চাপা পড়েছে ও, তবে গড়ান দিতে অবস্থা বিপরীত হয়ে গেল। খুনীর শরীরের সঙ্গে মিশে থাকল ও, মুখ দিয়ে চেপে ধরল লোকটার প্রশস্ত বুক। সমানে ওর পিঠে কিল-ঘুসি মারছে ব্যাটা।

ছুটন্ত পদশব্দ ধেয়ে এল ওদের দিকে, গলির মুখে উপস্থিত হলো ছয় কাউবয়। মিনিট খানেক পর দু'জনকে আলাদা করল ওরা। তবে কাউকেই ছাড়ল না, ধরে রেখেছে।

'জঘন্য ওই কাজটা কে করেছে?' জানতে চাইল কাউবয়দের নেতা।

'ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়তে দেখেছি ওকে,' বলল জন। 'ঘোড়া ছুটিয়ে পাকড়াও করেছি।'

'ঠিকই বলেছে ও, বার্ট,' বলল এক কাউবয়। 'অচেনা এ লোকটাকে একটু আগে রাস্তার কাছে ঘোড়ায় দেখেছি, বিল গুলি খাওয়ার সময়ও ওখানে ছিল। ও ত্বরিৎ কাজ না দেখালে হারামীটাকে ধরতে পারতাম না আমরা।'

সঙ্গে সঙ্গে জনকে ছেড়ে দিয়ে খুনীর দিকে মনোযোগ দিল ওরা। নোংরা পোশাক পরনে লোকটার, চোখে-মুখে নিখাদ আতঙ্ক। বার্ট নামের লোকটা খিস্তি আউড়ে সপাটে ঘুসি হাঁকাল তার মুখে। 'লিভারি স্টেবলে নিয়ে যাও ওকে,' সঙ্গীদের নির্দেশ দিল সে। 'গেটের ওপর তুলে লটকে দেব!'

টেনে-হিঁচড়ে বিল রিচমন্ডের খুনীকে নিয়ে গেল পাঁচ কাউবয়।

ইতোমধ্যে গলি ভরে গেছে উৎসাহী লোকজনে।

ভুঁড়িঅলা এক লোক ভারিক্কি চালে এগিয়ে গেল পাঁচ কাউবয়ের দিকে। সরু গোঁফ, ডেলা-পাকানো বড় বড় চোখ তার। নিকেলের একটা ব্যাজ আঁটা ভেস্টের ওপর। ক্যান্ডারের মার্শাল, ধারণা করল জন। 'এই যে, কী হচ্ছে!' ক্রুদ্ধ স্বরে গর্জে উঠল সে। 'কী করতে চাইছ তোমরা? ও যদি সত্যিই বিল রিচমন্ডকে গুলি করে থাকে, তাহলে ওর ভার আমার ওপর ছেড়ে দাও। ওর ব্যবস্থা আমিই করব।'

কিন্তু বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য করল না কেউ, উল্টো মার্শালকে ল-অফিসে গিয়ে অমসৃণ ডেস্কে নাক ঘষার পরামর্শ দিল একজন। শেষে অতি উৎসাহী কাউবয়দের পিছু নিয়ে গলি থেকে বেরিয়ে গেল মার্শাল, তপ্ত এবং উত্তেজিত স্বরে তর্ক করছে-বারবার বলছে ক্যান্ডারে সে-ই

আইন, যে-কোন বন্দী বা অপরাধীর বিচার তার হাত ধরে হওয়া উচিত।

কোল্টের হ্যামার যথাস্থানে ফেরত পাঠিয়ে পিস্তলটা একপাশে ছুঁড়ে ফেলল জন, এক টুকরো সিগারেট পেপার ছিঁড়ে থুথু দিয়ে ভিজিয়ে চেপে ধরল আঙুলের ক্ষতে। কিছু দূরে দাঁড়িয়ে আছে ওর ঘোড়া, ওটায় চেপে ফ্রন্টিয়ার সেলুনের দিকে এগোল। পুরো শহর লোকে গিজগিজ করছে। স্টোরে নিয়ে আসা হয়েছে হতভাগ্য বিল রিচমন্ডের লাশ, পোর্চ আর সাইডওঅকে ভিড় করেছে লোকজন। সেলুনের সামনে পৌঁছে ঘোড়া থামাল জন, স্যাডল ছেড়ে হিচিং রেইলে ঘোড়া বেঁধে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

বাইরের উত্তেজনার আঁচ ভেতরেও লেগেছে, যদিও বেশ কিছুটা থিতিয়ে এসেছে ততক্ষণে। দুই বারটেন্ডারকে নার্ভাস দেখাচ্ছে, আড়ষ্ট এবং সতর্ক পায়ে চলাফেরা করছে। বারের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা লোকজন টুঁ শব্দ না করলেও প্রত্যেকের চোখ সরব-চাহনির গভীরে সন্তুষ্টি ঝিলিক মারছে। জন উপসংহারে পৌঁছল এরাই ক্যান্ডারের "অপশক্তি", রহস্যময় কোন কারণে বিল রিচমন্ডের মৃত্যু কামনা করেছে সবাই।

সুইংডোর ঠেলে ভেতরে ঢুকল মার্শাল। লাল টকটকে হয়ে গেছে মুখ, বড়সড় চোখ আরও বড়বড় দেখাচ্ছে এখন। বারের কাছাকাছি এসে সক্ষোভে মেঝেয় পদাঘাত করল, 'রেনে আছে ভেতরে?' জানতে চাইল বারটেন্ডারের উদ্দেশে। বারটেন্ডার নড করতে বারের প্রান্ত ঘুরে ওপাশে চলে গেল, দরজায় নক করল প্রথমে, তারপর কবাট ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

খোলা দরজা পথে মুহূর্তের জন্যে বিশালদেহী এক লোকের থলথলে কর্কশ মুখ দেখতে পেল জন। ডেস্কের পেছনে বসে আছে সে। প্রায় কদাকার চেহারা, অস্বাভাবিক বড় এবং থ্যাবড়া নাক, পুরু ঠোঁট আর ভারী চোয়াল। হাতে একটা গ্লাস ছাড়াও সামনের টেবিলে হুইস্কির বোতল রয়েছে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল মার্শাল। দরজা বন্ধ করে চড়া কণ্ঠে ঘোষণা করল: 'ড্যান মেরিককে ঝুলিয়ে দেওয়ার জন্যে লিভারি স্টেবলে নিয়ে গেছে রিচমন্ডের ক্রুরা। ওদের ঠেকাতে যাচ্ছি আমি। কেউ যদি সঙ্গে আসতে চাও তাহলে ডান হাত তোল, ডেপুটি হওয়ার জন্যে শপথ করতে হবে।'

এক ডজন হাত উঠে গেল। প্রায় সবার হাত, ভাবল জন, শুধু দুই

বারকীপ হাত তোলেনি। বিড়বিড় করে কিছু শব্দ উচ্চারণ করল মার্শাল, টানা বলে গেল, তারপর অনুসরণ করার নির্দেশ দিল সদ্য নিযুক্ত ডেপুটিদের। তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেল বারো-তেরোজনের দলটা।

'বেশ করিৎকর্মা মার্শাল পেয়েছ তোমরা,' বারটেন্ডারের উদ্দেশে বলল জন। 'পাসি খাড়া করতে একটুও সময় নষ্ট করেনি।'

ড্রিঙ্ক ঢেলে ওর সামনে গ্লাস নামিয়ে রাখল বারটেন্ডার। 'এ ব্যাপারে বিফ বেশ চটপটে।'

'বিফ?'

'ওর নাম রোগান। ক্লিফ রোগান, তবে সবাই ওকে বিফ নামেই ডাকে।'

'বিফ রোগান? ল-ম্যান হিসেবে নামটা অদ্ভুত! ভাবছি রিচমন্ড আর কীনের ডুয়েল ঠেকানোর চেষ্টা কেন করেনি সে।'

'কেন করবে? এটা ওদের ব্যক্তিগত লড়াই। রিচমন্ডকে দুটো শর্তের যে-কোন একটা বেছে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল চার্লি। হয় আজীবন নিজের রেঞ্জে থাকতে হত, নয়তো শহরে এসে ডুয়েলে হারাতে হত চার্লিকে। দেখলেই তো, পিস্তলে ফয়সালা করতে শহরে এসেছিল রিচমন্ড।'

'বুঝলাম। তো, পাসি গঠন করার আগে প্রায়ই কি রেনে-র কাছে পরামর্শ নিতে আসে বিফ রোগান? রেনে লোকটা কে?'

'হ্যাঁ, আসে। আসবেই তো। রেনে টাপার শহরের মেয়র। এ সেলুনের মালিক।' সরু দৃষ্টিতে ওকে দেখছে বারটেন্ডার। 'ক্যান্ডারে নতুন এসেছ?'

'হ্যাঁ।'

জীর্ণ একটা ন্যাকড়া তুলে নিয়ে মেহগনির বার মুছতে শুরু করল সে। 'শহরটা সুন্দর। রেঞ্জার বা ওরকম কেউ আসে না এখানে। দূর-দূরান্ত থেকে ঘুরতে আসে লোকজন, বেড়িয়ে যায়। কোন ঝামেলায় যদি পড়ে থাকো, স্ট্রেঞ্জার, নিশ্চিন্তে জানাও রেনে টাপারকে! তোমার সমস্যার সমাধান করে দেবে ও।'

'মনে রাখব কথাটা।'

'তুমি চাইলে ওর সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিতে পারব।'

'ব্যস্ত হওয়ার দরকার নেই। পরে একসময় দেখা করব ওর সঙ্গে।'

ড্রিঙ্ক শেষ করে ঘুরে দাঁড়াল জন। মার্শাল পাসি নিয়ে চলে যাওয়ার

পর বেশ কয়েকজন লোক ঢুকেছে সেলুনে। এদের বেশিরভাগই কর্কশ চেহারার কঠিন মানুষ, সতর্ক এবং সন্দিহান—যেন যে-কোন সময়ে হামলার আশঙ্কায় তটস্থ।

সেলুন থেকে বেরিয়ে ঘোড়ার কাছে এল জন।

'এই যে,' পাশ থেকে শুধাল কেউ। 'তোমাকেই খুঁজছি আমি!'

ঘুরে দাঁড়াল ও। ব্রুনেট মেয়েটা!

দুই

নীরবে এক মুহূর্ত মেয়েটিকে দেখল জন। ঘন কালো চুল, চোখ জোড়া গাঢ় নীল—উজ্জ্বল চাহনি প্রাণচাঞ্চল্যে ভরা। লম্বায় ওর থুতনি ছুঁয়েছে প্রায়। প্রথম দেখে যা ভেবেছিল তারচেয়েও কমবয়েসী, সুন্দরী এবং আকর্ষণীয়া মনে হচ্ছে এখন। রীতিমত ডানাকাটা পরী!

'বিল রিচমন্ড গুলি খাওয়ার পর ঘোড়া ঘুরিয়ে গলিতে ঢুকে পড়তে দেখেছি তোমাকে,' ব্যাখ্যা দিল নীলাঞ্জনা, দারুণ মিষ্টি স্বর! 'নিশ্চই তুমিই ধরেছ ড্যান মেরিককে। নামটা জানতে পারি, প্লীজ?'

কারণটা জানে না জন, হয়তো শ্যামাঙ্গিনীর স্বতঃস্ফূর্ত আচরণ কিংবা প্রাণচাঞ্চল্যে ভরা চোখ দুটোই প্ররোচিত করল ওকে—খানিকটা কৌতুক করার লোভ সামলাতে পারল না। 'ক্রিস ক্রিঙ্গল,' গম্ভীর স্বরে বলল ও। 'ক্রিস বলে ডাকতে পারো।'

নিখাদ বিরক্তিতে ভুরু কোঁচকাল মেয়েটি। 'তুমি বোধহয় চাপা স্বভাবের মানুষ?'

বিহ্বল দেখাল জনকে। 'দাড়ি কাটতে ভুলে গেছি, এটাই মনে করিয়ে দিচ্ছ তো?'

'না,' ক্ষীণ হাসল নীলনয়না, উজ্জ্বল হয়ে গেল চাহনি, এবং কণ্ঠও অকপটই থাকল। 'কি জানি, দাড়ি না কাটলে হয়তো সত্যিই গম্ভীর বা স্বল্পভাষী দেখায় পুরুষদের! আমার কথার মানে হচ্ছে: আসল পরিচয় জানানোর ইচ্ছে নেই তোমার। তবে এ ব্যাপারে অভ্যস্ত আমরা, ক্যান্ডারে নাম-ধামহীন মুখ তো কম দেখিনি! তুমিই তো ড্যান মেরিককে ধরেছ, তাই না?'

'এ আর এমন কী,' বিনয়ী স্বরে বলল জন। 'ব্যাটা অবশ্য চেষ্টার ত্রুটি করেনি, রাইফেল এবং শটগানের সবক'টা গুলি খরচ করেছে আমার উদ্দেশে। মাথা থেকে হ্যাট তুলে বাতাসে নাড়লাম শুধু, তাতেই সরে গেল সব বুলেট; তারপর পাক্কা বিশ ফুট লাফ দিয়ে ধরে ফেললাম ওর গোড়ালি। মাথার ওপর তুলে কয়েকটা পটকান খাওয়ালাম ওকে...'

'হয়েছে, আর গুল মারতে হবে না! এই মাত্র বলেছ তোমার নাম ক্রিস ক্রিঙ্গল, কিন্তু নামটা ভুয়া। তুমি আসলে পল বুনিয়ান...অন্য কিছু বলার আগে আমার উদ্দেশ্যটা ব্যাখ্যা করতে দাও।'

'বলে ফেলো।'

'যা ভাবছ, এতটা বেকুব নই আমি,' গম্ভীর স্বরে বলল মেয়েটি, হাসল আবারও—বোঝা গেল জনের হেঁয়ালিতে ক্ষণিকের জন্যে বিভ্রান্ত হলেও বিরক্ত হয়নি, বরং উপভোগ করেছে। 'আমি ক্যারল ম্যাকফী। *ক্যান্ডার ক্ল্যারিয়ন*-এর সম্পাদক ও মালিক আমার বাবা। আমি ওঁর ডান হাত—একমাত্র রিপোর্টার। আমার কৌতূহল পুরোপুরি পেশাগত, মি. ক্রিঙ্গল নাকি বুনিয়ান?'

হেসে উঠল জন। 'জন ক্যালকিন। প্রেসের কাছে শুধু জন।'

'ধন্যবাদ, শেষ পর্যন্ত নামটা জানা গেল! এবার সবকিছু খুলে বলো তো! দেখতেই পাচ্ছ, ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। বিল রিচমন্ড শুধু র‍্যাঞ্চার ছিল বললে ভুল হবে, আসন্ন নির্বাচনে ক্লিন-আপ কমিটির মনোনীত মেয়র পদপ্রার্থী ছিল ও। দুঃখজনক হলেও সত্যি, বিল খুন হওয়ায় এ শহরের রাজনীতিতে ভিন্ন মাত্রা যোগ হয়েছে, এটা শুধুই কারও ব্যক্তিগত বিষয় নেই আর।'

গম্ভীর মুখে মেয়েটিকে জরিপ করছে জন। এখন আর হাসছে না ক্যারল ম্যাকফী, অপূর্ব সুন্দর চোখে যুগপৎ বেদনা এবং হতাশা দেখা যাচ্ছে। 'ওকে পছন্দ করতে তুমি, তাই না? এবং সম্ভবত ক্যান্ডারের আবর্জনা পরিষ্কারের কাজে মনে-প্রাণে জড়িয়ে গেছ?'

'হ্যাঁ। বিল খুব ভাল মানুষ ছিল। সৎ, আন্তরিক এবং সদয়। ষড়যন্ত্র করে ওকে ডুয়েলে জড়ানো হয়েছে, আর পরের ঘটনা তো নিজের চোখে দেখেছ—সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা মাথায় কুৎসিত উপায়ে খুন করা হয়েছে ওকে। ইচ্ছে করছে রেনে টাপারের অফিসে ঢুকে সিক্সগানের সবক'টা গুলি ঢুকিয়ে দেই ওর ভুঁড়িতে!'

সহানুভূতির ভঙ্গিতে নড করল জন। 'এক শর্তে বলতে পারি। বিনিময়ে শহরটা সম্পর্কে জানাবে আমাকে। রাজি? ক্যান্ডার সম্পর্কে

এত কিছু শুনেছি যে আগ্রহ হচ্ছে, টেরিটরিতে তোমাদের শহরের খ্যাতি খুনীদের আস্তানা, শয়তানের বাড়ি বা নরক হিসেবে। আমি জানতে চাই…'

রাস্তার ওদিক থেকে ভেসে আসা শোরগোলের কারণে জনের শর্ত শোনা হলো না ক্যারল ম্যাকফীর। চিৎকার আর তীক্ষ্ণ গোলাগুলির শব্দ ভেসে এল। ঘুরে সেদিকে ছুটল মেয়েটা, কয়েক পা এগিয়ে থমকে দাঁড়াল হঠাৎ, হতাশায় মাথা নাড়ল।

'ধ্যেৎ! আমি একজন লেডি, কোন অবস্থায়ই দৌড়ানো উচিত নয় আমার! অথচ রিপোর্টার হিসেবে ওখানে কী ঘটছে জানা উচিত। কী ঘটতে পারে, জন?'

'সত্যি জানতে চাও?' হিচিং রেইলের তলা দিয়ে রাস্তায় নেমে এল জন, লাগাম খুলে স্যাডলে চাপল। ঘোড়াকে সাইডওঅকের কিনারায় নিয়ে এসে বাম পা স্টিরাপ থেকে মুক্ত করল। 'উঠে পড়ো, যুদ্ধক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ করে আসি!'

রক্তিম হয়ে গেল ক্যারলের মুখ, দ্বিধা করছে। এদিকে শয়তানি ভরা হাসি নিয়ে ওকে দেখছে জন।

'সাহসী রিপোর্টার কী ভড়কে গেল?'

আরও লাল হয়ে গেল মেয়েটির মুখ। শেষে মাথা ঝাঁকিয়ে কপালে এসে পড়া চুল সরিয়ে দিল ক্যারল, জেদী বাচ্চার মত সরাসরি জনের চোখে চোখ রাখল। 'শুধু প্রেসের স্বার্থে,' বলে জনের বাড়ানো হাত চেপে ধরল।

ঝুঁকে এল জন, কোমর এবং হাত ধরে ক্যারলকে মাটি থেকে শূন্যে তুলে ফেলল, আলতো ভঙ্গিতে বসিয়ে দিল সামনে। সাইড-স্যাডলে অভ্যস্ত ক্যারল স্টিরাপে পা খুঁজে পেল। ওর কোমর চেপে ধরল জন, মৃদু স্বরে বলল: 'যুৎ হয়ে বসো।' শেষে আলতো স্পার দাবাল।

ভড়কে যেতে পারে মেয়েটা, কিংবা হয়তো ডাবল-রাইড করছে বলে আড়ষ্ট থাকবে; কিন্তু তেমন কিছু ঘটল না। মোটেই ভয় পায়নি ক্যারল, নিরাপদ দূরত্বে থেকেও যুৎ হয়ে বসে থাকল। বাতাসে উড়ছে ওর দীঘল কালো চুল, আছড়ে পড়ছে জনের চোখে-মুখে। সদ্য পরিচিত একজন যুবকের বাহুবন্ধনে মোটেই আড়ষ্ট মনে হলো না ওকে; চিবুক উঁচু, পরস্পরের সঙ্গে চেপে বসেছে পুরুষ্টু ঠোঁট জোড়া।

রাইড বলা যাবে না। আনুমানিক একশো গজ এগিয়ে মোড় নিয়ে স্টেবলের পাশের গলিতে ঢুকে পড়ল জন। বাড়ির আশপাশে সদলে

কাভার নিয়েছে মার্শাল: ব্যারেল, ওয়্যাগন বা থামের পেছনে পাসির সদস্যদের দেখা যাচ্ছে। সাহসী একজন মাথা তুলতে উল্টোদিকে গর্জে উঠল প্রতিপক্ষের সিক্সগান, তৎক্ষণাৎ লোকটা জেনে গেল সতর্কতাই নির্ভীকতার মূল ভিত্তি। করালে একটা থামের সঙ্গে শরীর ঠেকিয়ে অবস্থান নিয়েছে এক লোক, বিক্ষত হাতের শুশ্রূষার ফাঁকে সমানে খিস্তি আউড়াচ্ছে।

তীক্ষ্ণ সুর তুলে পাসি বাহিনীর মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল কয়েকটা বুলেট। অজান্তে মাথা নিচু করে ফেলল ক্যারল ম্যাকফী।

ঘোড়া ঘুরিয়ে গলির মুখে চলে এল জন। 'এখান থেকে সরে পড়া উচিত, নইলে দু'একটা গুলি আমাদের শরীরেও বিঁধতে পারে,' বলল ও। স্টেবলের আড়ালে এসে নিশ্চিন্ত মনে মূল রাস্তার দিকে এগোল। টের পেল স্যাডলে আড়ষ্ট হয়ে গেছে ক্যারল, ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে মুখ।

'একী! আমাদের নির্ভীক রিপোর্টার দেখছি ভয়ে সিটিয়ে গেছে!'

'কিছুটা অসুস্থও বোধ করছে!' জনের তামাশার উত্তরে সিরিয়াস শোনাল ক্যারলের কণ্ঠ। 'দৃশ্যটা চোখে পড়েনি তোমার?'

দেখেছে জন। ভেবেছিল মেয়েটা হয়তো দেখতে পাবে না। যাতে দেখতে না পায় সেজন্যেই দ্রুত চলে এসেছে ঘটনাস্থল থেকে, কিন্তু কাজ হয়নি। "ঘটনা" অর্থাৎ ড্যান মেরিকের ভাগ্য ততক্ষণে নির্ধারিত হয়ে গেছে। করাল গেটের ক্রসবার থেকে দড়িতে ঝুলন্ত দেহটা দেখেছে ওরা–সমানে হাত-পা ছুঁড়ছিল সে, বাতাসের অভাবে হাঁসফাঁস করছিল।

'দেখেছি। যাক্গে, তোমাকে কি *ক্ল্যারিয়ন* অফিস পর্যন্ত নামিয়ে দেব যাতে ঘটনাটা তাড়াতাড়ি লিখতে পারো?'

'মনে হয় না এখনই লিখতে পারব, আগে কাঁপুনি বন্ধ হোক। এক কাজ করো, পায়ের তলায় শক্ত কিছু পাব এমন জায়গায় নামিয়ে দাও আমাকে।'

সঙ্গে সঙ্গে রাশ টানল জন, মেয়েটিকে নামিয়ে দিল মাটিতে। তারপর নিজেও স্যাডল ছেড়ে ক্যারলের পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করল। হাতে ঘোড়ার লাগাম। রাস্তার শেষে এসে মোড় ঘুরল ওরা, আধ-ব্লক হেঁটে এক তলা একটা দালানের সামনে থামল। দরজার ওপর বিশাল সাইনবোর্ড ঝুলছে, তাতে লেখা: *ক্যাভার ক্ল্যারিয়ন*। হিচিং রেইলে ঘোড়া বেঁধে, ক্যারলের পিছু পিছু বাড়িতে ঢুকল জন।

বিশাল কামরার সামনের দুই-তৃতীয়াংশ অন্য অংশ থেকে কাঠের

রেলিং দিয়ে আলাদা করা। রেলিঙের এপাশে দুটো ডেস্ক; কয়েকটা পিঠ-উঁচু চেয়ার, সেফ এবং কাবার্ড–একইসঙ্গে যেটা ফাইল কেবিনেট হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। রেলিঙের ওপাশে হস্তচালিত ওয়াশিংটন ছাপার মেশিন, জব প্রেস, টাইপে ঠাসা কম্পোজিটর বেঞ্চ আর ছাপার কাজে অপরিহার্য নানা কিসিমের যন্ত্রপাতি ও জঞ্জাল পড়ে রয়েছে।

ডেস্কে বসে হাত নেড়ে ওকে বসার আমন্ত্রণ জানাল ক্যারল। জন বসতে কাগজ-কলম টেনে নিল। 'এবার বলে ফেলো–সবটা শুনতে চাই আমি, তোমার বিনয়টুকু সহ!'

সংক্ষেপে ড্যান মেরিককে ধরার গল্প বলল জন, প্রয়োজনীয় নোট নিল ক্যারল।

'ছাপার সময় ক্যালকিন শব্দটা ভুলে যেয়ো,' শেষে বলল ও। 'ইচ্ছে হলে ক্রিস ক্রিঙ্গল, পল বুনিয়ান বা লর্ড ফন্তেলরয় লিখতে পারো, আপত্তি নেই আমার। কিন্তু ভুলেও জন ক্যালকিন লিখো না।'

চোখ তুলে তাকাল নীলাঞ্জনা। 'দুশ্চিন্তা কোরো না, আমি নিশ্চিত ড্যান মেরিককে ধরিয়ে দেওয়ার জন্যে তোমাকে মেডাল দেবে না আমাদের মেয়র।'

'দুশ্চিন্তার ব্যাপার হচ্ছে, কেউ হয়তো আমার স্মৃতির উদ্দেশে একটা মনুমেন্ট তৈরি করতে চাইতে পারে, আগে অবশ্য আমাকে অতীত বা স্মৃতি বানিয়ে নিশ্চিত হয়ে নেবে।'

'দেখলে তো, আসলে কে ভীতু!' সকৌতুকে বিদ্রূপ করল ক্যারল। 'অথচ দুঃসাহসী এই লোকই কিনা ভিলেনকে কুপোকাত করেছে–গোড়ালি ধরে কয়েক চক্কর খাইয়েছে বাতাসে!'

'সত্যিই ভয় পেয়েছি,' সবক'টা দাঁত বের করে হাসল জন, শেষে গম্ভীর হয়ে গেল। 'উঁহুঁ, আমি সিরিয়াস, ক্যালকিন নামটা ভুলে যাও, ম্যা'ম। মুহূর্তের দুর্বলতায় বলে ফেলেছি বটে, কিন্তু এখন ভুলে যেতে বলছি!'

'তাই?' আঁধার ঘনাল অনিন্দ্যসুন্দর মুখে। 'বুঝেছি, ক্যান্ডারে আরও একজন নামহীন মানুষ এলো। বেশ, বিশেষ আনুকূল্যে তোমার গোপন খবর বুকে জমা করে রাখব,' আচমকা কঠিন ও আপসহীন হয়ে উঠল ক্যারলের কণ্ঠ। 'জন, যদি ফেরারী হয়ে থাকো, তাহলে বরং চলে যাও এখান থেকে। আপাতত হয়তো নিরাপদ থাকতে পারবে, তবে নির্বাচনের পর অবস্থা বদলে যাবে। পুরো ক্যান্ডার কাদার সমুদ্রে ভরাডুবি খাচ্ছে এখন, কিন্তু শিগ্‌গিরই সব কাদা পরিষ্কার করে ফেলব আমরা।'

'আমরা?' কপালে ভুরু ঠেকল জনের।

'হ্যাঁ, আমরা, শহরের শান্তিপ্রিয় সাধারণ মানুষ। একটা শহর কেমন হওয়া উচিত? ভাল-মন্দ মানুষ সব জায়গায় আছে, ক্যান্ডারও ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু একজন আগন্তুক যখন শহরে আসে, যখন সে নিজের পরিচয় জানায়, সত্যতা জানার জন্যে তাকে চ্যালেঞ্জ করার মত লোক যখন থাকে, শহরটাকে অন্যরা খারাপ কি ভাল বলল তাতে পরোয়া করি না আমি। নিরীহ মানুষ দুর্ভোগ বা যন্ত্রণা সহ্য করার পরও ধৈর্য ধরে, যেহেতু জানে তাদেরও দিন আসবে, যেদিন সমস্ত জঞ্জাল সরিয়ে শহর পরিষ্কার করার সুযোগ পাবে। ডজন খানেক উদাহরণ দেওয়া যাবে: অ্যাবিলিন, টম্বস্টোন, হ্যাঙটাউন বা অনেক শহরে এমন ঘটেছে। সময়ে সব জঞ্জালই সরে যায়। কাজটা করে ভদ্র, সৎ এবং শান্তিপ্রিয় মানুষ। এখানে, ক্যান্ডারেও শান্তিপ্রিয় মানুষ শহর পরিষ্কার করবে।'

'শোনো, শোনো!' প্রশংসার সুরে সমর্থন জানাল জন।

রক্তিম হয়ে উঠল ক্যারলের দুই গাল, কিন্তু চিবুক উঁচু হয়ে গেল, চোখে উজ্জ্বল দুর্বিনীত চাহনি। 'হাসো, যত ইচ্ছে হাসতে পারো। রেনে টাপার আর ওর চেলারাও হাসবে, পরে কিন্তু হাড়ে হাড়ে টের পাবে!'

'এ পর্যন্ত যা দেখেছি, বিস্তর জঞ্জাল জমেছে ক্যান্ডারে। কিভাবে ওসব পরিষ্কার করবে?'

'যতটা সম্ভব শালীন এবং ভদ্র উপায়ে, প্রয়োজনে বল প্রয়োগে। আগামী মাসের প্রথম মঙ্গলবার নির্বাচন। একজন মেয়র আর তিনজন কাউন্সিলম্যান নির্বাচিত করব আমরা। শুরু থেকেই এ শহরের মেয়র রেনে টাপার; সময়ে সময়ে কাউন্সিলম্যান বদল হয়েছে বটে, কিন্তু সবই টাপারের ইচ্ছে মাফিক। যখনই কারও সঙ্গে বনিবনা হয়নি ওর, অস্বাভাবিক কিছু একটা ঘটেছে তার ভাগ্যে। আর মার্শাল নিয়োগ করা মেয়র এবং কাউন্সিলম্যানদের এক্তিয়ারে পড়ে বলে টাপারের পছন্দের লোকই প্রতিবার নির্বাচিত হয়।'

'সেরকমই দেখলাম,' বলল জন, চেয়ারে এমন ভাবে বসেছে চট করে যাতে উঠে দাঁড়াতে সমস্যা না হয়, কার্ট্রিজ বেল্টের কাছাকাছি রয়েছে বুড়ো আঙুল। হ্যাটের ব্রিমের নীচ থেকে স্থির দৃষ্টিতে দেখছে মেয়েটিকে, ক্যারলও তাকিয়ে আছে পলকহীন দৃষ্টিতে।

'ফেরারী যে-কোন লোক এখানে এসে রফা করে নেয় রেনে টাপারের সঙ্গে। এটা সবাই জানে, অথচ এ পর্যন্ত প্রমাণ করা যায়নি। টাকার বিনিময়ে নিরাপত্তা দেয় টাপার–পরিমাণটা নির্ভর করে

অপরাধের মাত্রার ওপর। বাস্তবিক অর্থে এখানে আউট্‌লদের স্বর্গ তৈরি করেছে সে। হঠাৎ হঠাৎ উধাও হয়ে যায় ওরা, কোথাও নিশ্চই কোন কুকর্ম করে আসে, আইনের তাড়া খেয়ে ক্যান্ডারে এসে ডুব দেয়। কাউন্টির কোন মার্শাল বা শেরিফ এখানে পৌঁছতে পারে না, পারলেও কোন না কোন ভাবে তাদের ঠেকিয়ে রাখে টাপার। প্রয়োজনে ভাড়াটে বন্দুকবাজ লেলিয়ে দেয়। বছর খানেক আগে কমিশনারের অফিস থেকে বেশ কয়েকজন ডেপুটি এসেছিল, কিন্তু কিভাবে যেন খবরটা পেয়ে যায় টাপার। শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে থাকতেই এদের ওপর চড়াও হয় টাপারের বাহিনী, নৃশংস ভাবে খুন করে প্রত্যেককে। ওর কাজ এমন নিখুঁত ছিল যে ডেপুটিদের লাশ দূরে থাক, লড়াই বা হামলার সামান্য আলামতও পাওয়া যায়নি, যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছিল সবাই। সেবার চড়া দরের কিছু বন্দুকবাজ ভাড়া করেছিল সে, এরা অবশ্য ক্যান্ডারে আসেনি, কাজ সেরে চলে গেছে যার যার ধান্ধায়। ওই ঘটনার পর থেকে আউটলদের কাছে আরও জনপ্রিয়তা পেয়েছে ক্যান্ডার আর রেনে টাপার। সমস্ত অপরাধীদের মধ্যে খবরটা ছড়িয়ে পড়ে যে বিপদে নিরাপদ আশ্রয় পেতে হলে ক্যান্ডারই সবচেয়ে উপযুক্ত জায়গা।

'আমাদের ভাগ্য ভাল এসব অপরাধীরা শহরে তেমন কোন ঝামেলা করে না। টাপারের নির্দেশই এরকম। যার যার ধান্ধা নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও নিরাপত্তার স্বার্থে ওরা একাট্টা। সব মিলিয়ে হয়তো চল্লিশজন অপরাধী আছে ক্যান্ডারের ধারে-কাছে, এদের অন্তত বিশজন সরাসরি টাপারের অধীনে কাজ করে।' পরস্পরের ওপর চেপে বসল ক্যারলের ঠোঁট জোড়া, মিনিট খানেক চুপ করে থাকার পর হঠাৎ জানতে চাইল: 'জন, তুমিও ফেরারী নও তো? আসলে কি করো তুমি?'

বিস্মিত দেখাল ওকে। 'আমি?'

'হ্যাঁ, তুমি। প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখার জন্যে ক্যান্ডারে আসে না আগন্তুকরা। আমি জানতে চাই কেন এখানে এসেছ, অতীতে কী অপরাধ করে এসেছ।'

সবক'টা দাঁত বের করে হাসল জন। 'বলতেই হবে?'

'চাপাচাপি করব না, চাইলে নাও বলতে পারো, কিন্তু আমি মনে করি বলা উচিত, কারণ সেটাই আশা করছি। কথা দিচ্ছি, তোমার বলা প্রতিটি তথ্য গোপন রাখব। এও আশা করছি খুব খারাপ কিছু শুনতে হবে না আমাকে।'

চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিল জন. মাথা হেলে পড়ল ব্যাকরেস্টে।

'ভয়াবহ একটা অপরাধ করেছি,' নিচু টানটান স্বরে বলল ও।

ঝুঁকে এসে জনের বাহুতে হাত রাখল ক্যারল। 'বলো আমাকে।'

চোখ তুলে তাকাল ও, চাহনিতে মেকী অপরাধবোধ। 'এক এতিমখানায় আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলাম, বাচ্চাদের আর্তনাদ শোনার খুব ইচ্ছে হয়েছিল কিনা।'

'জন!' ঝট করে সহানুভূতির হাতটা ফিরিয়ে নিল ক্যারল। গোলাপী বর্ণ ধারণ করেছে দুই গাল, চোখে রাগ। 'আর বলার দরকার নেই! যাই ঘটিয়ে থাকো, আশা করি তোমাকে ধরতে পারবে ওরা, বিচারও হবে তোমার।' দ্রুত হাতে কাগজপত্র গোছাতে শুরু করল মেয়েটা, এদিকে পলকহীন দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে জন, ঠোঁটে মিটিমিটি হাসি।

'দুঃখিত, ক্যারল,' মিনিট কয়েক পর বলল জন। 'জানার জন্যে তুমিই তাগাদা দিচ্ছিলে। ধ্যেৎ, বুঝতেই পারিনি ভিলেনগিরির প্রমাণ এত স্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠবে আমার মুখে! যাক্‌গে, আসল কথা হচ্ছে আশপাশে ল-ম্যান দেখলে ঠিক স্বস্তি লাগে না আমার–এক মুহূর্তও না!'

'তোমাকে দেখে মোটেও অপরাধী মনে হয় না। কিন্তু ক্যান্ডারে এসেছ তুমি···অপরাধী ছাড়া এখানে আসে না কেউ।'

'তোমার বাবা আর তুমি এসেছ।'

'বাবা ন্যায়ের পক্ষে লড়তে ভালবাসেন, সেজন্যেই এখানে এসেছি আমরা। রেভারেন্ড পিটার রিয়ার্সন এসেছেন ধর্মের বাণী শোনাতে, গসপেল* সম্পর্কে প্রায়ই বলেন তিনি। শহরের শেষ মাথায় একটা তাঁবুয় ওঁর ঘাটি। ওঁর মেয়ে কেট মেলোডিয়ন বাজিয়ে গান গায় প্রার্থনার সময়।'

'সবাই মিলে শহরটাকে নতুন করে সাজাতে চাইছ তোমরা। লেডি, পত্রিকা পড়িয়ে বা ঈশ্বরের প্রশস্তির গান শুনিয়ে বেয়াড়া লোকদের ক্লিন-আপ কমিটির পক্ষে ভোট দিতে উৎসাহিত করতে সত্যিই জান পানি হয়ে যাবে তোমাদের। কারণ ওরা শুধু একটা জিনিস বোঝে–পিস্তলের ভাষা। বন্দুকের নলের গুঁতো দিয়ে ভোট দিতে বাধ্য করতে হবে ওদের।'

'উঁহুঁ, বেয়াড়া এসব লোককে প্রভাবিত করার ইচ্ছে নেই আমাদের। শহরের ভদ্র শান্তিপ্রিয় মানুষকে নিয়ে কাজ করছি আমরা।'

---

* গসপেল (Gospel) : যীশু খ্রিষ্টের জীবনাদর্শ, উপদেশাবলী বা জীবনকাহিনী

ওদের ভোটেই পরাজিত করব রেনে টাপারকে। ক্যাটলম্যানরা আছে আমাদের সঙ্গে। শহরের প্রতি ওদের বিতৃষ্ণা কম নয়, কারণ এখানে এলেই ক্রুরা আহত বা লুটের শিকার হয় কিংবা সামান্য কারণে জেলে যায়। জরিমানা দিতে দিতে ক্লান্ত ওরা। জরিমানার টাকা টাপারের ড্রয়ার ভারী করছে কেবল। র‍্যাঞ্চ মালিকের দেখাদেখি বিশ্বস্ততার কারণে আমাদের পক্ষে ভোট দেবে কাউবয়রা।'

'শহরের ব্যবসায়ী আর মাইনাররা?'

'ওদের সঙ্গেও কাজ করছি। ব্যবসায়ীরা ভয় পায় টাপারকে, কারণ ইচ্ছে করলে যে-কাউকে বয়কট করতে পারে সে। মূলত মাইনারদের নিয়েই যত সমস্যা। ওরা যদি ভোট দেয়, নিঃসন্দেহে জিতব আমরা, কিন্তু অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে নির্বাচনের দিন ওদেরকে পাওয়া যাবে না; কিংবা ঠিক কার পক্ষে ভোট দেবে, তাও বোঝা যাচ্ছে না। খুব বেশিদিন কোন জায়গায় থাকে না ওরা, তাই স্থানীয় রাজনীতির ব্যাপারে আগ্রহ বোধ করে না। কোথাও সোনা পাওয়া গেছে শোনা মাত্র সেখানে ছুটে যাবে সবাই। রেভারেন্ড রিয়ার্সন অক্লান্ত ভাবে খাটছেন–ক্যাম্পে যাচ্ছেন, বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করছেন ওদের। কেটকে প্রায় পূজা করে ওরা, কারণ চেহারায় বা আচরণে দেবীর মত ও, যেন স্বর্গ থেকে ভুল করে পৃথিবীতে চলে এসেছে।'

'দেবী? আহ্, যদি দেখা হত ওর সঙ্গে!'

সরু চোখে ওকে দেখল ক্যারল, কিন্তু কিছু বলার আগেই দরজা খুলে গেল। দু'জন লোক ঢুকল কামরায়। মাঝবয়সী এক লোক, অপরিপাটি পোশাক পরনে, নিজের বেশভূষা সম্পর্কে একেবারে অসচেতন। অন্যজন ত্রিশে পড়েছে। সমর্থ, সুঠামদেহী, সুদর্শন। ঘন বাদামী চুল, সরু গোঁফ আর উজ্জ্বল নীল চোখ। পরিচ্ছন্ন সাধারণ পোশাক যুবকের পরনে।

'ক্যারল, ফিচারটা লিখেছ?' জরুরী কণ্ঠে জানতে চাইল বয়স্ক লোকটি। 'যত দ্রুত সম্ভব বিশেষ সংস্করণ বের করতে হবে। বিল রিচমন্ডের মৃত্যু এই শহরের শান্তিপ্রিয় মানুষের জন্যে চরম অপমান এবং হতাশার ব্যাপার। শুধু একজন ভাল মানুষকেই নয়, ক্যান্ডারের ভবিষ্যৎ মেয়রকেও হারিয়েছি আমরা। জানি না ওর অনুপস্থিতিতে কী করব, কিন্তু একটা ব্যাপার নিশ্চিত: ওর মৃত্যুতে বেশ কিছু ভোট বেড়ে যাবে আমাদের। অনেকেই এখন টাপারের বিপক্ষে মতামত দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেবে। সন্দেহ নেই, ছাদে ওই লোকটাকে টাপারই রেখেছিল। আশা করছি সরাসরি ওকে অভিযুক্ত করতে সক্ষম হব আমরা, যদিও

বরাবরের মত কোন প্রমাণ নেই। বার্ট স্টিভেন্সের দলবল তাড়াহুড়োয় ড্যান মেরিককে ঝুলিয়ে না দিলে হয়তো ওর কাছ থেকে সত্য জানা যেত।'

'খোঁজখবর নিয়েছি, লিখতে বেশিক্ষণ লাগবে না। বাবা, এ ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচিত হও। ওর তৎপরতার জন্যেই ধরা পড়েছে ড্যান মেরিক, আর পুরো গল্পটা ওর কাছ থেকে জেনেছি। জন, ইনি আমার বাবা, ব্রায়ান ম্যাকফী।'

উঠে দাঁড়িয়ে পত্রিকা সম্পাদকের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল জন।

'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, জন,' আন্তরিক স্বরে বলল ম্যাকফী। 'দারুণ দেখিয়েছ! তুমি সময়মত তৎপর না হলে শয়তানটাকে ধরতে পারতাম না আমরা, কিংবা জানতেও পারতাম না আসলে কে গুলি করেছিল বিলকে।' পাশ ফিরে যুবকের দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'এ নেইল ট্রেভিস। ক্যান্ডারের পুনর্গঠনে আমাদের একনিষ্ঠ সমর্থক।'

জনের উদ্দেশে স্মিত হাসল ট্রেভিস, হাত বাড়িয়ে দিল। 'তোমার মত চালু লোকের দরকার ক্যান্ডারে।'

'ডাবল ঈগল সেলুন আর জুয়ার হলটা নেইলের,' জানাল ম্যাকফী। 'অতি মাত্রায় আত্মসচেতন মানুষ, নিজেকে ভদ্র নাগরিক মনে করে না ও। কিন্তু আমার ধারণা সব ব্যবসায়ীই শহরের সম্মানিত নাগরিক, সে সেলুনকীপ আর কসাই বা স্টোরকীপই হোক। যাক্‌গে, অনেকদিন থাকবে নাকি এখানে, জন?'

'ঠিক বলতে পারছি না। আসলে ঘুরতে ঘুরতে চলে এসেছি।'

'নির্বাচন পর্যন্ত থাকলে আমাদের পক্ষে সমর্থন দেবে নিশ্চই! এই ফাঁকে ঘুরে-ফিরে দেখো। মনে হয় না ক্যান্ডারে তোমার অভিজ্ঞতা সুখকর হবে। পুরো শহরটা পচে গেছে।'

'তোমার মেয়ের কাছ থেকে কিছুটা শুনেছি, স্যার।'

'ক্যারল? এ ব্যাপারে দারুণ উৎসাহী ও। রেভারেন্ড রিয়ার্সন বা কেটও অতি উৎসাহী। ...ক্যারল, বলতে ভুলে গেছি, রাত আটটায় গসপেল তাঁবুতে একটা মীটিং হবে। মাইনারদের জানানোর দায়িত্ব নিয়েছে রেভারেন্ড। তুই বরং শহরের লোকজনকে জানিয়ে দে। পত্রিকার বিশেষ সংস্করণ বের করতে ব্যস্ত থাকব আমি, তবে নেইল কথা দিয়েছে সন্ধের আগেই সমস্ত র‍্যাঞ্চারদের মীটিংয়ের খবর জানাবে, সবাইকে উপস্থিত হতে অনুরোধ করবে। নতুন একজন প্রার্থী নির্বাচন করতে হবে আমাদের। বেচারা বিল!'

'আশা করি মীটিংয়ের উদ্দেশ্য গোপন রাখছ তোমরা?'

'হ্যাঁ। রেনে টাপার যদি এসব জানতে পারে, কেবল খোদাই জানে শেষে কী ঘটবে!' দ্রুত একবার জনের দিকে তাকাল সাংবাদিক। 'আমি ধরেই নিয়েছি জন আমাদের সঙ্গে আছে। ড্যান মেরিককে ধরিয়ে দিয়ে নিজের অবস্থান বুঝিয়ে দিয়েছে ও।'

'ঝিনুকের মতই মূক আমি,' হালকা চালে বলল জন।

'আমি বরং যাই, বেশ কয়েক জায়গায় যেতে হবে,' নিরুত্তাপ স্বরে বলল নেইল ট্রেভিস।

'আর আমাকে বিশেষ সংস্করণ বের করতে হবে,' সোৎসাহে বলল ম্যাকফী, মেয়ের উদ্দেশে চোখ টিপল। বুড়ো বয়সেও তার এমন প্রাণচাঞ্চল্য বিস্ময়কর।

'তুমি,' ক্যারলের উদ্দেশে বলল জন। 'আগে গল্পটা লিখে ফেলো।' দুই পুরুষের দিকে ফিরল ও। 'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।'

মৃদু নড করে অন্য ডেস্কে বসে পড়ল ব্রায়ান ম্যাকফী, এদিকে সামান্য মাথা নেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে গেল নেইল ট্রেভিস। ক্যারলের ডেস্কের ওপর দু'হাত রেখে ঝুঁকে এল জন, গম্ভীর স্বরে বলল: 'প্লীজ, মিস্ রিপোর্টার, দয়া করে এতিমখানার ওই ঘটনা সম্পর্কে কিছু লিখো না! অন্য সব গোপন তথ্যের মত ওটাও তোমার বুকের গভীরে জমা করে রাখো।'

ভুরু কোঁচকাল ক্যারল। 'ড্যান মেরিককে যেভাবে ধরেছ, জন, এরকম দুঃসাহস আর না দেখানোই ভাল। ফের যদি চেষ্টা করো, সাফল্যের গল্প নয়, হয়তো তোমার মৃত্যু সংবাদই ছাপাতে হবে।' পরমুহূর্তে নির্মল হাসিতে উদ্ভাসিত হলো ক্যারলের মুখ। 'তোমার সাফল্য কামনা করছি, জন।'

মৃদু শিস দিতে দিতে *ক্যান্ডার ক্ল্যারিয়ন* অফিস বেরিয়ে এল জন ক্যালকিন।

তিন

সরাসরি ফ্রন্টিয়ারে চলে এল জন, হিচিং রেইলে ঘোড়া বেঁধে ভেতরে ঢুকে পড়ল। বারের সঙ্গে পেট-পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিফ

রোগানের পাসি বাহিনীর সদস্যরা, দেদার হুইস্কি গিলে ড্যান মেরিককে উদ্ধার করার ব্যর্থতা ভুলবার চেষ্টা করছে। গরম পানি যতই পেটে পড়ুক, কাউকেই সুখী বা সন্তুষ্ট মনে হচ্ছে না।

বারের সমান্তরালে এগোল জন, শেষ প্রান্তে এসে মার্শালের মতই জরুরী কণ্ঠে বারটেন্ডারের উদ্দেশে জানতে চাইল: 'রেনে আছে ভেতরে?'

অভ্যাসবশত হ্যাঁ-সূচক উত্তর দিল বারম্যান, খেয়ালও করেনি কে জানতে চাইছে। তারপর, আচমকা জনকে চিনতে পেরে চড়া স্বরে খেঁকিয়ে উঠল: 'এই যে! ওর সঙ্গে কী কাজ তোমার?'

'সেটা আমার আর ওর ব্যাপার,' উত্তর দিল জন। করাঘাত করে দরজার পাল্লায় ঠেলা দিল, কোন আমন্ত্রণ ছাড়াই ঢুকে পড়ল ভেতরে।

ডেস্কের পেছনে বসে আছে রেনে টাপার। মেয়র একাই নয়, আরও একজন আছে কামরায়। চার্লি কীন। ডেস্কের এপাশের একটা চেয়ারে বসে আছে বন্দুকবাজ। দরজা খোলার শব্দে দু'জনেই ফিরে তাকাল। 'তোমাকে ভেতরে আসতে দিল কে?' তীক্ষ্ণ স্বরে জানতে চাইল সেলুন মালিক।

'দরজায় তালা ছিল না, তাই ঠেলা দিতে খুলে গেল। ভেতরে ঢুকে পড়লাম। তুমি রেনে টাপার?'

'হ্যাঁ। কী চাও?'

'ভাবলাম ক্যান্ডারে এসেছি যখন, তোমাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে যাই। ব্যস্ত?'

রুক্ষ নাক টেনে টাপারের, ছোট ছোট ফুসকুড়িতে পূর্ণ; বিশাল চ্যাপ্টা দেহ। পরিচ্ছন্নতা বা বাহ্যিক আবেদন সম্পর্কে মোটেই সচেতন নয় সে, সস্তা জীর্ণ আলুথালু কাপড় পরনে; স্ট্রিং টাইকে ঘিরে থাকা শার্টের কলার ক্ষয়ে গেছে কয়েক জায়গায়, শার্টের এক প্রান্ত ওয়েস্টকোটের বাইরে লুটিয়ে পড়েছে। অনেকক্ষণ ধরে মাপা চাহনিতে জনকে দেখল সে, দৃষ্টি না সরিয়েই বন্দুকবাজের উদ্দেশে বলল: 'ঠিক আছে, চার্লি। ওকে বোলো এ ব্যাপারটা আমিই সামাল দেব।'

উঠে দাঁড়াল বন্দুকবাজ, অন্য একটা দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। সম্ভবত সেলুনের পাশের গলিতে উন্মুক্ত হয়েছে দরজাটা। ছোট ছোট পদক্ষেপে, মেয়েলি ঢঙে হাঁটে চার্লি কীন।

'তো?' গম্ভীর মুখে ওর দিকে তাকাল মেয়র।

কীনের পরিত্যক্ত চেয়ারে বসল জন, আঙুল চালিয়ে হ্যাট পেছনে ঠেলে দিল। 'আমি এখানে নতুন। আজই এলাম। কার কাছ থেকে

যেন শুনলাম তুমি ক্যান্ডারের মেয়র। ভাবলাম শুরু যখন করতে হবে, ওপর থেকে নীচের দিকে নামাই ভাল।'

'কি নাম তোমার?'

'জন।'

'জন…বাকিটা?'

'যে-কোন কিছু। কাজ সারার জন্যে একটা নাম হলেই তো চলে, তাই না? জন এনিথিং। এটাই বা মন্দ কি!'

অস্ফুট স্বরে বিরক্তি প্রকাশ করল সে, আরও গম্ভীর হয়ে গেল মুখ। 'নিশ্চই তামাশা করতে আসোনি এখানে? উদ্দেশ্যটা সাফ সাফ জানিয়ে বিদায় হও!'

'একটা কাজ দিতে পারবে?'

'কী ধরনের কাজ?'

'কাজের ব্যাপারে বাছ-বিচার নেই আমার, শুধু বেগার খাটুনি না গেলেই হলো।'

সমালোচনার দৃষ্টিতে ওকে নিরীখ করল সে, মুখ গম্ভীর এখনও। দরজায় মৃদু করাঘাতের শব্দ হলো, খুলেও গেল। ভেতরে ঢুকল ক্যান্ডারের মার্শাল। পেছনে দরজা আটকে দিয়ে থমকে দাঁড়াল সে, তাকিয়ে আছে জনের দিকে। 'এই নচ্ছারটাই তো ড্যান মেরিককে ধরেছিল, তাই না? পরে ড্যানকে স্টিভেন্সদের হাতে তুলে দিয়েছে।'

সরু হয়ে গেল টাপারের চোখ। 'ঠিক নাকি, পিলগ্রিম?'

'হ্যাঁ। ধন্যবাদ দেওয়ার দরকার নেই, খুব লাজুক টাইপের লোক আমি। এমনিতে কৃতার্থ বোধ করছি।'

'ধন্যবাদ! বোকার হদ্দ!' জ্বলন্ত দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল মেয়র, তারপর চেয়ারে শিথিল করে দিল শরীর। নিজেকে সামলে নিয়ে বিদ্রূপের স্বরে বলল: 'এসেই গুঁতোগুঁতি শুরু করেছ, কারণটা জানতে পারি?'

'বললাম তো ক্যান্ডারে নতুন এসেছি। এখানকার আবহাওয়া বোঝার আগেই ঘটনাটা ঘটে গেল।'

'কিন্তু এখন আবহাওয়া বুঝতে পেরেছ, নাকি?'

'কিছুটা।'

জনের ওপর থেকে দৃষ্টি না সরিয়েই মার্শালকে নির্দেশ দিল মেয়র: 'ঠিক আছে, বিফ। এবার যেতে পারো তুমি।'

বাররুমে চলে গেল মার্শাল, পেছনে দরজা বন্ধ করে দিল।

'ফেরারী নাকি তুমি?' আচমকা জানতে চাইল সেলুন মালিক।

'ঠিক তা নয়, তবে আমার প্রতি আইনের আগ্রহ আছে, এ কথা বলতেই হবে।'

'তারমানে বেশ ফ্যাসাদে পড়েছ, এবং নিজের চেষ্টায় বেরিয়ে যেতে পারছ না। বেশ, একটা ব্যবস্থা করা যাবে। কিন্তু আগে শুনি আইন তোমাকে কেন খুঁজছে?'

'অন্ধ এক লোককে লাথি মেরে বেঞ্চ থেকে ফেলে দিয়েছিলাম, তারপর ওর পকেট সাফ করেছি।'

ঝট করে উঠে দাঁড়াল রেনে টাপার, ধিকিধিকি জ্বলছে চোখ দুটো। ডেস্কের ওপর ঝুঁকে এল সে, চড়া স্বরে বলল: 'আমার সঙ্গে তামাশা করিস না, ব্যাটা নচ্ছার! এই জিনিসটা একেবারে পছন্দ করি না আমি!'

পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জন, একইরকম কর্কশ স্বরে জবাব দিল: 'আমিও ব্যক্তিগত প্রশ্ন পছন্দ করি না, প্রশ্নকর্তা ক্যান্ডারের মেয়র হলেও নয়। কী মনে করো, যার-তার সঙ্গে ব্যবসা বা কাজ করি আমি?'

কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা, পলকহীন চাহনি, কেউ দৃষ্টি সরিয়ে নিতে নারাজ; শেষে দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস নিল রেনে টাপার, ধীরে ধীরে বসে পড়ল চেয়ারে। উন্মত্ত ক্রোধ ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে এল তার চোখে, প্রায় অপ্রকৃতিস্থের মত হাসল। 'তোমাকে কাজে লাগাতে পারব কিনা, এ মুহূর্তে ঠিক বলতে পারছি না,' শেষে বলল মেয়র। 'দেখা যাক তোমার জন্যে কোন কাজ পাওয়া যায় কিনা। হপ্তাখানেক পর একবার খোঁজ নিয়ো।'

'এই ফাঁকে আমার আমলনামা খতিয়ে দেখবে?' চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিল জন, কাগজ-তামাক বের করে সিগারেট রোল করতে শুরু করল। 'বেশ, কাছাকাছি থাকব। কিন্তু আগে থাকার একটা জায়গা খুঁজে বের করতে হবে। কোন ধারণা দিতে পারো?'

'শহরের আশপাশে শূন্য অনেক শ্যাক আছে, পছন্দসই একটায় ঢুকে পড়ো।'

সিগারেট ধরিয়ে উঠে দাঁড়াল জন। 'তোমার সুন্দর শহরের একটা চাবি দিলেই পারো আমাকে!'

'দুটো উপদেশ ছাড়া কিছুই দেব না তোমাকে: দেখে-শুনে পা ফেলো, আর নিজের নাক পরিষ্কার রেখো। পরবর্তীতে কাউকে গুঁতো খেতে দেখলে কৌতূহলী হয়ে পড়ো না। খুনী বা অপরাধীদের সামলানোর জন্যে একজন মার্শাল আছে আমাদের। এবার যেতে

পারো, মি. জন এনিথিং!'

বেরিয়ে এল জন।

রেনে টাপারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় ক্যান্ডারের পরিস্থিতি সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা পেয়েছে। ঠিকই বলেছে ক্যারল ম্যাকফী। নিঃসন্দেহে অপরাধীদের নিরাপত্তা দেয় মেয়র, যদিও কোর্ট সন্তুষ্ট হবে এমন প্রমাণ যোগাড় করা কঠিন হবে; সেজন্যে ক্লিন-আপ কমিটিকে সত্যিই খাটতে হবে। ম্যাকফী বা রিয়ার্সনদের দুর্জয় সাহসিকতা বা আন্তরিকতাই যথেষ্ট নয়, কারণ প্রতিপক্ষ শক্তপাল্লা—মস্তিষ্ক, বাহুবল আর অস্ত্রের দক্ষতার বিরুদ্ধে লড়তে হবে ওদের। তাছাড়া বিরুদ্ধ শক্তির ঐক্য এবং রেনে টাপারের অনীহাও কাজ করবে অন্তরায় হিসেবে, কারণ নিরাপত্তার বিনিময়ে মোটা অঙ্কের ঘুষ নিচ্ছে বলেই ফেরারী আসামীদের ধরিয়ে দিতে অনিচ্ছুক ক্যান্ডারের মেয়র।

বারের দিকে এগোনোর সময় চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালাল জন, অচেনা মুখগুলো দেখল। এক বিন্দু মিথ্যে বলেনি ক্যারল ম্যাকফী। চোর, রাসলার, জোচ্চোর জুয়াড়ী, খুনী, আউটল এরা; নিরাপত্তার খাতিরে সবাই মিলে স্বর্গ তৈরি করেছে ক্যান্ডারে। আইনের হাত ছুঁতে পারে না এদের, একাট্টা হয়ে যে-কোন শক্তিকে ঠেকিয়ে দিতে সক্ষম এরা। এক কোম্পানি রেঞ্জার এলে হয়তো শহরটা পরিষ্কার করা সম্ভব।

তবে, নির্বাচনে ক্লিন-আপ কমিটি জয়লাভ করলে হয়তো শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে এখানে, শহরের সম্পূর্ণ চিত্রই বদলে যাবে। কিন্তু ওটাই হবে সবচেয়ে কঠিন কাজ, কারণ নিরপেক্ষ এবং দ্বিধান্বিত ভোটারদের স্বপক্ষে টানার পাশাপাশি ভোট জালিয়াতি ঠেকাতে হবে। নির্বাচনে টাপারের পরাজয় মানেই ক্যান্ডার থেকে বিতাড়িত হওয়া, জানে বলেই মেয়রের পক্ষে কাজ করবে সব আউটল—প্রয়োজনে জাল ভোট দেবে, অস্ত্রের ভয় দেখাবে কিংবা খুনও করবে।

ক্লিন-আপ কমিটি নির্বাচনে পরাজিত হলে আজীবনের জন্যে নিরুদ্যম ও উৎসাহহীন হয়ে পড়বে সাধারণ মানুষ, মর্যাদা বলতে কিছু থাকবে না কারও। আসন্ন নির্বাচনে নিজেদের সর্বস্ব বাজি ধরেছে এরা। ঝুঁকিপূর্ণ জুয়া, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ড্রিঙ্কের ফরমাশ দিয়ে বারের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে অপেক্ষায় থাকল জন, টের পেল ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে এক লোক। মার্শাল বিফ রোগান।

'রেনের সঙ্গে কী রফা করলে?' জানতে চাইল ল-ম্যান।

'এক সপ্তাহ আমাকে যাচাই করবে ও।'

'তারমানে তোমার ওপর আমিই নজর রাখব, তোমার কাজকর্ম বিচার করব। বেতাল কিছু কোরো না, স্ট্রেঞ্জার, তাহলে কিন্তু পস্তাবে। ড্যান মেরিক আমার বন্ধু ছিল।'

'অযথা শব্দ খরচ করছ, ও যে তোমার বন্ধু ছিল সেটা আগেই আন্দাজ করেছি। আগামী এক সপ্তাহ বোধহয় বাড়ির ছাদে চোখ রেখে চলাফেরা করা উচিত হবে আমার।'

বড়বড় চোখে ওকে নিরীখ করছে মার্শাল। 'ছাদ থেকে কাউকে গুলি করার দরকার পড়ে না আমার।'

'নিশ্চিন্ত হতে পারলে বোধহয় ঘাড় ব্যথা থেকে মুক্তি মিলত। যাই হোক, তুমি বরং আমার ওপর চান্স নেওয়ার আগে রেনে টাপারের সঙ্গে কথা বলে নিয়ো। আর···এ সুযোগে উইলটাও করে নিয়ো।'

'বড় বড় বুলি কপচাচ্ছ, পিলগ্রিম। কী জানো, হাঁক-ডাক দিলেই সেয়ানা লোক হওয়া যায় না।'

মার্শাল বিফ রোগানের সঙ্গে তর্ক করার চেয়েও জরুরী কাজ পড়ে আছে হাতে, তাই জবাব দিল না জন। ড্রিঙ্ক শেষ করে ঘুরে দাঁড়াল, মনে পড়ল খেতে হবে এবং থাকার মত জায়গা খুঁজে নিতে হবে। বেরিয়ে এসে সারা শহরে চক্কর মারল ও, খুঁটিনাটি আর শ্যাকগুলোর অবস্থান গেঁথে নিল মনের মধ্যে। শূন্য একটা কেবিন পছন্দ হলো ওর।

শহরে এসে হাতলঅলা ঝাড়ু, বালতি, সাবান এবং কয়েকগজ ফ্লানেলের কাপড় কিনল। পুরো একঘণ্টা খাটুনির পর জায়গাটাকে মোটামুটি পরিচ্ছন্ন ও বাসযোগ্য করে তুলল। মরচে পড়া একটা স্টোভ রয়েছে কেবিনে। বাইরে এসে কিছু কাঠ কাটল ও, এরপর স্টোরে এল সাপ্লাই কেনার জন্যে। খাবার, মোমবাতি আর ঘোড়ার জন্যে দানাপানি কিনে ফিরে এল কেবিনে। কেবিনের পেছনে ছোটখাট একটা শেড রয়েছে, ঘোড়ার জন্যে যথেষ্ট হবে। ঘোড়ার যত্ন শেষে নিজের জন্যে রান্না করল ও, ভরপেট সাপার খেয়ে সন্তুষ্টির ঢেকুর তুলল।

এঁটো বাসনকোসন ধুয়ে পরিষ্কার শার্ট চাপাল গায়ে, গলায় স্কার্ফ জড়িয়ে বেরিয়ে এল। স্যাডলে চেপে গসপেল তাঁবুয় চলে এল, কেবিন খোঁজার সময় তাঁবুটা দেখেছে। সময়ের আগেই চলে এসেছে বটে, তবে মেলোডিয়নের সুরেলা ঝংকার শুনতে পেল স্যাডল ছাড়ার সময়। ফটকের কাছাকাছি রেইলে ঘোড়ার লাগাম বেঁধে তাঁবুর ভেতরে ঢুকে পড়ল জন।

ঈষদন্ধকার শান্ত পরিবেশ ঘিরে রেখেছে জায়গাটাকে। দু'পাশে প্ল্যাঙ্কের তৈরি বেঞ্চের সারি, মাঝখানে দীর্ঘ আইলের শেষে উঁচু

প্ল্যাটফর্ম। প্রচারবেদী হিসেবে একটা টেবিল ব্যবহৃত হচ্ছে, মেলোডিয়নটা এক পাশে। মাথা থেকে হ্যাট সরিয়ে হাতে নিল জন, আইল ধরে মৃদু পায়ে এগোল, একেবারে সামনে এসে প্রথম বেঞ্চে বসে পড়ল।

মেলোডিয়নে নিমগ্ন কেট রিয়ার্সন, মিষ্টি এবং সুরেলা একটা বাজনা বাজাচ্ছে। মাঝে মধ্যে মেলোডিয়নের ওপর মেয়েটির মাথা আর কাঁধ চোখে পড়ছে, সোনালী চুলে ঝিলিক মারছে লণ্ঠনের আলো। চোখ তুলে ওকে দেখতে পেয়ে হাসল কেট, উত্তরে পাল্টা হাসল জন, নিবিষ্ট মনে বাজনা শুনতে থাকল।

স্তোত্রটা শেষ করে উঠে দাঁড়াল কেট, তারপর প্ল্যাটফর্ম থেকে নেমে এসে বেঞ্চে জনের পাশে বসে পড়ল।

'থামলে কেন? দারুণ লাগছিল!'

'দেখলাম তুমি একা বসে আছ, মনে হলো কথা বলবে। তুমিই তো ড্যান মেরিককে ধরেছ, তাই না?'

'হ্যাঁ,' গম্ভীর দেখাচ্ছে জনকে, দেবীদের সঙ্গে তামাশা করে না কেউ।

আঁধার ঘনাল কেট রিয়ার্সনের অপরূপ মুখে। 'ওহ্, এমন ভয়াবহ দৃশ্য কল্পনাই করা যায় না! মি. রিচমন্ডের মৃত্যু বা ড্যান মেরিকের ফাঁসি, দুটোই ভয়ঙ্কর! অথচ দেখো, ড্যান মেরিক কিন্তু আসল খুনী নয়, সত্যিকার খুনী এখনও পর্দার আড়ালে রয়ে গেছে।'

'রেনে টাপার?'

মাথা নাড়ল মেয়েটি। 'কে খুনী আর কে নির্দোষ, বিচার করার ভার কিন্তু আমার নয়। আমি জানি না কে আছে এর পেছনে। শুধু এটা জানি যে বিল রিচমন্ডকে খুন করার ব্যক্তিগত কোন কারণই ছিল না মেরিকের। আমি নিশ্চিত দু'জনের কখনও আলাপও হয়নি।'

'তোমার বিশ্বাস এই শহরে সমস্ত শয়তানির পেছনে আছে রেনে টাপার, তাই না?'

'নিশ্চিত হওয়ার উপায় কী আছে? নিরেট কোন প্রমাণ নেই। আমরা যা জানি, শয়তানের চেয়েও জঘন্য কিছু মানুষ আছে এখানে এবং এদের বিতাড়িত করা প্রতিটি ধর্মভীরু নর-নারীর কর্তব্য। ক্যান্ডারে থাকার পরিকল্পনা আছে তোমার, মিস্টার...?'

'জন বলে ডেকো আমাকে, ম্যা'ম। মনে হয় না বেশিদিন থাকব এখানে, তবে নির্বাচন পর্যন্ত আছি।'

'আশা করছি ক্লিন-আপ কমিটির পক্ষে ভোট দেবে তুমি।

লোকজন ঘনঘন জায়গা বদল করে বলে কে কোথায় কতদিন থাকল, নির্বাচনের সময় বিবেচনা করা হবে না এসব। ভোটের দিন যে-লোকই উপস্থিত থাকবে, ভোট দিতে পারবে ইচ্ছে করলে।'

'কিন্তু এটাই দুশ্চিন্তার বিষয়, তাই না? একেবারে শেষ মুহূর্তে ভাড়াটে কিছু লোক আমদানি করতে পারবে টাপার, তাহলে নিশ্চিত ভাবে জিতে যাবে সে।'

'আমার তো মনে হয় ইতোমধ্যে যত বেশি সম্ভব ভাড়াটে লোক আনিয়েছে সে।'

'আশা করছি নির্বাচনের ফলাফল নিজেদের পক্ষে নিয়ে আসতে সক্ষম হবে তোমরা। সত্যিই তাই চাই আমি। সম্ভব হলে সাহায্য করব তোমাদের। কিন্তু অস্বীকার করার উপায় নেই, সত্যিই কঠিন একটা কাজ করতে হবে তোমাদের। হয়তো শুরুতেই ভুল করছ তোমরা, ক্যান্ডারে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে আগে ছোটখাট জঞ্জালগুলো পরিষ্কার করা উচিত। তাহলে জয়ের সম্ভাবনা বেড়ে যাবে তোমাদের।'

'আইনের শাসন? এখানকার আইন পুরোপুরি টাপারের ইচ্ছাধীন,' বিষণ্ণ স্বরে বলল কেট রিয়ার্সন। 'কাউন্টি শেরিফও হস্তক্ষেপ করতে ভয় পায়। তোমার পরামর্শ মত কাজ করতে গেলে অনেক রক্তক্ষয় হবে। হয়তো বেশ কিছু লোক মারা পড়বে। ক্যান্ডারে শান্তি আনা বোধহয় শুধু রেঞ্জারদের পক্ষে সম্ভব ছিল, কিন্তু সংখ্যায় নিতান্ত অল্প ওরা, তাছাড়া বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত সবাই। এরচেয়ে জরুরী কাজ পড়ে আছে ওদের হাতে। বেশ ক'বারই ওদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছি আমরা, সাহায্য চেয়েছি। জরুরী তাগাদা দিয়ে চিঠি লিখেছিলেন মি. ম্যাকফী, বাবা নিজে গভর্নরের কাছে লিখেছেন। কিন্তু উত্তরে মামুলি প্রতিশ্রুতি পেয়েছি যে সুযোগ হলে, অর্থাৎ লোকবল পর্যাপ্ত হলে সাহায্য পাঠাবে ওরা। তো, জন, আমাদের নিজেদের চেষ্টায় শান্তি আনতে হবে ক্যান্ডারে। নির্বাচনই একমাত্র উপায়, এবং জিতব আমরা।'

'আমিও তাই প্রত্যাশা করি, ম্যা'ম,' আন্তরিক স্বরে বলল ও।

'আমাকে কেট বলে ডেকো। সবাই তাই ডাকে।'

তাঁবুর পেছনের অংশের ক্যানভাসের পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে এল রেভারেন্ড রিয়ার্সন, হাতে কেরোসিনের মশাল। প্রচারবেদীর কাছাকাছি খুঁটির সঙ্গে মশাল ঝুলিয়ে ওদের সঙ্গে যোগ দিল সে। উঠে দাঁড়িয়ে রেভারেন্ডের বাড়ানো হাত দখল করল জন।

পরিচয়ের সময় আন্তরিক হাসল রেভারেন্ড, রুক্ষ অনমনীয় মুখটা

উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'ক্যারল ম্যাকফীর কাছ থেকে তোমার সম্পর্কে জেনেছি। আজকের মীটিংয়ে যোগ দিচ্ছ তো?'

'ধারে-কাছেই থাকব।'

'দারুণ! সমাজের প্রতিটি সৎ নর-নারীর সমর্থন দরকার আমাদের। কিছু মনে কোরো না, কেটকে যে ছেড়ে দিতে হয় এবার, স্তবগানের জন্যে ওকে দরকার আমার।'

সহাস্যে ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিল কেট। ছোট্ট কোমল হাত। সাদরে গ্রহণ করল জন, আজকের আগে কখনও কোন দেবীর সঙ্গে হ্যান্ডশেক করেনি। *ক্যারল বা মাইনারদের চোখে দেবী*, আনমনে ভাবল ও, পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে কিন্তু মেয়েটির "দেবী" হওয়ার কারণ এখনও স্পষ্ট হয়নি।

'যখন ইচ্ছে চলে এসো, জন,' আন্তরিক স্বরে বলল কেট রিয়ার্সন। 'তাঁবুর ওপাশে থাকি আমরা।'

জন প্রতিশ্রুতি দিতে প্ল্যাটফর্মে উঠে গেল বাপ-মেয়ে, স্তবগান নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। এদিকে নীরবে বেরিয়ে গেল জন। সন্ধে ঘনিয়ে গেছে, তাঁবু থেকে একপাশে সরে গিয়ে জমিয়ে রাখা কাঠের স্তূপের ওপর বসে পড়ল। সিগারেট রোল করে ধূমপান করল চিন্তিত মনে।

কেট রিয়ার্সন নিঃসন্দেহে দারুণ মেয়ে। বন্ধুত্বপূর্ণ আন্তরিক আচরণ যে-কাউকে মুগ্ধ করবে। ভবঘুরে যাজকের মেয়ে হলেও জাগতিক ব্যক্তিত্ব চাপা পড়ে যায়নি; সৌন্দর্য আর অপূর্ব কণ্ঠের সমন্বয়ে ধর্মভীরু মানুষকে উদ্বুদ্ধ করছে।

লোকজন আসছে। কেউ একা এল, কেউ জোড়ায় জোড়ায়। দৃশ্যত, ক্লিন-আপ কমিটির বিচক্ষণতায় ব্যাপারটা টাপারের লোকদের চোখ এড়িয়ে গেছে, সম্ভবত গসপেল তাঁবু থেকে নিজের ক্রুদের দূরে সরিয়ে রেখেছে মেয়র। মাইনারদের মতই সপরিবারে হেঁটে এল ব্যবসায়ীরা, কাউবয়রা এল ঘোড়ায় চড়ে, বরাবরের মত দল বেঁধে আসেনি। সবাইকে সতর্ক করা হয়েছে, মেয়রের লোকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ না করার ব্যাপারে সচেতন এরা। ক্যারল, ওর বাবা আর নেইল ট্রেভিস এল একসঙ্গে। তাঁবু থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসা ম্লান আলোয় ফটকে রেভারেন্ডকে দেখতে পেল জন, সবাইকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে পিটার রিয়ার্সন।

নিকষ কালো অন্ধকার নেমে এল একসময়, অনেকক্ষণ আর কেউ ঢুকল না তাঁবুতে। রেভারেন্ড রিয়ার্সনের গম্ভীর চড়া কণ্ঠ কানে আসছে,

প্রার্থনা করছে সবার মঙ্গলের জন্যে–যারা এখানে সমবেত হয়েছে কিংবা শহরে শান্তি আনার চেষ্টায় নিয়োজিত। অর্গানের ঝংকারের পর সবার মিলিত কণ্ঠ শোনা গেল। *অনওয়ার্ড, খ্রিশ্চিয়ান সোলজারস্‌।* সংগ্রামের গান, ধর্মযুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করার গান; ক্যান্ডারের বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে পুরোপুরি খাপ খেয়ে গেছে।

অস্পষ্ট কয়েকটা কণ্ঠ শুনতে পেল জন, তবে কণ্ঠস্বর চিনতে পারল না। ধারণা করল রুটিনের ব্যতিক্রম করে প্রার্থনা স্থগিত করা হয়েছে যাতে বিল রিচমন্ডের অকস্মাৎ মৃত্যু সম্পর্কে আলোচনা করতে পারে ক্লিন-আপ কমিটি।

হামলাটা হলো আকস্মিক।

আচমকা কাঠের স্তূপের পেছন থেকে তাঁবুর দিকে ছুটে এল কয়েকজন ঘোড়সওয়ার। একটু আগেও যেখানে ঘুটঘুটে অন্ধকার আর অটুট নিস্তব্ধতা ছিল, পরমুহূর্তে খুরের তীক্ষ্ণ শব্দে মুখর হয়ে উঠল। সমানে চিৎকার করছে রেইডাররা, গুলি ছুঁড়ছে তাঁবুর চূড়া লক্ষ্য করে; ক্যানভাস ফুটো হওয়ার ভোঁতা শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেল জন। হিচিং রেইল থেকে সমস্ত ঘোড়ার বাঁধন খুলে দিল দু'জন অশ্বারোহী, আতঙ্কিত পশুগুলোকে ছুটিয়ে দিল বিভিন্ন দিকে। ইন্ডিয়ানরা ওয়্যাগন ট্রেন আক্রমণ করেছে যেন, চতুর্দিক থেকে তাঁবুটাকে ঘিরে চক্কর মারছে রহস্যময় রেইডাররা; ক্যানভাস ধরে টানাটানি করছে। পিস্তলের গর্জন বা তাদের তীক্ষ্ণ চিৎকার ছাড়িয়ে ভেতরে আতঙ্কিত মহিলাদের আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ তাঁবুর অর্ধেকটা ধসে পড়ল। কেউ একজন প্রচারবেদীর কাছাকাছি খুঁটির সঙ্গে বাঁধা দড়ি ছিঁড়ে ফেলেছে।

খুঁটির সঙ্গে কেরোসিনের জ্বলন্ত মশাল লাগানো ছিল, মনে পড়ল জনের। নিশ্চই আগুনের ছোঁয়া পেয়েছে ক্যানভাস!

ঝট করে উঠে দাঁড়াল ও, হাতে ·৪৪ চলে এসেছে। ছুটে তাঁবুর দিকে এগোল, ছুটন্ত রেইডারদের উদ্দেশে নির্বিচারে গুলি করছে। স্যাডলচ্যুত হলো একজন। পরের গুলিতে লুটিয়ে পড়ল একটা ঘোড়া।

হঠাৎ ধপ করে জ্বলে উঠল ক্যানভাস।

মুহূর্ত কয়েকের জন্যে হামলাকারীদের বুনো চিৎকারও থেমে গেল। জ্বলছে তাঁবু, ভেতরে বন্দী হয়ে পড়েছে অসহায় কিছু মানুষ। ঘটনার আকস্মিকতায় নিষ্ঠুর রেইডাররাও থমকে গেছে; পরিণতি ভয়ানক ও বিয়োগান্তক আঁচ করে তৎক্ষণাৎ পালিয়ে গেছে সবাই।

ভয়, শঙ্কা আর সংশয়ে চিৎকার করছে মানুষগুলো। প্রবেশমুখের দিকে তাঁবুর অর্ধেকটা খাড়া আছে এখনও, সেদিক দিয়ে ছুটে বেরিয়ে

আসতে শুরু করল লোকজন; কিন্তু প্রচারবেদীর কাছাকাছি অর্ধেকটা লুটিয়ে পড়েছে মাটিতে, সম্ভবত টেবিলের ওপর পড়ায় পাঁচ ফুট উঁচু ক্যানভাসের স্তূপ তৈরি হয়েছে। ঠিক তার কাছাকাছি জ্বলছে আগুনের লেলিহান শিখা।

ক্যানভাসের ওপর দিয়ে ছুটে গেল জন, যেন গুড়ের সমুদ্র পার হচ্ছে। হোলস্টারে কোল্ট ফেরত পাঠিয়ে ছুরি বের করল। আগুন নেভানো সম্ভব নয়, কিন্তু বিস্তার থামাতে পারে। ক্যানভাসের গায়ে দ্রুত ছুরি চালাল, আগুনের চারপাশে বড়সড় বৃত্তের আকারে কাটতে শুরু করল। বৃত্তটা যখন শেষ করল, ততক্ষণে আগুনের আঁচে পুড়ে গেছে ওর দু'হাতের চামড়া, তীব্র জ্বালা করছে, ছ্যাঁকা পড়েছে চুলে; তবে সন্তুষ্টির সঙ্গে দেখল জ্বলন্ত ক্যানভাস লুটিয়ে পড়েছে মাটিতে, বৃত্তটা পুড়ে ক্রমশ ছোট হয়ে যাচ্ছে।

রেভারেন্ডের জ্বালানো মশালটা একপাশে পড়ে আছে, জ্বলছে এখনও। হাতল ধরে ওটা তুলে নিল জন, মাটির সঙ্গে চেপে ধরে নিভিয়ে ফেলল, তারপর ক্যানভাসের কিনারা তুলে ভেতরে সেঁধিয়ে গেল। ভারী কাপড়ের তলা দিয়ে মেলোডিয়নের দিকে এগোল। কিছুক্ষণ পর ছোটখাট অর্গানটার ওপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল। একটা দেয়াশলাই খুঁজে পেতে আগুন ধরাল মশালে, চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালাল। এখানে নেই কেট, সময়মত বেরিয়ে যেতে পেরেছে বোধহয়। ক্রল করে ক্যানভাসের নীচ থেকে মুক্ত বাতাসে বেরিয়ে এল ও।

সবার মধ্যে দ্বিধা। মেয়েরা এক জায়গায় সমবেত হয়েছে, চিৎকার করছে এখনও। আতঙ্কের সঙ্গে রাগ আর ক্ষোভ যোগ হয়েছে এখন। কাছাকাছি অন্ধকারে ছোটাছুটি করছে পুরুষরা, যেন দোষী রেইডাররা এখনও ঘাপটি মেরে আছে। জনের গুলিতে মৃত রেইডার এবং আহত ঘোড়াকে ঘিরে জটলা করেছে কয়েকজন। এদিকে পালিয়ে যাওয়া ঘোড়ার সন্ধানে আশপাশে ছড়িয়ে পড়েছে কাউবয়রা। নিজের ঘোড়ার খোঁজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল জন, প্রায় ঘণ্টা খানেক পর ফ্রন্টিয়ার সেলুনের পাশের গলিতে খুঁজে পেল ওটাকে। ধারণা করল রেইডারদের অনুসরণ করে এখানে চলে এসেছে ঘোড়াটা। স্যাডলে চেপে রাস্তা ধরে এগোল ও।

ক্যারিয়ন অফিস আলোকিত দেখে স্যাডল ছেড়ে ভেতরে ঢুকল জন।

ম্যাকফী, রেভারেন্ড আর মেয়েরা ছাড়াও নেইল ট্রেভিস রয়েছে। ওকে ঢুকতে দেখে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ক্যারল, ক্ষোভ ফুটে উঠল

চোখে, রাগে ফ্যাকাসে হয়ে গেল মুখ। 'সত্যিই সাহস আছে তোমার!' ক্রোধে তপ্ত স্বরে চেঁচাল মেয়েটা। 'একটু আগে এতবড় সর্বনাশ করার পর কিভাবে এলে এখানে?'

'কী করা উচিত ছিল আমার?' নির্লিপ্ত স্বরে জানতে চাইল ও।

'রেনে টাপারকে তুমিই আজকের মীটিং সম্পর্কে বলেছ। শয়তানগুলোর সঙ্গে সম্ভবত তুমিও ছিলে, আরেকটু হলে আমাদের রোস্ট বানিয়ে ফেলেছিল ওরা!'

'মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমার!'

'তাহলে বলো, কার কাছ থেকে মীটিংয়ের খবর পাবে টাপার? আমরা ছাড়া আর কেউ তো জানত না!'

'সহজ হও, ক্যারল,' শান্ত স্বরে বলল নেইল ট্রেভিস। 'অযথা চেঁচামেচি করে লাভ হবে না।' জনের দিকে ফিরল সে। 'ও যা বলছে, আজকের মীটিং সম্পর্কে বাইরের কেউ জানত না–শুধু তুমিই জানতে কোথায় কখন হবে। এখান থেকে সরাসরি ফ্রন্টিয়ারে গেছ তুমি, আমরা এও জানি অফিসে গিয়ে রেনে টাপারের সঙ্গে দেখা করেছ।'

শীতল ক্রোধ অনুভব করছে জন। গসপেল ট্র্যাজেডি এদের চেয়ে বরং ওর জন্যেই ভয়াবহ হতে পারত, ভেবে তিক্ত হয়ে গেল মনটা। জানে আগুন নেভানোর ঘটনা জানলে এবং ওর দগ্ধ, ফোস্কা পড়া হাত দেখতে পেলে এদের সন্দেহ দূর হয়ে যাবে; কিন্তু অহঙ্কার আর জেদ দমিয়ে রাখল ওকে, তাছাড়া পাওনা বাহ্বা এদের কাছ থেকে পাওয়ার ইচ্ছে নেই ওর। ক্যারল ম্যাকফী ওকে এত সহজে অবিশ্বাস করেছে, তিক্ত অনুভূতিটা কোন ভাবে অগ্রাহ্য করতে পারছে না।

'ঠিকই শুনেছ, টাপারের সঙ্গে কথা বলেছি,' কর্কশ সুরে স্বীকার করল ও। 'ক্যান্ডারের পরিস্থিতি বোঝার প্রয়োজন ছিল আমার। সবার সঙ্গে একদিনেই পরিচয়, অর্থাৎ তোমরা কেউই টাপারের চেয়ে বেশি অন্তরঙ্গ বা পরিচিত নও আমার। তোমাদের গল্প শোনার পর রেনে টাপারের দিকটা জানার কৌতূহল হলো। সমস্যার কথা কি জানো, তোমরা আসলে একদল গোঁড়া মানুষ, পাথুরে দেয়ালের সঙ্গে মাথা ঠুকে যাচ্ছ! তো, যত ইচ্ছে ঠুকতে পারো, মাথা ফাটিয়ে ফেলো, বিচার-বুদ্ধি যে কমে যাবে তা বলা যাবে না, কারণ জিনিসটা তোমাদের এমনিতে কম আছে।'

'ঠিক বলেছ, সবজান্তা বাবু!' ব্যঙ্গ ঝরে পড়ল ক্যারলের কণ্ঠে। 'ঘটে যদি সামান্য বুদ্ধিও থাকত আমাদের, তাহলে অনেক আগেই সতর্ক থাকতাম যে ক্যান্ডারে আসা কোন আগন্তুককে মুখ দেখে বিশ্বাস

করা যায় না!'

জনের দিকে এগিয়ে এল কেট, স্মিত আন্তরিক হাসি উপহার দিল, আলতো হাতে ওর আস্তিন স্পর্শ করল। তারপর অন্যদের দিকে ফিরল মেয়েটা, শান্ত স্বরে বলল: 'ওকে বিচার করার কোন অধিকার নেই আমাদের, ক্যারল। রেইডারদের সঙ্গে জনকে দেখেনি কেউ আর মীটিংয়ের খবর অন্য ভাবেও ফাঁস হতে পারে। নেইলের কাছ থেকে এক গুপ্তচরের কথা শুনেছি, সম্ভবত ওই লোকই বিশ্বাসঘাতকতা করছে, অর্থাৎ সে আসলে রেনে টাপারের লোক। ব্যক্তিগত ভাবে আমার এক মুহূর্তের জন্যেও মনে হয়নি আমাদের সঙ্গে বেঈমানি করতে পারে জন।'

মুখ তুলে ওর দিকে তাকাল কেট রিয়ার্সন, হাসল আবারও। জন অনুভব করল রাগ মিইয়ে গেছে ওর, পাল্টা হাসল ও, কেটের কাঁধে আলতো চাপ দিল। 'ধন্যবাদ, কেট। দেয়ালে মাথা ঠোকাঠুকি কোরো না তুমি, কারণ অন্তত তোমার ভেতরে এমন কিছু আছে যেটা কোন ভাবেই হারাতে পারি না আমরা।'

কথা শেষ করে এক মুহূর্তও দাঁড়াল না ও, ঘুরে বেরিয়ে এল অন্ধকার রাস্তায়।

চার

নেইল ট্রেভিসের ডাবল ঈগল সেলুনে ঢুকল জন। ফ্রন্টিয়ারের অনেক পরে তৈরি হয়েছে এটা, সাজসজ্জায় রুচি আর নতুনত্বের ছোঁয়া। ফ্রন্টিয়ার যদি আউটলদের আখড়া হয়ে থাকে, তাহলে ট্রেভিসের সেলুন নিঃসন্দেহে কাউবয়, মাইনার বা ক্লিন-আপ কমিটির সদস্যদের জন্যে হেডকোয়ার্টার।

বারের কাছাকাছি একটা টুলে বসে ড্রিঙ্কে চুমুক দিচ্ছে, এসময় ওর পাশে এসে দাঁড়াল মৃত বিল রিচমন্ডের ফোরম্যান বার্ট স্টিভেন্স। 'ওই হুলো বেড়ালটাকে ধরার জন্যে ধন্যবাদ দেওয়া হয়নি তোমাকে, বন্ধু,' বলল সে। 'এখন দিচ্ছি। আমার নাম বার্ট স্টিভেন্স।'

'সবাই জন নামেই ডাকে আমাকে।' হ্যান্ডশেক করল ওরা। 'ছাদ

থেকে কাউকে গুলি করা সত্যিই জঘন্য ব্যাপার।'

খিস্তি করল বার্ট। 'অথচ ড্যান মেরিক বলতে গেলে চিনতই না বিলকে। চার্লি কীন যদি ব্যর্থ হয়, সেক্ষেত্রে কাজ শেষ করার জন্যে ওকে নিয়োগ করা হয়েছিল।'

'যাক্গে, রিচমন্ড আর কীনের মধ্যে গোলমাল বাধল কীভাবে?'

'সাজানো ঘটনা। বিল যেহেতু ক্লিন-আপ কমিটির মেয়র প্রার্থী, তাই ওকে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করল রেনে টাপার। কারও যাতে সন্দেহ না হয়, সেজন্যে চার্লি কীনকে লেলিয়ে দিয়েছে বিলের পেছনে। কয়েক সপ্তাহ আগে বিলের কাছ থেকে একটা ঘোড়া কিনেছিল চার্লি, পরে অভিযোগ করল ঠকানো হয়েছে ওকে, ঘোড়াটা নাকি রাইড করার জন্যে যাচ্ছেতাই। আসলে মিথ্যে বলেছে। ওর অভিযোগ যদি সত্যিও হয়, তাহলে বলতে হয় ঘোড়া ব্যবসার কিচ্ছু জানে না চার্লি, কারণ কেনার আগেই জিনিস যাচাই করা উচিত ছিল ওর। আসলে বিলের সঙ্গে ঝগড়া বাধানোর তালে ছিল সে। তর্কের পর শোডাউনে চলে গেল ব্যাপারটা, কীন চ্যালেঞ্জ করল বিলকে। জানত সম্মান বাঁচাতে মুখোমুখি হতে হবে বিলকে, নইলে কাপুরুষ হিসেবে চিহ্নিত হবে। আর শোডাউন হলে খুন করবে বিলকে।

'তো, আগেই সন্দেহ হয়েছিল আমাদের। এদিকে বিল যখন সিদ্ধান্ত নিল কীনের মুখোমুখি হবে, ওর সঙ্গে শহরে এলাম। তৈরি থাকলাম যাতে ফেয়ার সুযোগ পায় বস্। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি ছাদের ওপর থেকে ওকে গুলি করবে কেউ।'

'বিলের র‍্যাঞ্চের কী হবে এখন?'

'স্ত্রী আর চারটা বাচ্চা আছে ওর। ওদের হয়ে র‍্যাঞ্চ চালাব আমরা। সুযোগ পেলে টাপারের পাওনা চুকিয়ে দেব, সেজন্যে গোলাগুলি করতেও আপত্তি নেই আমাদের। প্রয়োজনে ফ্রন্টিয়ারে হানা দেব।'

'কিন্তু এসবের পেছনে যে টাপার আছে, তার কোন প্রমাণ নেই, তাই না?'

'সত্যি। অথচ সবাই জানে কে দায়ী। রাজ্যের সব লুটেরা আর খুনে-বদমাশদের আশ্রয় দেয় টাপার, বিনিময়ে চড়া মাসোহারা আদায় করে। কিন্তু এটাও প্রমাণ করার উপায় নেই। পরিস্থিতি চিন্তা করো–বিষ খেয়ে বিষ হজম করছি আমরা–জানি আসল অপরাধী কে, অথচ প্রমাণ করতে পারছি না!'

'রেনে টাপার অফিস ছেড়ে বেরোয় না?'

'দিনের বেলায় রাস্তায় কেউ কখনও দেখেনি ওকে। নিতান্ত প্রয়োজন পড়লে হয়তো রাতে বেরোয়।'

'বিল রিচমন্ড খুন হওয়ার ঠিক আগে রাস্তার ওপাশে ভিড়ের মধ্যে একটা রুমাল তুলেছিল কেউ, রুমাল নেড়ে সঙ্কেত দিয়েছে।'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল বার্ট। 'বলতে চাইছ মেরিককে গুলি করার জন্যে সঙ্কেত দিয়েছিল কেউ? আচ্ছা, লোকটা দেখতে কেমন?'

'মুখ দেখতে পাইনি। বাহু আর হাত দেখেছি, সাদা একটা রুমাল ছিল লোকটার হাতে। আসলে, রেভারেন্ড রিয়ার্সনের দিকে মনোযোগ ছিল আমার, তাই ওই লোকের ব্যাপারে তেমন আমল দেইনি। রিয়ার্সনের পেছনের ভিড়ে ছিল সে···তোমাদের কাছাকাছি। মনে করতে পারবে কারা ছিল তোমার আশপাশে?'

মুহূর্ত খানেক ভাবল বার্ট, তারপর মাথা নাড়ল। 'উঁহুঁ, চার্লি কীনকে নিয়ে সবাই এত ব্যস্ত ছিলাম যে অন্য কোন দিকে মনোযোগ দেইনি। শপথ করে বলতে পারব, রেনে টাপার আমাদের ধারে-কাছে ছিল না। থাকলে ঠিকই দেখতে পেতাম ওকে।'

'তাহলে এটা যদি টাপারের পরিকল্পনা হয়ে থাকে, সঙ্কেত দেওয়ার জন্যে অন্য কাউকে রেখেছিল সে। আচ্ছা, ফিউনারেল হবে কখন?'

'কাল বিকেলে। র‍্যাঞ্চে। বিলের লাশ নিয়ে যেতে এসেছি আমি। রেভারেন্ডের সঙ্গেও কথা বলে যাব।' দুটো ড্রিঙ্ক দেওয়ার জন্যে বারটেন্ডারের উদ্দেশে ইঙ্গিত করল সে, ঘুরে জানতে চাইল: 'শুনলাম টাপারের লোকজন গসপেল তাঁবুয় আক্রমণ করেছিল, আগুনও ধরিয়ে দিয়েছিল নাকি?'

নড করল জন। 'আগুনে তেমন কোন ক্ষতি হয়নি। ···রেভারেন্ডের সঙ্গে দেখা করবে? মিনিট কয়েক আগে *ক্ল্যারিয়ন* অফিসে দেখেছি ওকে।'

'ধন্যবাদ, জন।'

ড্রিঙ্ক শেষ করে বেরিয়ে গেল বার্ট।

চারপাশে কৌতূহলী দৃষ্টি চালাল জন, লোকজনের মৃদু কথাবার্তা কানে আসছে। শেষে বেরিয়ে এল ও, স্যাডলে চেপে কেবিনে চলে এল। শেডে ঘোড়া রেখে ভেতরে ঢুকল, মোমবাতি জ্বালিয়ে দরজা বন্ধ করল। কোণের টেবিলে চলে এল, জানালা পথে বাইরে থেকে চোখে পড়বে না ওকে, চেয়ারে বসে স্যাডল ব্যাগ থেকে এক তাড়া কাগজ বের করে টেবিলের ওপর বিছিয়ে রাখল। কাগজের কোণা বা ভাঁজ

সমান করে ধীরে ধীরে, সতর্কতার সঙ্গে পড়তে শুরু করল।

ওয়ান্টেড নোটিশ এগুলো। অপরাধীর চেহারার বর্ণনা ছাড়াও কোন কোনটায় ছবি রয়েছে। পোস্টারের চেহারার সঙ্গে ক্যান্ডারে দেখা লোকগুলোর চেহারা আর বর্ণনা মেলানোর চেষ্টা করল জন। ফ্রন্টিয়ারে ছিল চারজন, নিশ্চিত হলো, মার্শাল বিফ রোগানের পাসিতে যোগ দিয়েছিল; এবং মার্শালের নামেও একটা পোস্টার রয়েছে! এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই, ডেলাকৃতির বড়বড় চোখই অকাট্য প্রমাণ। আসল নাম ক্লীভ রেনিসন, অস্ত্র লুট আর খুনের অভিযোগ আছে তার নামে।

বিস্ময়ের ব্যাপার, রেনে টাপারের নামে কোন হুলিয়া নেই! টাপার যদি ফেরারী হয়ে থাকে, জন ভাবছে, লোকটাকে ক্যান্ডার থেকে বের করে নিয়ে যেতে হবে, তারপর কাউন্টি শেরিফের হাতে তুলে দিতে হবে। সেক্ষেত্রে ক্যান্ডারের প্রাণভোমরাই আটকা পড়বে। তবে টাপারকে ধরা সত্যিই কঠিন হবে, বহু গানম্যান রয়েছে তার। তাছাড়া নির্দিষ্ট এবং সুস্পষ্ট অভিযোগ ছাড়া মেয়রকে গ্রেফতার করতে যাওয়া নিতান্ত বোকামি হবে। এ মুহূর্তে একটা কাজই করার আছে—প্রমাণ করতে হবে মাসোহারার বিনিময়ে ফেরারী আসামীদের আশ্রয় দেয় রেনে টাপার।

নোটিশের একটা নাম মনোযোগ কেড়ে নিল ওর, বেশ কয়েকবার নির্দিষ্ট বিজ্ঞপ্তিটা পড়ল। অ্যাল সিভার্ট। ব্লন্ড চুল, নীল চোখ, উচ্চতা পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি, ওজন একশো পঁচাত্তর পাউন্ড; বুকে ছয় ইঞ্চি দীর্ঘ একটা ক্ষত আছে। কোন ছবি নেই। একাধিক ব্যাঙ্ক লুট এবং খুনের দায়ে ওয়ান্টেড।

নামটা কী কারণে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, নিশ্চিত হতে পারল না জন। ক্যান্ডারে দেখা অন্তত বারোজন লোকের সঙ্গে অ্যাল সিভার্টের বর্ণনা হুবহু মিলে যাবে। নামটাও পরিচিত নয়, কিন্তু প্রভাবটা মনের মধ্যে থেকে যাচ্ছে—এতটা যে ওর মনে হচ্ছে সঠিক জায়গায় খাপ খাওয়াতে পারলে চিনতে পারবে লোকটাকে। ক্যান্ডারে আসার পর থেকে এ পর্যন্ত যতজনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে মনে করল জন—ম্যাকফী, রিয়ার্সন, ট্রেভিস, স্টিভেন্স, বিফ রোগান (ক্লীভ রেনিসন), মেরিক, রিচমন্ড, কীন···এখানেই থামতে হলো। আর কারও নাম জানা নেই। কারও সঙ্গে অ্যাল সিভার্টের সম্পর্ক আছে বলে মনে হচ্ছে না, অথচ মনটা খুঁতখুঁত করছে এখনও।

ভাবনা বাদ দিয়ে ফ্লোরের তৈরি মেঝে থেকে একটা চেলা কাঠ তুলে তার নীচে রাখল পোস্টারগুলো। কাপড় খুলে বাঙ্কে শুয়ে কিছুক্ষণ

সমস্যাটা নিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবল। ক্লিন-আপ কমিটির নেতাদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে ওর, রেভারেন্ড রিয়ার্সনের কথিত "অপশক্তি"র পেছনের লোকটার সঙ্গেও মোলাকাত হয়েছে; কমিটির সামর্থ্য ও আন্তরিকতা সম্পর্কে জেনেছে; ক্যান্ডারের অপশক্তির শক্তিমত্তাও বোঝা গেছে বিল রিচমন্ডের খুন বা গসপেল তাঁবুয় হামলার ঘটনায়। সবকিছু মিলিয়ে নিঃসন্দেহে বলা যায়, প্রচণ্ড বিরোধিতার সম্মুখীন হবে ক্লিন-আপ কমিটি। পরিস্থিতি আরও ভয়ানক হয়ে উঠবে।

ধর্মান্ধ নয় জন, রঙিন চশমার পেছন থেকে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করার ইচ্ছে নেই ওর। কিছু সময়ের জন্যে ক্যারল ম্যাকফী ও কেট রিয়ার্সনের উৎসাহ বা আত্মবিশ্বাস ওকেও ছুঁয়ে গিয়েছিল, মনে হচ্ছিল সত্যিই ক্যান্ডারের সমস্ত আবর্জনা পরিষ্কার করতে সক্ষম হবে ক্লিন-আপ কমিটি; কিন্তু এখন, খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ করার পর, জন মোটামুটি নিশ্চিত যে ব্যর্থ হবে এরা। লড়াই ফেয়ার হলে কথা ছিল না, কিন্তু প্রতিপক্ষ কারসাজি ও ঘৃণ্য কৌশল অবলম্বন করলে কিছুই করার থাকে না সৎ বা সাহসী মানুষের। টাপার বা ওর লোকেরা যে-কোন উপায় অবলম্বন করবে।

অন্তত, নির্বাচনের মাধ্যমে রেনে টাপারকে হটাতে পারবে না কেউ।

কঠিন এবং কুৎসিত পথটাই একমাত্র উপায়—সংঘর্ষ। কঠিন, নিষ্ঠুর হতে হবে ওকে; নির্বিচারে গুলি করতে হবে টাপারের ক্রুদের—খুন করার জন্যে। শুধু তাহলেই শান্তি আসবে ক্যান্ডারে।

পরিণামে হয়তো ঘৃণা আর অবজ্ঞা জুটবে ভাগ্যে, সুন্দরী দুই মহিলা নিশ্চই একটুও পছন্দ করবে না ওর কার্যকলাপ, কিংবা ক্লিন-আপ কমিটির অন্য সদস্যরাও অনুমোদন করবে না; কিন্তু জন যাই করুক, এদের মূল স্বার্থহানি করা যাবে না এবং ওরা যা করবে, তাতে হয়তো ওর উপকারই হবে। ক্যান্ডারকে ভদ্রলোকের জন্যে বাসযোগ্য করতে হলে খুনোখুনি বা সংঘর্ষই একমাত্র পথ।

সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে, নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়ল ও।

*

রোববার ক্যান্ডারের জন্যে অন্য দিনের মতই সাধারণ একটা দিন। কয়েকটা স্টোর ছাড়া সব দোকান খোলা। সেলুন আর জুয়ার আড্ডা জমজমাট, বিশেষ করে মাইনারদের উপস্থিতি চোখে পড়ার মত। কারণ রোববারে কাজ করে না এরা।

উদ্দেশ্যহীন ভাবে কিছুক্ষণ চক্কর মারল জন ক্যালকিন,

লোকজনদের দেখল, চেহারা মনে গেঁথে রাখল, ওয়ান্টেড পোস্টারে দেখা ছবি আর বর্ণনার সঙ্গে মেলানোর চেষ্টা করল। বিশেষ করে একজনের খোঁজে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে, অ্যাল সিভার্টের মত দেখতে। কিন্তু ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ল না। হাঁটতে হাঁটতে *ক্ল্যারিয়ন* অফিসের কাছাকাছি চলে এল ও, দ্বিধান্বিত দৃষ্টিতে তাকাল সেদিকে, বিশাল জানালা দিয়ে ভেতরে ডেস্কে বসে থাকা ক্যারল ম্যাকফীকে দেখতে পেল। একটা পেন্সিলের প্রান্ত কামড়াচ্ছে মেয়েটা, কোন বিষয়ে চিন্তিত।

মুখ তুলেই ওকে দেখতে পেল ক্যারল, হাত নেড়ে থামার ইঙ্গিত করল। তারপর যখন বুঝল জন থামবে না, ঝট করে উঠে দাঁড়াল, দৌড়ে বেরিয়ে এল অফিস থেকে। সামনে এসে হাত বাড়িয়ে দিল মেয়েটা, রহস্যময় সুরে বলল: 'হ্যান্ডশেক করো আমার সঙ্গে।'

কিছুটা দ্বিধান্বিত মনে হাত মেলাল জন। ওর হাত তুলে দেখল মেয়েটা, ফোস্কা দেখতে পেল উল্টোদিকে। তিক্ত অপরাধবোধ ফুটে উঠল ক্যারলের মুখে। 'গতরাতের জন্যে আমি আন্তরিক দুঃখিত, জন। জঘন্য একটা কাজ করেছি! অযথা গালাগাল করেছি তোমাকে, অথচ তুমিই আগুন নিভিয়েছ, তাই না?'

'আরে নাহ্! দেয়াশলাইয়ের কাঠি নিয়ে মশকরা করতে গিয়ে আগুন লেগে গেল। অভ্যাসটা ছোটবেলার। মা প্রায়ই এ নিয়ে সতর্ক করতেন আমাকে, কিন্তু ধ্বংস করার মধ্যেও ছেলে আনন্দ পায়, এটা কখনোই বেচারীর মাথায় ঢোকেনি।'

'জন, তোমার চেয়ে বড় মিথ্যুক সারা জীবনেও দেখিনি আমি! এসো, ভেতরে এসো, কথা আছে তোমার সঙ্গে।'

হাত ধরে টেনে ওকে ভেতরে নিয়ে গেল ক্যারল, ঠেলে ডেস্কের ওপর বসিয়ে দিল।

'কেট নিশ্চিত ছিল যে তুমিই আগুন নিভিয়েছ, অথচ ওর কথা শুনে একটুও বিশ্বাস করিনি আমরা, উল্টো হেসেছি ওর কথায়। পরে এক লোকের কাছ থেকে শুনলাম তোমাকে আগুন নেভাতে দেখেছে সে। তো, গালে যেন চড় খেলাম! জন, আমরা সত্যিই লজ্জিত, বিশেষ করে আমি! পাপ মোচন করতে চাই আমি···দেখাতে চাই যে তোমাকে বিশ্বাস করি আমরা, তাই গোপন একটা খবর জানাচ্ছি।'

'উঁহুঁ, দরকার নেই, না বলাই ভাল,' গম্ভীর মুখে মেয়েটিকে সতর্ক করল জন। 'আমি চাই না ফের আমার ওপর খেপে যাও তুমি।'

হাসল ক্যারল। 'মনে হয় না তোমাকে জানালে কোন বিপদ হবে।

উহুঁ, সত্যিই তোমাকে বলতে চাই আমি। দারুণ গোপন খবর। গতরাতের সভায় ভোটাভুটির মাধ্যমে নতুন একজন প্রার্থী চূড়ান্ত করেছি আমরা। সবাই অবশ্য জানে না। শুধু আমরা পাঁচজন জানি—রেভারেন্ড, বাবা, নেইল ট্রেভিস, কেট আর আমি। জেসি হলকে মনোনীত করেছি আমরা। লোকটা মাইনার। সৎ এবং সাহসী। হল মাইনার হওয়ায় বেশিরভাগ মাইনার নির্বাচনের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠবে, ভোট দিতে উৎসাহ পাবে। কী বুঝছ?'

'সত্যিই জানতে চাও?'

'নিশ্চই!'

'জেসি হলই হবে পরবর্তী টার্গেট।'

'উহুঁ, এই দুঃসাহস হবে না ওদের!'

'কেন? প্রতিপক্ষের নেতাকে সরিয়ে দেওয়া সব দিক থেকে লাভজনক। আর...একটা মৃত্যু মানে তোমাদের এক ভোট কমে যাওয়া।'

'কিন্তু ওরা তো জানে না কাকে বেছে নিয়েছি আমরা। একেবারে শেষ মুহূর্তে নামটা প্রকাশ করব।'

'সেটাই তো প্রার্থীকে সরিয়ে দেওয়ার মোক্ষম সময়, তাহলে নতুন একজনকে দাঁড় করাতে পারবে না তোমরা, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতে যাবে টাপার।'

'জন, তোমার মত নিরুৎসাহী লোক আর দেখিনি!'

'হয়তো সত্যিই তাই আমি, কিন্তু কিসের বিরুদ্ধে লড়ছ তোমরা, সেটা খুব ভাল করে জানি। চোর আর খুনীদের বিপরীতে দাঁড়িয়েছ, যারা গ্রেফতার বা অভিযুক্ত হতে চায় না; ক্যান্ডার ছেড়ে যেখানেই যাবে, আইনের মুখোমুখি হতে হবে ওদের। এ শহর ওদের জন্যে স্বর্গ, তাই এখান থেকে সরতে চাইবে না কেউ। তুমিই বলেছ, ওরা এতটাই একাট্টা হয়েছে যে আইন ছুঁতে পারছে না, ছুঁতে এলেও সুবিধে করতে পারছে না।'

উঠে দাঁড়াল জন, কিছুটা ঝুঁকে এসে বলল: 'ক্যারল, এসবের সঙ্গে জড়ানো বোধহয় ঠিক হচ্ছে না তোমার। এমন অনেক কিছু দেখবে যা কোন ভদ্র মেয়ের দেখা উচিত হবে না। গোলাগুলি, লুটপাট, রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটবে এখানে। সবকিছু শান্ত না হওয়া পর্যন্ত অন্য কোথাও চলে যাও।'

লালচে হয়ে গেছে মেয়েটির মুখ, চোখ তুলে তাকাল ওর দিকে। 'মাথা খারাপ! চলে যাওয়ার চিন্তাটাই হাস্যকর। বাবা জেনে-শুনে এবং

মনে-প্রাণে জড়িয়ে গেছেন এসবে, ওঁর মত...আমিও আছি। থাকব। আচ্ছা, বিশেষ সংস্করণটা দেখেছ?'

'না।'

'একটা কাগজ বের করে ওর দিকে বাড়িয়ে ধরল ক্যারল। এক পৃষ্ঠায় ছাপা। দ্রুত পড়ল জন, তারপর কোন মন্তব্য ছাড়াই ফিরিয়ে দিল।

'তো, বাবার সম্পাদকীয় পড়ে কী মনে হচ্ছে তোমার?'

'বক্তব্য দারুণ, এবং বিল রিচমন্ডের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলী ছাড়া আর কিছু নয় এটা, কিংবা ড্যান মেরিকের বিরুদ্ধে বিষোদ্গারও হতে পারে। এসবের পেছনে যে রেনে টাপারের নোংরা হাত আছে, সামান্য আভাস ছাড়া কিছুই লেখা নেই।'

'প্রমাণ নেই আমাদের হাতে।'

'একটা বাঘ কতটা বিপজ্জনক সেটা বোঝানোর জন্যে প্রমাণ দরকার হয় না। দেখো, ক্যারল, তোমাদের নতুন প্রার্থীর কথাই চিন্তা করো...তোমার বাবাই তো প্রার্থী হতে পারে। আমি চাই না সে খুনীদের টার্গেট হোক, কিন্তু এই শহরের সৎ ও দক্ষ মেয়র হওয়ার সব যোগ্যতাই আছে ওর।'

'বাবা লড়াকু মানুষ, নীতির প্রশ্নে আপসহীন। নিজের নয়, বরং অন্যের লড়াই করতে দক্ষ তিনি—এবং কলমের মাধ্যমে লড়েন। কোথাও বেশিদিন স্থির থাকার মানুষ নন। ক্যান্ডারে শান্তি আসলে অন্য কোথাও চলে যাব আমরা, যেখানে দরকার হবে আমাদের।'

'লড়াকু লোকও পরাজিত হয়। তবু ওর সৌভাগ্য কামনা করছি।'

'তুমি কী আমাদের সঙ্গে থাকছ না?' নিমেষে আঁধার ঘনাল ক্যারলের মুখে।

'আছি। কিন্তু এমনও সময় আসবে যখন আমাকে নিজেদের একজন মনে হবে না তোমার। একবার ভুল বুঝেছ, আশা করব পরেরবার আমার ওপর তোমার বিশ্বাস আরেকটু দৃঢ় হবে।'

'মানে?'

সামান্য দ্বিধা করল জন। 'ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে সবচেয়ে নোংরা জায়গা অর্থাৎ মেঝে থেকে শুরু করেছ তোমরা। আগে দেয়াল বা সিলিং পরিষ্কার করোনি, অথচ ওসব পরিষ্কার করার পর খসে পড়া প্লাস্টার, কাচের টুকরো বা অন্যান্য আবর্জনা সরিয়ে দিতে হত। আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্যান্ডার পরিষ্কার করতে পারবে তোমরা। যে-ভাবে পুনর্গঠন বা পরিষ্কার করার কাজ করছ, মনে হয় না

সেটাও সঠিক জায়গা থেকে শুরু করেছ। বেলচা বা গাঁইতি না ধরে পালকের একটা ডাস্টার হাতে নিয়েছ তোমরা। আর আমি, বেলচা আর গাঁইতি দুটোই হাতে নিয়েছি।'

গাঢ় রঙ পেয়েছে ক্যারলের দুই গাল। 'তুমি তাহলে জঞ্জাল পরিষ্কার করতে বলছ আমাদের, চাও কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি করি আমরা?'

'ঠিক। কেউ যদি আমার উদ্দেশে কাদা ছোঁড়ে, ঠিক একই জিনিস ফেরত পাবে সে, এবং আরও বেশি কাদা আরও জোরে ছুঁড়ে মারব আমি। সে যদি পাথর ছোঁড়ে, তাহলে এরচেয়ে বড় একটা ওর চাঁদিতে আছড়ে ফেলব। যাকগে, মনে হচ্ছে তুমি খেপে যাওয়ার আগে এখান থেকে কেটে পড়াই মঙ্গল।'

সবক'টা দাঁত বের করে হাসল জন, দ্রুত বেরিয়ে এল। ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল ক্যারল ম্যাকফী।

তো, জেসি হল নামে এক মাইনারকে মনোনীত করেছে ওরা, স্যাডলে চাপার সময় ভাবল জন। লোকটার সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার, নিজের চোখে দেখতে হবে কী জিনিস বেছে নিয়েছে ক্লিন-আপ কমিটি।

গালশের তীরে মাইনিং ক্যাম্পে পৌঁছল ও। কেউ কেউ কাজ করছে, কিন্তু বেশিরভাগ মাইনারই অলস সময় কাটাচ্ছে। একজনকে জিজ্ঞেস করার পর হলের কেবিনটা খুঁজে পেল। পোর্চের বেঞ্চে বসে পাইপ ফুঁকছে মাইনার। ঘোড়াকে গ্রাউন্ড-হিচ করে তার পাশে বসল জন।

'আমার নাম জন,' পরিচয় জানাল ও। 'শুনলাম ক্লিন-আপ কমিটির পক্ষে নির্বাচন করছ তুমি?'

'কে বলল তোমাকে?'

'ক্যারল ম্যাকফী। আমাকে বিশ্বাস করে ও। ওকে সতর্ক করেছি যে প্রতিপক্ষ হয়তো তোমাকেও বিল রিচমন্ডের মত ফুটো করে ফেলতে চাইবে। কিন্তু মেয়েটা পাত্তাই দেয়নি। তুমি কী এদিকটা ভেবেছ?'

মুখ থেকে পাইপ সরিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল হল, মোটেও বন্ধুত্বপূর্ণ চাহনি বলা যাবে না। 'নিজেকে রক্ষা করার ক্ষমতা আছে আমার।'

'হ্যাঁ, ফেয়ার ফাইটে। কিন্তু রেনে টাপার ওভাবে খেলছে না তোমাদের সঙ্গে। রিচমন্ডও ভেবেছিল সমান সুযোগ পাবে, অথচ জান দিয়ে ভুলের খেসারত গুনেছে।'

'তুমি তো ক্যান্ডারের কেউ নও, এসবে তোমার কী স্বার্থ?'

'নির্বাচনে? উঁহুঁ, কোন স্বার্থ নেই। ক্যান্ডারে বেশিদিন থাকব না আমি, তাই স্থানীয় রাজনীতির ব্যাপারে আগ্রহ নেই আমার। কিন্তু কিছু ভাল মানুষ হয়তো হতাহত হবে, যে-ই টাপারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে, সে-ই বিপদে পড়ে যাবে। আশা করি সতর্ক থাকতে পরামর্শ দিলে কিছু মনে করবে না তুমি?'

'টাপারের সতর্কবাণী শোনাতে এসেছ?'

'উঁহুঁ, কাউকে সতর্ক করা টাপারের ধাতে নেই।'

'কারও পরামর্শ দরকার হয় না আমার। চোখ-কান খোলা আর পিস্তল তৈরি রাখি বলেই চল্লিশ বছর বেঁচে আছি।'

উঠে দাঁড়াল জন। 'বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত। একা থাকো তুমি?'

'হ্যাঁ।'

'ভাল। বেচারা রিচমন্ড মরার সময় স্ত্রী আর চারটে বাচ্চা রেখে গেছে। তো, দেখা হবে। হয়তো সতর্ক করার দরকার নেই তোমাকে, তবু কথাগুলো মনে রেখো।'

সৎ বা ভাল মানুষ হতে পারে জেসি হল, ফিরতি পথে উপসংহারে পৌঁছল জন, কিন্তু একগুঁয়ে। নিজের চেয়ে অর্ধেক বয়সী লোকের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়ার ইচ্ছে নেই তার। জেসি হলের সঙ্গে পরিচয়ের অভিজ্ঞতা তিক্ত বটে, তবে এটাই আশা করেছে ও।

বিল রিচমন্ডের ফিউনারেলে যোগ দিল না জন। শহরবাসীর অনেকেই যোগ দিয়েছে, কেউ কেউ গোপনে শহর থেকে বেরিয়ে গেছে, চেষ্টা করেছে টাপারের লোকজনের চোখে যাতে না পড়ে। মৃত একজন মানুষের প্রতি সহানুভূতি বা শেষ শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে গিয়ে মেয়রের শত্রুতা বা তোপের মুখে পড়ার ইচ্ছে নেই এদের।

শহরে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘোরাফেরা করার সময় ঝকঝকে নতুন বাগি চালিয়ে নেইল ট্রেভিসকে *ক্ল্যারিয়ন* অফিসের কাছাকাছি একটা বাড়ি থেকে বেরোতে দেখতে পেল জন। কয়েক গজ এগোনোর পর পত্রিকা অফিসের সামনে থামল বাগি। একটু পর ভেতর থেকে বেরিয়ে এল ক্যারল, ওকে আসনে চড়তে সাহায্য করল ট্রেভিস। জনকে দেখতে পেয়ে হাত নাড়ল রিপোর্টার। সামান্য নড করল ট্রেভিস, তারপর বাগিতে উঠে মেয়েটির পাশে বসল। বাগি রওনা দেওয়ার পরপরই ঘোড়ার পিঠে বেরিয়ে এল ব্রায়ান ম্যাকফী, পিছু পিছু এগোল।

কেবিনে ফিরে এসে ওয়ান্টেড নোটিশ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল জন। আরও দু'জন ফেরারীকে শনাক্ত করল, কিন্তু অ্যাল সিভার্ট এখনও

পর্দার অন্তরালে রয়ে গেছে।

হঠাৎ শোরগোল কানে এল। তুমুল চিৎকার আর গোলাগুলি চলছে। উৎস শহরের মধ্যস্থল, আন্দাজ করল জন। নোটিশগুলো দ্রুত ঢুকিয়ে রেখে বেরিয়ে এল ও, ঘোড়ায় স্যাডল পরাতে অযথা কিছু সময় নষ্ট হবে, তাই ছুট লাগাল শহরের দিকে। জেনারেল স্টোরের সামনে জড়ো হয়েছে লোকজন, রাস্তার ওপাশ থেকে দ্রুত পায়ে সেদিকে এগোল জন। একটু আগে দেখেছে বিল রিচমন্ডের ফিউনারেলে গেছে স্টোরকীপার ডীন থমাস।

স্টোরের জানালা ভেঙে ফেলা হয়েছে, বড়সড় দরজা ধাক্কাচ্ছে কয়েকজন লোক। মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে চুকে গেল ব্যাপারটা। রাস্তা ধরে ছুটে এল মার্শাল বিফ রোগান, হাতে উদ্যত পিস্তল, সমানে চেঁচাচ্ছে রেইডারদের উদ্দেশে। মার্শালকে কাছাকাছি দেখতে পেয়ে দ্রুত কেটে পড়ল লোকগুলো, যেন ভয় পেয়েছে। ব্যাপারটা বিস্ময়কর এবং অস্বাভাবিক ঠেকল জনের কাছে; মার্শালের তৎপরতা বা দক্ষতা দেখিয়ে ক্যান্ডারবাসীর চোখে ধুলো দেওয়ার আয়োজন বোধহয়, অথচ আসল কাজ ঠিকই সারা হয়ে গেছে।

হাঁপাতে হাঁপাতে স্টোরের সামনে পৌঁছল বিফ রোগান। বাইরে থেকে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরীখ করল, হাতে পিস্তল রয়েছে এখনও, তারপর স্টোরের ভেতরে ঢুকে পড়ল। কিছুক্ষণ তল্লাশি চালাল, ভেতরে কেউ লুকিয়ে নেই নিশ্চিত হয়ে বেরিয়ে এল সে, পিস্তল হোলস্টারে ফেরত পাঠিয়ে পোর্চের সিঁড়িতে বসে পড়ল, যেন বিশ্বস্ত কর্মচারী মালিকের অনুপস্থিতিতে সম্পত্তি পাহারা দিচ্ছে।

মনে মনে একচোট হাসল জন, রাস্তা পেরিয়ে এগোল স্টোরের দিকে। মার্শালকে উপেক্ষা করে, পোর্চের সিঁড়ির গোড়ায় থামল, দরজার পাশে রাখা প্ল্যাকার্ডটা দেখল সকৌতূহলে। বর্গাকৃতির একটা কার্ডবোর্ডে বড়বড় হরফে ছাপা: **মেয়র পদে টাপারকে ভোট দিন।** নিচে ছোট অক্ষরে দুটো বাক্য: *ব্যবসা ভালই যাচ্ছে। এভাবেই ধরে রাখার চেষ্টা করো।* এই লেখাগুলো হাতে লেখা–জড়তাহীন, সুস্পষ্ট, আঁকিবুকির মত নয় মোটেই। উঁহুঁ, ভাবল জন, *অশিক্ষিত রেনে টাপারের কাজ নয় এটা।*

'সরে যাও, পিলগ্রিম!' খেঁকিয়ে উঠল মার্শাল। 'মজা শেষ।'

'হ্যাঁ, শেষ,' ব্যঙ্গের সুরে বলল জন। 'যথাসময়ে এসে উপস্থিত হয়েছে মার্শাল। দারুণ শো, ক্লীভ।'

বড়বড় চোখে পিটপিট করল মার্শাল। 'আমার নাম ক্লিফ। ক্লিফ

রোগান।'

'উঁহুঁ, ক্লীভ। ক্লীভ রেনিসন।'

দ্বিধান্বিত মনে কোল্টের দিকে হাত বাড়াল সে, কিন্তু মাঝপথে থেমে গেল। বিন্দুমাত্র নড়েনি জন, ওর চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে রোগানের ওপর। শেষে, বসে থাকা অবস্থায় শোডাউনে যাওয়ার ঝুঁকি না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল মার্শাল। বাতিলের ভঙ্গিতে একটা হাত নাড়ল সে। 'যা খুশি ডাকতে পারো, পিলগ্রিম।'

'লোকজনের সামনে বিফ ডাকব,' প্রতিশ্রুতি দিল জন। 'সারা দুনিয়ার সামনে তো অপমান করা যায় না তোমাকে!'

'নামটা পেলে কোত্থেকে?'

'পড়েছি কোথায় যেন। তবে বইয়ে নয়।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওকে নিরীখ করছে মার্শাল। 'আসলে কে তুমি, পিলগ্রিম?'

'জন। শেষে কিছু নেই। রেনে কি বলেনি তোমাকে?'

উত্তর দিল না বিফ রোগান।

দালানের দেয়াল বরাবর সরে গেল জন, হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট রোল করতে শুরু করল। বিফ রোগান বা ক্লীভ রেনিসনই হোক, ওর বাম দিকে আছে; দরকার হলে ড্র করে ফুটো করে ফেলতে পারবে চর্বির দলাকে; যদিও মার্শালের অবস্থান এমন বেকায়দা যে ক্ষিপ্র গতিতে ড্র করতে পারবে না। স্থির দৃষ্টিতে এখনও ওকে দেখছে সে, কিন্তু গ্রাহ্য করল না জন, নিবিষ্ট মনে সিগারেট রোল করে ধরাল। মার্শালের চোখে সন্দেহ আর দ্বিধা। সাবধানী চাহনি।

পাশে সরতে শুরু করল জন, দালানের কোণে পৌঁছতে বলল: 'বিদায়, ক্লীভ! আবার দেখা হবে!' বলে প্যাসেজওয়ে হয়ে গলিতে ঢুকে পড়ল।

পাঁচ

স্টোর ভাঙচুর এবং লুটপাটের ঘটনায় অনুতাপ আর ক্ষোভে পুড়ছে ডীন থমাস, কিন্তু এ ব্যাপারে কিছুই করার নেই তার। তিক্ত বিতৃষ্ণার

সঙ্গে মার্শালকে ধন্যবাদ জানিয়েছে সে, যদিও আসল ঘটনা দিব্যি আঁচ করতে পারছে–ইচ্ছে করে সরে গেছে লুটেরারা, মার্শালের উপস্থিতিও ঠেকাতে পারত না তাদের।

কেউই শনাক্ত করতে পারেনি রেইডারদের, ব্যাপারটা তেমন অস্বাভাবিক মনে হলো না কারণ যারা শনাক্ত করার ইচ্ছে রাখে, এদের প্রায় প্রত্যেকে ফিউনারেলে যোগ দিতে গিয়েছিল। মার্শাল ব্যাখ্যা দিল একদল বেপরোয়া লোক মাতাল অবস্থায় স্টোরে হামলা করেছিল। মাতালরা তো কত কিছুই করে থাকে ফুর্তির জন্যে!

তেমন কোন প্রতিবাদ করল না ডীন থমাস। দরজা মেরামত করল, জানালায় নতুন কাচ লাগাল এবং নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল অল্পের ওপর দিয়ে বেঁচে গেছে বলে। এরচেয়েও বেশি ক্ষতি হতে পারত। প্ল্যাকার্ডটা পড়েছে সে, ঠিকই বুঝতে পেরেছে ওকে সতর্ক করে দেওয়া হলো। ব্যবসা ভাল যাচ্ছে, এবং ভাল যাক, এটাই চায় থমাস। ভাল রাখার জন্যে, সম্ভবত রেনে টাপারকে ভোট দিতে হবে, ধরে নিল স্টোর-মালিক।

পরের কয়েক দিনে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু ঘটল না। সাপ্তাহিক নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ম্যাকফীরা, প্রতি বৃহস্পতিবার বের হয় ওটা। রিয়ার্সনরা ব্যস্ত নিয়মিত ধর্ম দীক্ষা নিয়ে। নতুন ভাবে একটা তাঁবু খাড়া করা হয়েছে, তবে আগ্রহী দর্শক-শ্রোতার সংখ্যা বেশ কমে গেছে।

মঙ্গলবার রাতে মাইনারদের জন্যে বিশেষ মীটিং হলো, গালশে নিয়ে আসা হলো মেলোডিয়ন, তারাভরা খোলা আকাশের নীচে মিলিত হলো সবাই। জন পৌঁছল সেখানে, ক্যাম্প থেকে কিছু দূরে অবস্থান নিল। স্যাডলে বসে চারপাশে নজর চালাল। উপস্থিত লোকজনকে খুঁটিয়ে দেখা দরকার, সেজন্যে মীটিংয়ে ওর উপস্থিতি অপরিহার্য হলেও গেল না। ভাল করে জানে দায়িত্বের চেয়ে বরং কেট রিয়ার্সনই টানছে ওকে। কখনও ধর্ম নিয়ে মাথাব্যথা ছিল না ওর, গভীর ভাবে চিন্তাও করেনি। কিন্তু রুক্ষ জীবন যাপনে অভ্যস্ত হলেও মেয়েটির প্রতি অদ্ভুত সমীহ ও শ্রদ্ধা বোধ করছে। কেটের কাছাকাছি থেকে, সুললিত কণ্ঠ শোনার লোভ সামলাতে বেগ পেতে হচ্ছে। মাঝে মধ্যে নিজের ওপর ত্যক্ত হয়ে উঠল, যেহেতু মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না।

উঁহুঁ, যাওয়া যাবে না ওখানে। দিনে দিনে কি দুর্বল হয়ে যাচ্ছি আমি? আনমনে ভাবল ও।

নিঃসন্দেহে আজকের মীটিং নির্বাচনী প্রচার অভিযানে ক্লিন-আপ কমিটির বিশাল সাফল্য, কারণ প্রার্থনা শেষে ঝাড়া দুই ঘণ্টা গান

গাইল কেট রিয়ার্সন। একেবারে সাধারণ গান। মানুষের গান, জীবনের গান। ছেলেবেলা, মাতৃত্ব আর প্রেমের গান। রুক্ষ জীবনে অভ্যস্ত মাইনারদের চোখে পানি এসে গেল, "*সুজানা*"র মত গানের সঙ্গে তাল মেলাল সবাই।

চারপাশে চক্কর মারল জন, গা-ছাড়া ভাব থাকলেও আসলে মুহূর্তের জন্যেও ঢিলেমি দেয়নি সতর্কতায়, নিজের উদ্দেশ্য আর দায়িত্ব ভুলে যায়নি। ক্লীভ রেনিসনকে চেনে ঘোষণা করে সবার মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যে-কোন পরিস্থিতির জন্যে তৈরি থাকতে হবে ওকে। মার্শাল যদি টাপারের কাছে রিপোর্ট করে যে তাকে চিনতে পেরেছে জন, তাহলে মেয়র ধরে নেবে ও আসলে ভুয়া ড্রিফটারের পরিচয় দেওয়া কোন ল-ম্যান, সেক্ষেত্রে দ্রুত এবং ভয়ানক একটা শোডাউনের আয়োজন করবে ওরা।

কিন্তু তিনটে দিন কোন ঘটনা ছাড়া কেটে যাওয়ার পর জন সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে এ ব্যাপারে কারও সঙ্গে পরামর্শ করেনি বিফ রোগান, সম্ভবত নিজের সমস্যা নিজে মিটিয়ে ফেলবে মার্শাল, প্রয়োজন মনে করলে নিজের গরজে অ্যাকশনে নামবে।

বৃহস্পতিবার পত্রিকা বেরোনোর পর, স্টোর থেকে এক কপি কিনে কেবিনে ফিরে এল জন। স্টোরে হামলার নিন্দা করে বিশেষ সম্পাদকীয় লেখা হয়েছে। রেনে টাপারের নাম উল্লেখ করা হয়নি কোথাও। অথচ তেমন হলেই লেখাটা আরও অর্থপূর্ণ এবং কার্যকর হত।

পরদিন রাস্তায় ক্যারলের সাথে দেখা হলো ওর, *ক্ল্যারিয়ন* অফিসে চলে এল দু'জন। 'এখনও পালকের ডাস্টার দিয়ে আবর্জনা পরিষ্কার করছ তোমরা,' মৃদু স্বরে মন্তব্য করল জন।

'মানে?'

'স্টোরে হামলার প্রতিবাদে লেখা সম্পাদকীয়টা দারুণ হয়েছে। রেনে টাপারকে অভিযুক্ত করার মোক্ষম সুযোগ ছিল, অথচ সেটা পায়ে ঠেলে দিয়েছ। ভোটের আহ্বান লেখা ওই প্ল্যাকার্ডই যথেষ্ট, স্পষ্ট হয়ে যায় হামলার সঙ্গে জড়িত আমাদের মেয়র। তাকে অভিযুক্ত করার বদলে বরং শহরের অস্থিতিশীল পরিস্থিতি নিয়ে লিখেছ তোমরা, অথচ সবাই এ সম্পর্কে কম-বেশি ওয়াকিবহাল।'

'নিরেট প্রমাণ ছাড়া কীভাবে টাপারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা যাবে, নাকি সম্ভব?'

'ভয় পাচ্ছ তাহলে পাল্টা মানহানির অভিযোগ করবে সে?'

'করতেও পারে।'

'করবে না। একবার চেষ্টা করে দেখো, ফলাফলটা নিজের চোখে দেখতে পাবে। পাল্টা অভিযোগ করতে গেলে কাউন্টি কোর্টে যেতে হবে ওকে, এবং এ ব্যাপারে দারুণ অনীহা আছে আমাদের মেয়রের। আইনের ত্রিসীমানায় যেতে নারাজ সে।'

'তুমি তো কোদাল আর গাঁইতিঅলা,' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল ক্যারল। 'নিজেই বলেছ কথাটা। অথচ এ পর্যন্ত কিছুই করতে দেখলাম না তোমাকে, ক্যান্ডারের সমস্ত আবর্জনা যা ছিল, তাই রয়ে গেছে।'

'সময় লাগবে। কাজ যখন পুরোদমে শুরু করব, দেখবে ধুলো আর কাদামাটির ঝড় বইছে।'

'দু'সপ্তাহ অপেক্ষা করো, তাহলে আর কষ্ট করতে হবে না তোমাকে। তোমার হয়ে আমরাই শুরু করব। নির্বাচনের পর। গাল্‌শের মীটিং সম্পর্কে পড়েছ নিশ্চই?'

'ওখানে ছিলাম আমি, সিস্টার। দূর থেকে এক অপ্সরীর গান শুনলাম।'

'তাহলে নিশ্চই বুঝে গেছ প্রতিটি মাইনার জেসি হলের পক্ষে ভোট দেবে? আরও একটা কথা ভুলে যেয়ো না, মি. স্মার্টি, আমাদের প্রার্থীর নাম এখনও গোপন রয়ে গেছে।'

'বাজি ধরবে?'

'আলবৎ! শুধু সাতজন নামটা জানি আমরাঃ বাবা, রেভারেন্ড, কেট, নেইল ট্রেভিস, তুমি এবং আমি। আর জানে জেসি হল।'

'আশা করছি তোমার কথাই যেন সত্যি হয়, তবে বেশি ভরসা কোরো না। আমার ধারণা, টাপারও ইতোমধ্যে জেনে গেছে এবং এ নিয়ে চড়া অঙ্কের বাজি ধরতে রাজি আছি। আরও একটা বাজি ধরব, নির্বাচনের মাধ্যমে কখনোই শহর পরিষ্কার করতে পারবে না তোমরা। দুই-এক দরে। প্রতিপক্ষ তোমাদের চেয়ে অনেক ধুরন্ধর, অনেক নোংরা এবং নিষ্ঠুর।'

'রাজি! বাবা সমর্থন করবেন আমাকে। কোন অদ্ভুত কারণে যদি আমরা হেরে যাই, তোমার পাওনা দিতে প্রয়োজনে *ক্যারিয়ন* বিক্রি করে দেব।'

হাসল জন। 'সেক্ষেত্রে টাপারের কাছেই বেচতে হবে। এ শহরে একটা পত্রিকা ছাড়া আর সবকিছু আছে ওর।'

শনিবার এল। রেনে টাপারের সঙ্গে দেখা করার কথা। দুপুরের খানিক আগে শহরে চলে এল জন। একটা বিস্ময় অপেক্ষা করছিল ওর

জন্যে, ফ্রন্টিয়ারের সামনে বিশাল ক্যানভাসে অদক্ষ হাতে নোটিশ টানানোঃ **মাইনারদের জন্যে ফ্রী ড্রিঙ্ক!**

গাল্‌শে রেভারেন্ড রিয়ার্সনের বিশেষ সভার যথোপযুক্ত জবাব বটে!

সেলুনে খুব বেশি খদ্দের নেই, সম্ভবত দুপুর বলেই। বিকেলের আগে মাইনাররা তেমন আসে না শহরে। বারের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে মার্শাল, জনকে ঢুকতে দেখেছে। কিছুই বলল না বিফ রোগান, নীরবে কিছুক্ষণ দেখল ওকে, তারপর টাপারের অফিসে সেঁধিয়ে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসে জনকে ইশারা করল। মার্শালের পিছু নিয়ে মেয়রের অফিসে ঢুকল জন।

ডেস্কের পেছনে বসে আছে রেনে টাপার। বন্ধ দরজার সঙ্গে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়েছে বিফ রোগান। ইঙ্গিতে একটা চেয়ার দেখিয়ে দিল মেয়র। কোন ঝুঁকি নিল না জন, চেয়ারটা তুলে নিয়ে দেয়ালের কাছে সরে এল, দেয়ালের সঙ্গে পিঠ দিয়ে বসল। নীরব প্রশ্ন ফুটে উঠল টাপারের চোখে, একটা ভুরু তুলল খানিক। 'কানে খারাপ শুনি না আমি,' জবাবে বলল ও। 'এখান থেকে তোমার কথা দিব্যি শুনতে পাব।'

'এখনও কাজ খুঁজছ?' জানতে চাইল মেয়র।

'হ্যাঁ।'

'তো, শুরু হিসেবে ছোটখাট একটা কাজের ব্যবস্থা করেছি। ঠিকমত সারতে পারলে হয়তো স্থায়ী কিছু জোটাতে পারব। বাইরের নোটিশটা দেখেছ? সম্ভবত সব মাইনার সন্ধের পর চলে আসবে এখানে, মুফতে হুইস্কি পেয়ে সেলুনটাকে নরক বানিয়ে ছাড়বে ওরা। এ অবস্থায় বিফের একজন সহকারী দরকার হবে। তুমি সাহায্য করবে ওকে।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে থুতনি ঘষল জন। 'তাহলে ব্যাজ পরব আমি?'

'এক রাতের জন্যে। বিফ তোমার কাজ বুঝিয়ে দেবে। ও যা বলবে, তাই করবে। খুব ঝামেলা হওয়ার কথা নয়। ঠিকমত দায়িত্ব সারতে পারলে পাস করে যাবে।'

উঠে দাঁড়িয়ে মার্শালের দিকে ফিরল জন। মেকী অন্তরঙ্গ হাসি ঝুলছে রোগানের ঠোঁটে, কিন্তু বোকা বনল না জন, কারণ হাসিটা বড়বড় চোখ স্পর্শ করেনি। ডেপুটির একটা ব্যাজ বের করে ওর হাতে ধরিয়ে দিল সে।

'শার্টের যেখানে ইচ্ছে ঝুলিয়ে নাও। সাপারের পর রিপোর্ট কোরো।'

ব্যাপারটা আপাতত চুকে গেলেও ভেতরে ভেতরে নিকট ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শঙ্কিত হয়ে পড়েছে জন। আজকের রাতটা রহস্যময় এবং অশুভ মনে হচ্ছে, তারই একটা অংশ ও নিজে। স্পষ্ট বোঝা দূরে থাক, আন্দাজও করতে পারছে না অস্বস্তির কারণ; কিন্তু এটুকু বুঝতে পারছে নিখাদ সতর্কতার সঙ্গে কর্তব্য পালন করতে হবে, নিজের বিচারবুদ্ধি আর সতর্কতার ওপর নির্ভর করতে হবে।

তবে এ ধরনের খেলাই পছন্দ ওর, রোমাঞ্চ আর পুলক বোধ করে। কোটের ভেতরের দিকে ব্যাজ গেঁথে বিফ রোগানকে অনুসরণ করে বেরিয়ে এল জন।

কেবিনে এসে ডিনার সারল ও, মাঝ বিকেলে শহরে এল আবার। ক্যান্ডারে তখন বিপুল জনসমাগম-ফ্রন্টিয়ারে মাইনারদের উপচে পড়া ভিড়, ফ্রী ড্রিঙ্কের নোটিশ ওদের আকর্ষণ করছে অমোঘ নিয়তির মত। ডাবল ঈগলে চলে এল জন। কিছু কাউবয় রয়েছে এখানে, এবং জেসি হল ছাড়া কোন মাইনার নেই। জানালা দিয়ে রাস্তার ওপাশে ফ্রন্টিয়ারের দিকে তাকিয়ে আছে বিশালদেহী মাইনার, স্পষ্টত ভেতরে ভেতরে প্রলুব্ধ হয়ে উঠছে।

বারের শেষ প্রান্তে নেইল ট্রেভিসকে দেখতে পেল জন। 'তোমারও বোধহয় একটা নোটিশ টানানো উচিত,' হালকা চালে বলল ও। 'আরও বেশি ড্রিঙ্ক মুফতে দিতে হবে।'

শুকনো হাসল সেলুন মালিক। 'তাই তো মনে হচ্ছে! তবে পরিণতিতে ব্যবসায় লাল বাতি জ্বালাতে হবে। মাইনারদের ড্রিঙ্ক গিলতে তো দেখোনি, বন্ধু, মাছের মত পান করে ওরা। যাকৃগে, সোনা সন্ধানীদের বিনে পয়সায় না খাওয়াতে পারি, কিন্তু তোমাকে একটা ড্রিঙ্ক মুফতে খাওয়াতে ভাল লাগবে আমার। চলবে?'

প্রথমে মাগনা ড্রিঙ্ক গিললেও পরেরটা কিনল জন। আড়চোখে দেখল এখনও রাস্তার ওপাশে তাকিয়ে আছে জেসি হল।

'বেচারার শরীরটা এখানে,' মন্তব্য করল ট্রেভিস। 'কিন্তু মন পড়ে আছে ফ্রন্টিয়ারে।'

'ওই শরীরটা নিয়েই যত দুশ্চিন্তা আমাদের। তুমি বরং খেয়াল রেখো ওটা যেন এখানেই থাকে।'

ট্রেভিসকে বিদায় জানিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল ও। সাইডওঅক ধরে এগোল, স্টোর পেরিয়ে আসার পর সামনে ক্যারল ম্যাকফীকে দেখতে পেল। হ্যাটে আঙুল ছুঁয়ে সম্মান দেখাল জন, ক্ষণিকের শুভেচ্ছা বিনিময়ের জন্যে থামল। অস্বীকার করতে পারবে না এই

মেয়েটিও আকর্ষণ করছে ওকে। ক্যারলের চোখের ঔজ্জ্বল্য, দুর্বিনীত বাচ্চার মত ঝট করে মাথা তুলে রুখে দাঁড়ানোর প্রবণতা ভাল লাগে ওর; কিন্তু সবচেয়ে উপভোগ করে নীলাঞ্জনাকে ত্যক্ত করতে, এবং পরিণতিতে অপূর্ব সুন্দর মুখে ভাবাবেগের পরিবর্তন দেখতে রীতিমত পুলক অনুভব করে।

'গাঁইতি আর বেলচাঅলা দেখছি এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে,' ভর্ৎসনার সুরে বলল মেয়েটি। 'জন, আমার তো মনে হয় তুমি আসলে নিতান্ত অলস।'

'ধীরে-সুস্থে কাজ করি আমি। শুরুটা খুব শ্লথ। হিমবাহের মত। সবকিছু গোছগাছ করছি, পরে বিস্ফোরিত হব কিনা। পরের সংখ্যার জন্যে আইটেম খুঁজতে বেরিয়েছ?' কোটের ল্যাপেল সরিয়ে ব্যাজটা দেখাল ও।

'জন! কোত্থেকে পেলে এটা?'

'আমাদের সহৃদয় মার্শাল দিয়েছে। নিজেকে দারুণ গর্বিত মনে হচ্ছে আমার!' আস্তিনের সঙ্গে ঘষে ব্যাজটা পলিশ করতে শুরু করল ও।

ঘন নীল চোখে যুগপৎ বেদনা আর হতাশা ফুটে উঠল। 'জন, এমন করতেই পারো না...প্রতিপক্ষের সঙ্গে হাত মিলিয়েছ তুমি!'

'প্রতিপক্ষ বলতে কী বোঝাচ্ছ, লেডি? শুনে রাখো, আইন আর নীতির পক্ষে আছি আমি। এই ব্যাজ তার প্রমাণ। তোমার মেয়েলি বিচক্ষণতা বা অবচেতন মনের ভাবনার সঙ্গে জড়িয়ো না আমাকে। একবার করেছ, সে-ই যথেষ্ট। আমার বোধহয় কেট রিয়ার্সনের কাছে যাওয়া উচিত। ব্যাজটা দেখে হয়তো খুশি হবে ও।'

'কিন্তু...এর মানে কী?'

'জানি না, অন্তত এখনই বলতে পারছি না। সহজ-সরল এবং বিশ্বস্ত ডেপুটি আমি। আশা করছি আজ রাতেই বুঝতে পারব সবকিছু এবং পূর্ণাঙ্গ একটা রিপোর্ট দেব তোমাকে। পরে দেখা হবে, হ্যাঁ?'

ক্যারল আর কোন প্রশ্ন করার আগেই সরে গেল জন।

পেছন থেকে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল *ক্যারিয়ন* রিপোর্টার। জন ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যেতে দৃষ্টি সরিয়ে নিল ও, সক্ষোভে মাথা নেড়ে নিজের পথ ধরল। দীর্ঘদেহী, সুদর্শন কিন্তু সর্বক্ষণ জ্বালাতনকারী মানুষটাকে কিছুতে বুঝতে পারছে না।

রাঁধার ইচ্ছে নেই বলে একটা রেস্তোরাঁয় সাপার সারল জন, তারপর ডাবল ঈগলে চলে এল। বারের কাছাকাছি বার্ট স্টিভেন্সকে

দেখতে পেল, ক্রুরা সহ শহরে এসেছে সে। বার্টের সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে হলেও নিজেকে নিরস্ত করল। ডেপুটি হিসেবে ওর কোন কাজ থাকতে পারে না সার্কেল-আর ফোরম্যানের সঙ্গে। তাছাড়া, ক্লিন-আপ পার্টিতে একজন বিশ্বাসঘাতক আছে, জন চায় না বার্ট স্টিভেন্সের সঙ্গে ওকে কথা বলতে দেখে ফেলুক লোকটা।

কাউবয়ের পাশে এসে দাঁড়াল ও, বারের পেছনে লাগানো আয়নায় ফোরম্যানের সঙ্গে চোখাচোখি হতে সামান্য ইঙ্গিত করল। সঙ্কেতটা ঠিকই ধরতে পারল চতুর ফোরম্যান, ওর দিকে ফিরল না। ইচ্ছে না থাকলেও এক গ্লাস বীয়ারের ফরমাশ দিল জন, কষ্টেসৃষ্টে গিলে ফেলল। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে কেশে উঠল। রুমাল বের করে মুখে চেপে ধরল, ওই অবস্থায় নিচু স্বরে বলল: 'পাঁচ মিনিটের মধ্যে স্টোরে দেখা করো আমার সঙ্গে।'

সেলুন থেকে বেরিয়ে স্টোরের দিকে এগোল ও। ভেতরে ঢুকে কিছু তামাক কিনল। সিগারেট রোল করছে, এসময় পৌঁছল বার্ট স্টিভেন্স। ওরা ছাড়াও কয়েকজন খদ্দের রয়েছে, কাউন্টারে জনের কাছ থেকে দুই ফুট দূরত্বে এসে দাঁড়াল ফোরম্যান।

'রেনে টাপারকে হাতের মুঠোয় পেতে চাইছ তোমরা,' নিচু স্বরে বলল জন। 'আমিও চাই। কিন্তু আমার কাজটা একটু ভিন্নরকম, অনেকেই হয়তো বুঝতে পারবে না। তথ্যটা মাথায় রাখো, কাউকে বলার দরকার নেই। তোমাকে বলছি এ কারণে যে সাহায্য লাগবে আমার, খুব দ্রুত এবং জরুরী মুহূর্তে দরকার হবে। তোমাদের ওপর নির্ভর করব আমি।'

বার্ট স্টিভেন্সের আচরণে মনে হলো না কিছু শুনেছে, কিন্তু একইরকম সতর্ক এবং নিচু স্বরে উত্তর দিল সে: 'ধারে-কাছে থাকব আমরা। রাত-দিন চব্বিশ ঘণ্টা।'

ডাবল ঈগলে ফিরে এসে দেয়ালের কাছাকাছি একটা চেয়ারে বসল জন। এখনও বারে রয়েছে জেসি হল, "তরল সাপার" গিলে সন্তুষ্ট। ভেতরে ভেতরে অধৈর্য হয়ে পড়েছে সে, ফ্রন্টিয়ারে গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে যোগ দিতে অধীর হয়ে উঠছে ক্রমশ। নেইল ট্রেভিস নজর রাখছে মাইনারের ওপর, কিন্তু হলের অগোচরে করতে হচ্ছে কাজটা, তাছাড়া ব্যস্ততার কারণে সারাক্ষণ নজরও রাখতে পারছে না। ট্রেভিস ঘুরে দাঁড়াতে চট করে বসে পড়ল হল, তারপর প্রায় চোখের পলকে সরে এল দরজার কাছাকাছি।

ট্রেভিসকে পারলেও জনকে ফাঁকি দিতে পারেনি মাইনার। পিছু

নিয়ে বেরিয়ে এল জন, সাইডওয়কে পা রেখে দেখতে পেল রাস্তার মাঝামাঝি চলে গেছে মাইনার। পেছন থেকে তাকে ডাকল ও, কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করল না সে, দ্রুত পায়ে চলে গেল, ফ্রন্টিয়ারের সুইং ডোর ঠেলে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

পিছু পিছু ঢুকল জন।

তিল ধারণেরও জায়গা নেই সেলুনে। বারের কাছাকাছি তিন সারিতে ভিড় করেছে লোকজন, জুয়া চলছে পুরোদমে। ভিড়ের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে মেয়েরা, ড্রিঙ্ক পরিবেশন করছে কিংবা জুয়ার টাকা পৌঁছে দিচ্ছে। দুই কনুই চালিয়ে জায়গা করে নিল জেসি হল, বারের কাছে পৌঁছল।

মার্শালের পাশে গিয়ে দাঁড়াল জন। বারের শেষ প্রান্তে, জুয়ার টেবিলের কাছাকাছি একটা চেয়ারে বসে আছে রোগান, দোল খাচ্ছে আয়েশী ভঙ্গিতে।

'ডিউটির আগে রিপোর্ট করতে এসেছি, স্যার,' বলল জন।

বারের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে মার্শাল। 'ভাল করে শুনে নাও,' ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল সে। 'এক মাইনারের পেছনে লাগব আমরা। এখন নয়, খুব বেশি ভিড়। কিছুক্ষণের মধ্যে নাচ-গান শুরু হবে। নাচার সুযোগ পেলে ছাড়বে না মাইনাররা। কিন্তু একজনকে আটকে রাখতে হবে, নাচার সুযোগ দেওয়া যাবে না। ওকে বারে আটকে রাখবে তুমি। আপাতত এটাই তোমার একমাত্র কাজ। প্রথমে ঝগড়া করবে, তারপর ব্যাজ দেখিয়ে গ্রেফতার করবে ওকে। মাতাল বলে তোমার সঙ্গে লড়বে সে। ব্যাটাকে এমন খেপিয়ে তুলবে যেন ড্র করে। ব্যস, বাকি কাজ আমি সারব।'

জন অনুভব করছে ঘাড়ের পেছনে খাড়া হয়ে গেছে ওর চুল। 'বাকিটা তুমি সারবে মানে? ওই ব্যাটা যদি ড্র করে, তাহলে কী করব আমি?'

'কিচ্ছু না। ড্র করতে দেবে ওকে। বারের শেষ দিকে থাকব আমি, আমিই সামলাব ওকে। গ্রেফতারে বাধা দেওয়ার চার্জ আনব ওর বিরুদ্ধে। তুমি ড্র করবে না বলে চার্জ আরও পাকাপোক্ত হবে। অভিযোগটা গুরুত্বও পাবে, যেহেতু প্রায় সব মাইনারই আছে এখানে। ও যদি আগে পিস্তলে হাত দেয়, তাহলে কিছুই বলার থাকবে না ওদের। পরিষ্কার?'

বুঝতে পেরেছে জন, তবে বিফ রোগান যেভাবে বোঝাতে চেয়েছে সেভাবে নয়। আরও একটা ব্যাপার পরিষ্কার। বিফ যদি ওকে

ভয় পেয়ে থাকে, যেহেতু তার সত্যিকার পরিচয় জানে জন, তাই এটাই হতে পারে ওকে সরিয়ে দেওয়ার মোক্ষম সুযোগ। কেউ সন্দেহ করবে না, অথচ এক রত্তি ঝুঁকি নিতে হবে না তাকে। হয়তো একটা আঙুলও নাড়তে হবে না। স্রেফ পাথর হয়ে থাকবে, জেসি হলকে গুলি করতে দিলেই হলো। এদিকে মার্শালের ওপর বিশ্বাস এবং আস্থা রেখে অসহায় টার্গেট হিসেবে দাঁড়িয়ে থাকবে জন, শেষ মুহূর্তে হয়তো ড্র করতে পারবে, কিন্তু খোলা পিস্তলের বিরুদ্ধে কোন সম্ভাবনাই থাকবে না ওর।

একেবারে নিখুঁত এবং নিশ্ছিদ্র পরিকল্পনা।

'বুঝেছি,' শেষে বলল ও। 'ওকে ড্র করতে দেব, আর তুমি ওকে ফুটো করে ফেলবে। তারমানে অবশ্যই ওর উল্টোদিকে থাকতে হবে আমার, যাতে আমাদের দু'জনের মাঝখানে থাকে সে। লোকটা কে?'

'একটু পর বলব। ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে আছে ব্যাটা।'

স্টেজে ফিডল বাজাচ্ছে এক লোক। কিছু মাইনারের মনোযোগ চলে গেছে ওদিকে। মুহূর্ত কয়েক পর, ফিডল আর পিয়ানো একসঙ্গে বেজে উঠল। সঙ্গীতের টানে বারের কাছাকাছি ভিড় আলগা হয়ে গেল—ড্রিঙ্ক গলায় ঢেলে মেয়েদের বাহু বগলদাবা করে ছোট্ট ফ্লোরের দিকে এগোল মাইনাররা। মেয়েরা সংখ্যায় নিতান্ত অল্প। আর কোন মেয়ে নেই দেখে নিজেরাই জোড়া বাধল মাইনাররা। বারের সামনে তিন সারি ভিড় থেকে দুই, এক সারি থেকে মাত্র কয়েকজনে এসে দাঁড়াল।

উঠে দাঁড়াল মার্শাল। বড়বড় চোখে তাকিয়ে আছে সে, দৃঢ় হয়ে গেছে চোয়াল। সামান্য ইঙ্গিত করল, জন উঠে দাঁড়াতে বলল: 'ওই যে ব্যাটা—ঠিক মাঝখানে...একটা ড্রিঙ্ক নিচ্ছে এখন।'

লোকটা জেসি হল।

দৃশ্যত, হলের মনোনয়নের খবর ঠিকই জানে টাপার। জনের আশঙ্কা ফলতে যাচ্ছে, অর্থাৎ শিগ্‌গিরই পরবর্তী টার্গেট হিসেবে খুন হয়ে যাবে হল।

খুনটা ঠেকাতে হবে, কিন্তু কীভাবে? এ মুহূর্তে কোন উপায় মাথায় খেলছে না, এমনকী তাগিদও অনুভব করছে না; অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেয়ার পক্ষপাতী ও। 'বুঝেছি!' বলে ফ্লোরের দিকে এগোল জন। বারের ওপাশে, জেসি হলের পাশে এসে দাঁড়াল।

ওর উপস্থিতি টের পেয়ে ফিরে তাকাল মাইনার। 'অ, তুমি?' প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ প্রকাশ করল ক্লিন-আপ কমিটির মনোনীত মেয়র

পদপ্রার্থী। মানুষটা সে খুঁতখুঁতে স্বভাবের, পেটে রঙিন পানি পড়লে আরও সন্দেহপ্রবণ এবং বদমেজাজী হয়ে ওঠে।

নিজের ভূমিকা চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জন। 'কাকে আশা করেছ—সান্তা ক্লজকে?'

'মিস্টার স্মার্টি প্যান্ট,' তাচ্ছিল্য প্রকাশ করল হল। 'যেখানে সেখানে উপদেশ খয়রাত করে বেড়ায়!'

'বেহেড মাতাল তুমি।'

'কে মাতাল হয়েছে, অ্যাঁ? তোমার মত তিনটা স্মার্টি প্যান্টকে আস্ত গিলে ফেলতে পারব আমি!' সরোষে বলল মাইনার।

জেসি হল ড্রিঙ্কের গ্লাস তুলতে ইচ্ছে করে তার কনুইয়ে গুঁতো মারল জন, ছলকে পড়ল হুইস্কি। 'কী যেন বললাম তোমাকে, পাঁড় মাতাল?'

হলকে ছাড়িয়ে গেল জনের দৃষ্টি। বারের অন্য প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে বিফ রোগান; পা ফাঁক হয়ে আছে, কিছুটা পাশ ফিরে দাঁড়িয়ে, তবে ডান হাত মুক্ত—শিথিল ভাবে ঝুলছে দেহের পাশে। ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে নির্দ্বিধায় গুলি করবে হলকে, এবং তৈরিও আছে। কিন্তু তার আগে দেখবে জন নিজের কাজ ঠিকমত সেরেছে কিনা।

কুৎসিত খিস্তি করে গ্লাসের অবশিষ্ট পানীয় জনের মুখে ছুঁড়ে মারল জেসি হল। ঝট করে মুখ ঘুরিয়ে নিল জন, তাই চোখে না লেগে গালে লাগল ঝাঁঝাল হুইস্কি। এদিকে ঘুসি হাঁকিয়েছে হল, শরীরের সমস্ত জোর ঢেলে দিয়েছে ঘুসির পেছনে, লাগলে হয়তো ছিটকে পাশের কাউন্টিতে চলে যেত জন; কিন্তু লাগল না। ঝটিতি পিছিয়ে এল ও, ডানে সরে গেছে একইসঙ্গে। দেহের ভারসাম্য হারিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে এল হল, বারের ওপর পড়ল।

'থামো, হল! তোমাকে গ্রেফতার করা হলো!' চিৎকার করার সময় কোটের উল্টোপিঠে সাঁটা ব্যাজ দেখাল জন, তাকিয়ে আছে হলের দিকে, কিন্তু চোখের কোণ দিয়ে বিফ রোগানকেও দেখতে পাচ্ছে। পিস্তলের বাঁটে চেপে বসেছে মার্শালের আঙুল, যে-কোন সময়ে ড্র করবে। বিফ রোগানের দৃষ্টি বা মনোযোগ মাইনারের ওপর থাকার কথা, অথচ জনের ওপর স্থির হয়ে আছে ডেলাকৃতির চোখ জোড়া।

হারামজাদা গুলি করবে আমাকে! নিশ্চিত হয়ে গেল জন—দারুণ বিপজ্জনক মুহূর্ত, সামান্য হেরফের হলে ভরাডুবি হয়ে যাবে। সেকেন্ডেরও কম সময়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ও।

'কীসের গ্রেফতার? নরকে যাও তুমি!' খেঁকিয়ে উঠল মাইনার,

তারপর পিস্তলের দিকে ছোবল মারল। এদিকে জনও পিস্তলের দিকে হাত বাড়িয়েছে, দেখে মনে হবে হলের দিকে মনোযোগ, কিন্তু আসলে বিফ রোগানের ওপর স্থির হয়ে আছে দৃষ্টি। মার্শালের হাতে কোল্ট উঠে আসতে দেখতে পেল ও, নলটা পাশে সরল, জেসি হলকে ছাড়িয়ে গেল, শেষে সরাসরি জনের বুক বরাবর স্থির হলো মাজল।

চট করে পাশে সরে গেল জন। মুহূর্তে কয়েকটা ব্যাপার ঘটে গেল। বেহেড মাতাল হওয়ার কারণে শ্লথ হয়ে পড়েছে জেসি হল, হোলস্টারে আটকে গেল তার পিস্তল; বিফ রোগান ততক্ষণে গুলি করেছে, জনের বাম আস্তিন ফুটো করে চলে গেল তপ্ত সীসা, পরমুহূর্তে গুলি করল জন।

মাত্র একটাই গুলি করল ও, তারপর লাফিয়ে আগে বাড়ল; ডান হাতে সপাটে ঘুসি হাঁকিয়েছে, হলের চিবুকে লাগল ঘুসিটা। টলমল পায়ে এক পা পিছিয়ে গেল মাইনার, পা জড়িয়ে যাওয়ায় তাল হারিয়ে পড়ে গেল মেঝেয়। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সে, নেশার ঘোর কিছুটা হলেও কেটে গেছে, এখনও বেঁচে আছে দেখে বিস্মিত।

জেসি হলের পেছনে, এলোমেলো পায়ে বারের দিকে এগোল বিফ রোগান। পিস্তল ফেলে দিয়েছে হাত থেকে, হাঁটুতে জোর পাচ্ছে না। পতন ঠেকাতে দু'হাতে বারের কিনারা চেপে ধরল সে, কিন্তু অতটা শক্তি অবশিষ্ট নেই শরীরে। আচমকা যেন খোঁড়া হয়ে গেল, ধপাস করে আছড়ে পড়ল মেঝেয়।

গান থেমে গেছে, নৃত্য থামিয়ে লোকজন তাকিয়ে আছে বারের দিকে। বারকীপের পাত্তাও নেই, ঢুকে পড়েছে বারের তলায়; জুয়ার টেবিলের তলায় আশ্রয় নিয়েছে কেউ কেউ।

জেসি হলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল জন। ঝুঁকে কোটের ল্যাপেল ধরে টেনে দাঁড় করাল মাইনারকে। 'নেশা কেটেছে?'

মাথা ঝাঁকাল সে, বিহ্বল এখনও।

'তাহলে ভাগো এখান থেকে, ভুলেও আর এসো না! আশা করি এখন থেকে স্মার্টি প্যান্টের কথা গুরুত্ব দিয়ে শুনবে।'

দরজার দিকে এগোল জেসি হল, ঘুমের মধ্যে হাঁটছে যেন-এলোমেলো, উদ্দেশ্যহীন। এদিকে রোগানের কাছে চলে গেছে জন, ঝুঁকে দেখল তাকে। ততক্ষণে লাশ বনে গেছে ক্যান্ডারের অতি চালাক মার্শাল।

'রেনে আছে ভেতরে?' সিধে হয়ে বারকীপের উদ্দেশে জানতে চাইল ও।

নড করল লোকটা, মুখ নির্বিকার রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। একবার নক্ করে ভেতরে ঢুকে পড়ল জন।

ছয়

বরাবরের মত ডেস্কের পেছনে বসে আছে রেনে টাপার। উল্টোদিকে, দেয়ালের কাছাকাছি একটা চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে চার্লি কীন, পাথুরে নির্বিকার মুখ, কিন্তু অ্যাকশনের জন্যে তৈরি-প্রয়োজন পড়া মাত্র বিদ্যুৎ খেলে যাবে দেহে; দরজায় করাঘাতের শব্দে সতর্ক এবং সন্দিহান হয়ে উঠেছে। লোকটা সম্ভবত টাপারের দেহরক্ষী, ভাবল জন। পেছনে দরজা বন্ধ করে দিয়ে কবাটের সঙ্গে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল ও।

'হয়েছে কী? বিফ কোথায়?' অধৈর্য সুরে জানতে চাইল মেয়র।

মাথা নেড়ে কীনের দিকে ইঙ্গিত করল জন। 'তোমার ডালকুত্তাকে ওর গর্তে ঢুকে যাওয়ার হুকুম দাও, তারপর সবকিছু বলছি। ও ধারে-কাছে থাকলে অস্বস্তি লাগে আমার।'

'বসো, চার্লি। ও আমাদের হয়ে কাজ করছে, আপাতত বিফের সঙ্গে আছে।' কীন বসে পড়তে জনের দিকে ফিরল টাপার। 'জানতে চেয়েছি বিফ কোথায়। ওদিকে গুলির আওয়াজ শুনলাম বোধহয়?'

প্রশ্নগুলো উপেক্ষা করল জন। 'টাপার, আমাকে ফুটো করার কারণটা কী?'

দারুণ বিস্ময় ফুটে উঠল মেয়রের চোখে। 'কী বলছ?'

'শুনেছ তো,' ডেস্কের সামনে চলে এল ও, দু'হাত ডেস্কে রেখে ঝুঁকে পড়ল, দৃষ্টি টাপারের দিকে, তবে কীনকেও নজরছাড়া করেনি। 'সেট-আপটা সম্পর্কে নিশ্চই জানো তুমি। কথা ছিল বিফ এবং আমার মাঝখানে থাকবে জেসি হল, ওভাবেই ব্যাটাকে সরিয়ে দেব। আমার কাজ ছিল ওকে ড্র করতে বাধ্য করা বা উস্কে দেওয়া, আর বিফ ছেঁদা করবে ওকে। ঠিক বলেছি?'

'জানি না বিফ কী প্ল্যান করেছিল। ও যদি এরকম নির্দেশ দিয়ে থাকে, তাহলে তাই করা উচিত ছিল তোমার।'

'ওটাই ছিল প্ল্যান। কিন্তু জেসি হল যখন ড্র করল, ওকে গুলি না

করে আমাকে গুলি করেছে বিফ। সময়মত লাফিয়ে সরে না গেলে ঠিক ফুটো হয়ে যেতাম। তবে ওকে আর কোন সুযোগ দেইনি। আমার মনে হয় না নির্দেশ ছাড়া এমন অদ্ভুত কাজ করেছে বিফ, সেজন্যেই তোমাকে জিজ্ঞেস করছি আমাকে কায়দা করতে চেয়েছিলে কিনা।'

টাপারকে বিহ্বল দেখাচ্ছে, মোটেই ভান করছে না, অন্তত তাই মনে হলো জনের। 'আমাকে দোষ দিচ্ছ তুমি?' ধীর কণ্ঠে জানতে চাইল সে, তেতে উঠছে ভেতরে ভেতরে।

কোটের আস্তিনে বুলেটের ফুটোটা দেখাল জন। 'এটা তো আমি নিজে করিনি।'

'জেসি হলের বুলেটের ফুটো নয় তো?'

'হল পিস্তল বের করতে পারেনি, তার আগেই ওকে ঘুসি মেরে ফেলে দিয়েছি। বিশ্বাস না হলে অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করো, আমার কথাই সমর্থন করবে সবাই।'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল টাপার, কিছুক্ষণ পর দৃষ্টি সরে গেল কীনের দিকে। ভেতরে ভেতরে ক্রোধে ফেটে পড়ছে সে, পরের কথায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ পেল: 'হারামজাদা বেঈমানি করছিল! কিন্তু এমন একটা কাজ কেন করবে নচ্ছারটা?'

'সেটাই তো জানতে চাইছি।'

'ধ্যেৎ! এ ব্যাপারে কিচ্ছু জানি না! জেসি হলকে কায়দা করার প্ল্যান ছিল আমাদের। নির্বাচনে আমার বিরুদ্ধে ওকে দাঁড় করিয়েছে ক্লিন-আপ কমিটি। ভেবেছি পথের কাঁটা সরিয়ে দেব। কিন্তু হারামজাদা বিফ সব গুবলেট করে দিয়েছে! এখন অন্য কোন উপায়ে কাজ সারতে হবে। উচিত সাজা হয়েছে ওর! নাকি মারা যায়নি এখনও?'

'খতম,' ধীরে ধীরে সিধে হলো জন, দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস নিল। মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে গেছে জেসি হলকে খুন না করে ওকে সরিয়ে দেওয়ার প্ল্যান একান্তই বিফ রোগানের নিজস্ব ছিল। 'বেশ, রেনে, বিশ্বাস করলাম তোমার কথা। হয়তো ঠিক ওভাবে নির্দেশ দাওনি, তবে সন্দেহ পুরোপুরি যায়নি আমার। কারণ, চার্লি কীনের মত কাউকে নিয়োগ করার বদলে কাজটা আমাকে দিয়েছ তুমি।'

'চার্লির অন্য কাজ আছে, এরচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ,' ব্যাখ্যা দিল রেনে টাপার। 'বিফের সঙ্গে পরামর্শ করছিলাম কাজটা কাকে দিয়ে করানো যায়, তখন বিফই তোমার ব্যাপারে প্রস্তাব করল। তুমি তো কাজের ধান্ধায় ছিলে, ভাবলাম এ সুযোগে তোমার পরীক্ষাও হয়ে যাবে।'

'বেশ, পরীক্ষা তো নিলে। এবার কী করবে?'

দ্বিধা করছে টাপার, সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। চার্লি কীনের দিকে তাকাল, ঠোঁট চালিয়ে জিভ ভেজাল, শেষে ফিরল জনের দিকে। 'আমি...ঠিক বলতে পারছি না এখন। ভাবতে হবে। যোগাযোগ রেখো, একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। ভাল কিছু। আশপাশে থেকো।'

'বেশ, থাকব। কিন্তু বেশি দেরি কোরো না। মার্শাল খুন হয়েছে আমার হাতে, তোমার অন্য ক্রুদের লাশ দেখতে না চাইলে ঘটনাটা ব্যাখ্যা কোরো ওদের, বলে দিয়ো এ ব্যাপারে যেন আমাকে না ঘাঁটায়।'

পিছিয়ে এল জন, দ্রুত বেরিয়ে এল অফিস থেকে। কিছুটা দ্বিধান্বিত এবং চিন্তিত ও, কারণ ক্যান্ডারের নেতা হিসেবে রেনে টাপারকে দুর্বল এবং অবিচক্ষণ মনে হয়েছে। যোগ্য নেতৃত্বের পূর্বশর্ত হচ্ছে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা, প্রয়োজনে অবিচল বা দ্বিধাহীন হতে না পারলে একটা শহর ইচ্ছেমত চালানো কঠিন।

ফ্রন্টিয়ারের স্বাভাবিক উত্তেজনা বা কোলাহল থেমে গেছে। গোলাগুলি ক্যান্ডারে নতুন কিছু নয়, কিন্তু মার্শাল খুন হওয়া নিতান্ত অস্বাভাবিক ঘটনা। বেশিরভাগ লোকই বিহ্বল হয়ে পড়েছে। বিফ রোগান মূলত রেনে টাপারের ভাড়াটে লোক, তারমানে তার ডেপুটিও তাই। অথচ ডেপুটির হাতেই খুন হয়েছে মার্শাল। তবে সবাই মোটামুটি আন্দাজ করে নিল ঘটনাটা আসলে জেসি হলকে খুন করার উদ্দেশে পরিকল্পিত একটা সেট-আপ, কিন্তু বুমেরাং হয়ে গেছে। মাইনারদের মতই টাপারের ক্রুরাও দ্বিধান্বিত। ডেপুটি যদি ভুল নিশানা করে থাকে, অর্থাৎ দুর্ঘটনাক্রমে যদি মার্শাল খুন হয়ে থাকে, তাহলে পুরো ঘটনা স্রেফ কাকতালীয়, এবং জনের বিরুদ্ধে কিছুই করার নেই টাপার-বাহিনীর। আর জেসি হলকে বাঁচানোর জন্যে ডেপুটি যদি বিফকে গুলি করে থাকে, তাহলে মাইনাররা অসন্তুষ্ট হতে পারবে না জনের ওপর। সত্যিকার পরিস্থিতি রেনে টাপারের কাছে ব্যাখ্যা করেছে জন, এবং বহাল তবিয়তে বেরিয়েও এসেছে অফিস থেকে—এ থেকে বোঝা যায় অন্তত মেয়রের কোন অসন্তোষ নেই ওর ওপর।

এখনও আগের জায়গায় পড়ে আছে বিফ রোগানের লাশ। পুরো কামরায় দৃষ্টি চালাল জন, বিস্ময় ও সংশয় মাখানো মুখগুলো দেখে টের পেল আপাতত কারও কাছ থেকে বিপদের সম্ভাবনা নেই ওর। দ্রুত পায়ে দরজার দিকে এগোল ও।

'এই, ডেপুটি!' পেছন থেকে ওকে ডাকল এক বারটেন্ডার।

'বিফকে কী করব আমরা?'

কাঁধের ওপর দিয়ে জবাব দিল জন। 'অ্যালকোহলে চুবিয়ে রেখে আচার বানাও ওকে, তারপর বারের একটা তাকে তুলে রেখো।' রুক্ষ স্বরে বাতলে দিল ও, জানে মানুষগুলোর সঙ্গে এ-ই করা উচিত। যেমন কুকুর তেমন মুগুর না হলে লাইনে আনা যাবে না এদের।

সেলুনের বাইরে ছোটখাট একটা ভিড় আবিষ্কার করল ও। মার্শাল বিফ রোগানের মৃত্যুর খবর ততক্ষণে ছড়িয়ে পড়েছে। ডাবল ঈগল থেকে উৎসাহী কয়েকজন ঘটনার সত্যতা জানার জন্যে রাস্তা পেরিয়ে চলে এসেছে। এদের মধ্যে নেইল ট্রেভিস আর বার্ট স্টিভেন্সও রয়েছে। সাইডওঅকে এসে ডানে মোড় নিয়ে রাস্তার দিকে এগোল জন, ওর পিছু নিল দু'জন।

রাস্তা পুরো আলোকিত তা বলা যাবে না। কাছাকাছি বাড়ির জানালা পথে ঠিকরে বেরিয়ে আসা আলোয় কিছুটা অন্ধকার দূর হয়েছে। মোটামুটি অন্ধকার এক জায়গায় এসে দু'জনের জন্যে অপেক্ষায় থাকল জন।

'কী হয়েছে, জন?' জানতে চাইল ট্রেভিস, উত্তেজিত। 'জেসিকে জড়সড় হয়ে বেরিয়ে আসতে দেখলাম, ব্যাটা ঠিক আছে তো? তুমি নাকি বিফকে গুলি করেছ, সত্যি?'

'হলকে সরিয়ে দেওয়ার জন্যে আয়োজন করা হয়েছিল শো-টা। বিফের ধারণা হলো এই সুযোগে বরং আমাকে সরিয়ে দেওয়া উচিত। তো, ওকে গুলি করলাম আমি। আর কোন ক্লিন-আপ প্রার্থীকে দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে দেওয়ার সৌভাগ্য হবে না বিফের।'

অবিশ্বাস ডাবল ঈগল মালিকের চোখে। 'কিন্তু বিফ কেন খুন করবে তোমাকে? ক্লিন-আপ কমিটির সঙ্গে কাজ করছ, সন্দেহ করেছিল নাকি?'

'ওকে চিনতে পেরেছিলাম। ওর আসল নাম ক্লীভ রেনিসন, ব্যাংক লুট আর খুনের দায়ে ফেরারী। সেজন্যেই আমাকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল।'

'কীভাবে জানলে?'

'একটা ওয়ান্টেড নোটিশ দেখেছিলাম কোথায় যেন। ওর চোখ দেখে মনে পড়ল।'

'ভালই হলো!' উৎফুল্ল স্বরে মন্তব্য করল বার্ট। 'বেয়াড়া একটা ষাঁড় খতম হয়েছে।'

'এবং টাপারের পক্ষে একটা ভোটও কমে গেছে,' যোগ করল

ট্রেভিস। 'জন, দারুণ দেখিয়েছ! তোমার মত লোকই দরকার ক্লিন-আপ কমিটির। আচ্ছা, টাপারের লোকজন কীভাবে নিয়েছে ঘটনাটা?'

'এখনও পরিষ্কার বুঝতে পারেনি ওরা। হলকে খুন করার সুযোগ ফস্কে গেছে বলে টাপার অবশ্য খেপে আছে বিফের ওপর।'

'ফ্রন্টিয়ারে যাচ্ছি আমি, পরিস্থিতি দেখা দরকার। যাবে নাকি, বার্ট?'

'না। জনের সঙ্গে থাকব কিছুক্ষণ। বিফের কোন বন্ধু হয়তো শোকে কাতর হয়ে ওর ওপর চড়াও হতে পারে। উঁহুঁ, মজা মিস্ করতে চাই না আমি।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে ফিরতি পথে ফ্রন্টিয়ারের দিকে চলে গেল ট্রেভিস। বার্ট আর জন এগোল রাস্তা ধরে।

'তোমার কাজকারবার নিয়ে ধাঁধায় পড়ে গেছি, জন,' যেতে যেতে বলল বার্ট। 'কৌতূহল বেড়ে যাচ্ছে। ভাবছি তোমার সঙ্গে লেগে থাকব। বিফের ডেপুটি হলে কীভাবে, বলো তো?'

'এখন পর্যন্ত যা বলেছি, তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকো, বার্ট। তোমাকে যেটুকু বলেছি, অন্যরা তাও জানে না। তথ্যগুলো গোপন রাখতে হবে। ক্লিন-আপ কমিটিকে সাহায্য করতে চাই আমি, কিন্তু ভুল পথে এগোচ্ছে ওরা—বুঝতে পারছে না আগুনের সঙ্গে আগুন নিয়ে লড়তে হয়।

'রেনে টাপারকে একটা কাজ দিতে বলেছিলাম। তো, আমাকে ডেপুটির কাজ দিল সে। সুযোগটা ছাড়তে চাইনি। টাপারের কাছে শুনলাম এ কাজের জন্যে নিজ থেকে আমার কথা বলেছিল বিফ, তারমানে ও আগে থেকে প্ল্যান করেছিল কোন ঝুঁকি না নিয়ে এই উসিলায় আমাকে নিকেশ করতে পারবে। এখন ওদের ভেতরে ঢুকে পড়েছি আমি, এবং এটাই চাইছিলাম।'

'ইচ্ছের বিরুদ্ধে সবকিছু বলার দরকার নেই, জন। শুধু একটা ফেভার চাই, সাহায্য করার সুযোগ দাও আমাদের। সারা জীবনে বিল রিচমন্ডের মত সাচ্চা মানুষ দেখিনি। ওর পরিবার বা ওর স্মৃতির জন্যে কিছু করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করব।'

'সুযোগ পাবে। যা বলব করে যাও, শেষ পর্যন্ত থাকতে পারবে তাহলে। তোমাদের র‍্যাঞ্চ শহর থেকে কত দূরে?'

'ঘোড়া ছুটিয়ে গেলে বড়জোর ঘণ্টা খানেকের পথ।'

'প্রতি রাতে সাপারের পর শহরে আসতে পারবে?'

'পারব...আসব আমি।'

'এবার ডাবল ঈগলে চলে যাও। আগ বাড়িয়ে কথা বলার দরকার নেই, আমিই তোমার সঙ্গে খাতির করে নেব। মনে রেখো, অন্তরঙ্গ হওয়া যাবে না। রেনে টাপারের একটা ছারপোকা আছে ডাবল ঈগলে, সম্ভবত ওভাবেই সব খবর পেয়ে যায় সে। হয়তো এ লোকই রুমাল নেড়ে বিল রিচমন্ডকে গুলি করার সঙ্কেত দিয়েছিল মেরিককে।' মুহূর্ত খানেক ভেবে যোগ করল: 'র‍্যাঞ্চ হাউসের স্টেবলটা কেমন?'

'লগের তৈরি। ছাদের অবস্থা সুবিধের না হলেও দেয়াল বেশ পোক্ত।'

'এক কাজ করো, দরজায় দুটো বার লাগাও যাতে বাইরে থেকে বন্ধ করা যায়। তালার ব্যবস্থা থাকতে হবে।'

'হয়ে যাবে,' সোৎসাহে বলল বার্ট স্টিভেন্স, কৌতূহল হলেও চেপে গেল।

আলাদা হয়ে শহরতলীর দিকে এগোল জন। গসপেল তাঁবুর আলো চোখে পড়ল, মেলোডিয়নের হালকা সুর ভেসে আসছে। সম্ভবত সন্ধের অনুষ্ঠানের জন্যে অনুশীলন করছে কেট রিয়ার্সন। এগোল ও। কেটের সঙ্গে কথা বলতে উপভোগ করে, মেয়েটার সুললিত কণ্ঠ উদ্দীপনা যোগায় ওকে। তাঁবুয় ঢুকে সামনের বেঞ্চে বসে পড়ল জন, নীরবে শুনল। একটু পর, ওকে দেখতে পেয়ে বাজনা থামিয়ে দিল কেট, ওর পাশে এসে বসল।

'বেশ কয়েকদিন তোমাকে দেখিনি,' শান্ত, সুরেলা স্বরে বলল কেট। 'অনেকবারই মনে হয়েছে আসবে তুমি। খুব ব্যস্ত ছিলে?'

'তেমন ব্যস্ততা ছিল না। বলা যায় ঘোরাঘুরি করে কাটিয়েছি। গাল্শের মীটিংয়ে ছিলাম অবশ্য। দারুণ আইডিয়া! মাইনারদের মন জয় করতে পারলে নির্বাচনে বিজয়ের সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। কিন্তু জেসি হলের দিকে তোমাদের আরও মনোযোগ দেওয়া উচিত। ওকে বোঝাতে হবে নির্বাচন পর্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ জায়গায় না যাওয়াই মঙ্গল। টাপার জানে ক্লিন-আপ কমিটির প্রার্থী ও, আজ রাতে ওকে সরিয়ে দেওয়ার আয়োজন করেছিল। আরেকটু হলে সফল হয়েছিল। আজ ব্যর্থ হলেও, হয়তো পরেরবার সফল হবে ওরা।'

অস্ফুট স্বরে আঁতকে উঠল কেট। 'বলছ আরেকটু হলে সফল হয়েছিল ওরা...কী হয়েছিল?'

উত্তর দেওয়ার আগেই পদশব্দ শুনতে পেল জন, তাঁবুয় ঢুকেছে কেউ। দু'জনেই ফিরে তাকাল ওরা। ফটকের কাছাকাছি প্রায় অন্ধকার, তাই গাঢ় একটা অবয়ব ছাড়া কিছু বোঝা গেল না।

'কেট!' ক্যারল ম্যাকফীর কণ্ঠ শুনতে পেল ওরা।

এগিয়ে এল মেয়েটি, আলো স্পর্শ করল ওকে। দু'জনকে পাশাপাশি বসে থাকতে দেখে থমকে দাঁড়াল। 'ওহ্! বোধহয় বিরক্ত করেছি তোমাদের! বিশেষ কোন সাক্ষাৎ?'

'এসো, ক্যারল,' আহ্বান করল কেট। 'শহরের খবর জানাচ্ছিল জন। জেসি নাকি কী ঝামেলায় পড়েছে।'

উত্তেজনা ফুটল ক্যারলের মুখে, দ্রুত শ্বাস ফেলছে যেন ছুটে এসেছে। ওদের পাশে, কিন্তু বেঞ্চের কিনারার দিকে সরে বসল। টানটান, সতর্ক। 'কিছুটা শুনেছি। তবে জনই ভাল বলতে পারবে। জন, শুরু করো। মার্শাল বিফ রোগানকে খুন করলে কীভাবে?'

চোখ বড়বড় হয়ে গেল কেটের। 'খুন! মার্শাল বিফ রোগান? জন খুন করেছে তাকে?'

'হ্যাঁ। খবরটা দিতেই তো এলাম। কীভাবে ঘটল ঘটনাটা, জন?'

'বড়াই করে বলার মত কিছু নয়,' সতর্ক, নিরাবেগ স্বরে বলল জন। 'দুটো সিক্সগান, একটা করে শটগান আর ছুরি ছিল বিফের কাছে। আমি স্রেফ...' ক্যারল অধৈর্য চাহনি ছুঁড়ে দিতে থেমে গেল ও।

'জানি কী বলবে!' অসন্তোষের সঙ্গে বলল ক্যারল। 'গোড়ালি চেপে ধরে মাটি থেকে তুলে নিয়েছ ওকে, মাথার ওপর তুলে কয়েক চক্কর দিয়েছ। কিন্তু ওটা তো ছিল ড্যান মেরিক, বিফ রোগানের ঘটনা জানতে চাইছি আমরা।'

জনের ওপর স্থির হয়ে আছে কেটের হতাশ দৃষ্টি। 'তুমি নিশ্চই সত্যি সত্যি খুন করোনি ওকে?'

এ মেয়েটির সঙ্গে মস্করা করার ইচ্ছে নেই জনের। 'উপায় ছিল না, কেট। বিকেলে আমাকে ডেকে পাঠাল টাপার, বলল আজ রাতে যেন বিফের অধীনে কাজ করি। তো, এভাবেই ক্যান্ডারের ডেপুটি হয়ে গেলাম। সন্ধের পর ফ্রন্টিয়ারে গেল জেসি হল—মাইনারদের জন্যে ফ্রী ড্রিঙ্ক অফার করেছিল ওরা—তো, বেহেড মাতাল হয়ে গেল ও। ভাবলাম গ্রেফতার করলে ওখান থেকে বের করে আনতে পারব ওকে। কিন্তু শুনেই মাথা খারাপ হয়ে গেল ওর, পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল। বিফ ছিল ওর পেছনে, পিস্তল বের করে গুলি করল। জেসিকে নয়, আমাকে গুলি করেছে। আত্মরক্ষার জন্যে পাল্টা গুলি করেছি আমি।'

'জন, তুমি সত্যিই অদ্ভুত মানুষ!' চেঁচাল ক্যারল। 'সবকিছু বুঝলাম না! তোমাকে ডেপুটি হিসেবে নিয়োগ দিল বিফ, অথচ জেসি হলকে গ্রেফতার করার সময় তোমাকেই গুলি করেছে! এর কোন মানে

হয়?'

'হয়তো জেসির উদ্দেশে গুলি ছুঁড়েছিল সে, কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে আমার দিকে চলে এসেছে গুলিটা।'

'উঁহুঁ, ভাঁওতা দিচ্ছ তুমি, জন!'

'হয়তো আমার চুলের রঙ পছন্দ হয়নি ওর।'

হতাশা বোধ করছে কেট, অধৈর্য ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। 'ভুল! বর্বরোচিত কাজ! পরিস্থিতি যাই হোক, একজন মানুষ খুন হওয়া পাশবিক ব্যাপার ছাড়া আর কী! ওহ্, পুরুষরা কেন যে ঝগড়া মেটানোর জন্যে পিস্তল তুলে নেয়! কেন সামনাসামনি বসে আলোচনার মাধ্যমে বা কোর্টে গিয়ে সমস্যা মিটিয়ে ফেলো না তোমরা?'

'মোক্ষম একটা সুযোগ পেয়েছিল জন,' তিক্ত স্বরে বান্ধবীর দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করল ক্যারল ম্যাকফী। 'বেঞ্চে বসে আলোচনার জন্যে অপেক্ষায় থাকতে পারত, এদিকে ওর উদ্দেশে একের পর এক সীসা ছুঁড়ে দিত বিফ রোগান!'

'কিন্তু তারপরও মানতে পারছি না আমি!'

'হ্যাঁ, ভুল পথ ওটা,' একমত হলো জন। 'কিন্তু সঠিক কাজটা করতে গিয়ে মরার চেয়ে ভুল করে বেঁচে থাকাই ঢের ভাল। বিফকে খুন করে আনন্দ পাইনি আমি, তবে তোমাদের হয়তো ভাল লাগতে পারে এটা জেনে যে ওর আসল নাম ক্লীভ রেনিসন, অস্ত্র লুট আর খুনের দায়ে ওয়ান্টেড পোস্টার আছে ওর নামে।'

'এবার বুঝেছি!' সবিস্ময়ে চেঁচাল ক্যারল। 'ক্লীভ রেনিসন হিসেবে ওকে চিহ্নিত করেছ তুমি এবং সেটা ধরতে পেরেছিল বিফ, সেজন্যেই তোমাকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল। ওহ্, খোদা! বাবাকে সবকিছু বললে...'

'জিভ সামলে রাখো, লেডি,' আপসহীন কণ্ঠে বলল জন। 'প্রকাশ করা যাবে না এসব। অন্য তথ্যের মত এটাও তোমার বুকের গভীরে জমা করে রাখো।'

'কিন্তু, জন, চিন্তা করে দেখো তথ্যটার প্রভাব কেমন হবে! মেয়র রেনে টাপারের মার্শাল একজন খুনী! ভাবো একবার, ক্লিন-আপ কমিটি কীরকম বাড়তি একটা সুবিধে পাবে!'

'হ্যাঁ, সঙ্গে আমার কথাও ভাবো একটু। আরও বুলেট ধেয়ে আসবে আমার দিকে। সবগুলোকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব হবে না। যদি এসব ছাপাও তাহলে তোমাদের সাধের ওয়াশিংটন মেশিন ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো করে এখান থেকে অ্যাবিলিন পর্যন্ত ট্রেইলের সর্বত্র ছড়িয়ে দেব।'

'বেশ! কিন্তু জেসি হলের ঘটনা ছাপতে তো দোষ নেই। বলো তো, ঠিক কী ঘটেছিল।'

একই ঘটনা ক্যারলকে বলা আর কেটকে বলার মধ্যে বিরাট ফারাক লক্ষ্য করল জন। অতি উৎসাহের কারণে ক্যারল হয়তো এমন তথ্য ছাপিয়ে ফেলবে যাতে রেনে টাপারের ধারণা হবে সদ্য নিযুক্ত ডেপুটির মুখ একটু পাতলা। তাতে টাপারের দলে ভিড়ে যাওয়ার সুযোগ অঙ্কুরে বিনষ্ট হবে, অথচ সম্পর্কটা টিকিয়ে রাখার ওপর ওর নিকট ভবিষ্যতের সমস্ত পরিকল্পনা নির্ভর করছে। প্রয়োজনীয় কিছু তথ্যও দরকার ওর, টাপারের দলে না ঢুকলে পাওয়া যাবে না ওসব।

'জেসি হলের ব্যাপারে মজাদার কোন গল্প নেই,' শেষে বলল ও। 'বলেছি তো, মাতাল ছিল সে, ভুলেও ভাবেনি ফ্রন্টিয়ারে ঢুকে বিপদে পড়বে। এক পর্যায়ে আমার আর বিফের মাঝখানে এসে দাঁড়ায় ও, তখনই গুলি করল বিফ। আমাকে ছোঁড়া একটা বুলেট লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ওর গায়েও লাগতে পারত, তাহলে আর ক্যান্ডারের মেয়র হতে হত না ওকে।'

'ব্যাপারটা একটু অস্বাভাবিক নয়? মাইনারদের জন্যে ফ্রী ড্রিঙ্ক ঘোষণা করেছিল ফ্রন্টিয়ার। জেসি তো মাইনার। এত লোকজনের মধ্যে বা অন্য মাইনারদের চেয়ে বিপদের সম্ভাবনা মোটেই বেশি ছিল না ওর।'

'বিপদেই ছিল,' মৃদু স্বরে বলল কেট। 'কারণ টাপার জেনে গেছে ক্লিন-আপ কমিটির প্রার্থী ও।'

'অসম্ভব! মাত্র সাতজন...'

'ঠিক,' গম্ভীর সুরে বলল জন। 'সাতজন জানত। তুমি যেমন আমাকে বলেছ, তেমনি অন্য কেউও তার বন্ধুকে বলে থাকতে পারে। হয়তো জেসি নিজেই মুখ খুলেছে। যেভাবে হোক, খবরটা চলে গেছে টাপারের কানে। তারমানে তোমার সঙ্গে বাজির একটা শর্ত জিতেছি আমি, ক্যারল। এখন যা করা উচিত তোমাদের, যেভাবে হোক জেসি হলকে বোঝাতে হবে প্রতিটি মুহূর্তে বিপদে পড়ার সম্ভাবনা আছে ওর। আমি ওকে সতর্ক করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু পাত্তা পাইনি। বলল ও নাকি বিপদ সামলাতে জানে।' উঠে দাঁড়াল ও। 'এবার যেতে হয়। যদ্দূর জানি, বিফের একমাত্র ডেপুটি হিসেবে ক্যান্ডারে আমিই আইনের লোক। সুতরাং সমীহের সঙ্গে কথা বোলো আমার সঙ্গে, মিস্ রিপোর্টার!'

'বুঝতে পারছি না তোমার সঙ্গে কী ধরনের আচরণ করা উচিত,'

বিভ্রান্ত এবং চিন্তিত দেখাচ্ছে ক্যারলকে, জনের তামাশা গ্রাহ্য করল না। উঠে দাঁড়িয়েছে। 'এক মুহূর্তে মনে হয় আমাদের সঙ্গে আছ, শতভাগ, কিন্তু পরমুহূর্তে ঠিক উল্টোটা মনে হয়। আমাদের মহামান্য মার্শাল কি দয়া করে নগণ্য এ রিপোর্টারকে পত্রিকা অফিস পর্যন্ত পৌঁছে দেবেন?'

কেটকে বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে এল ওরা। কিছুক্ষণ নীরবে এগিয়ে চলল, হঠাৎ মুখ খুলল ক্যারল: 'জেসিকে সরিয়ে দেওয়ার আয়োজন করেছিল ওরা, আর তুমিও এর অংশ ছিলে।'

'ওহ্, খোদা! রিপোর্টারের কল্পনাশক্তি দেখে সত্যিই বিস্মিত হচ্ছি!'

'হেসে উড়িয়ে দিয়ো না! উঁহুঁ, সাজানো নাটক ছিল এটা, গল্পটা শুনে অন্তত তাই মনে হচ্ছে আমার। নিশ্চই তোমার ওপর নির্দেশ ছিল যাতে গ্রেফতার করো জেসিকে, ওকে উস্কে দিয়ে ড্র করতে বাধ্য করো; তাহলে নিশ্চিন্তে গুলি করতে পারত রোগান। গ্রেফতারে বাধা দেওয়ার অভিযোগ আনা যেত জেসির বিরুদ্ধে, সেক্ষেত্রে কারও কিছু বলার থাকত না।'

দারুণ চালাক মেয়ে, ভাবল জন। 'বলেছি তো আমার উদ্দেশে গুলি করেছে বিফ।'

'শুনেছি। প্রায় বিশ্বাসও করেছি কথাটা, যেহেতু তুমি বিফের আসল পরিচয় জানতে পেরেছিলে। কিন্তু ধরো, সত্যিই যদি জেসিকে গুলি করে থাকে সে?'

'জেসিকে গুলি করতে দেওয়ার কোন ইচ্ছে ছিল না আমার। ভাল করে জানতাম বিফ আসলে ঠাণ্ডা মাথার খুনী, জেসিকে গুলি করতে দেখলেও ওকে উড়িয়ে নিয়ে সরিয়ে দিতাম নিরাপদ জায়গায়!'

'তারপর কীভাবে টাপারকে বিশ্বাস করাতে?' এবারও হেঁয়ালি এড়িয়ে গেল ক্যারল।

'বলতাম আমাকেই গুলি করেছে বিফ।'

'সত্য এড়িয়ে যাচ্ছ তুমি, জন! এমনকী আমাকেও বিশ্বাস করছ না! ধরতে পারছি না কখন সত্যি, কখন মিথ্যে বলছ। ঠিক এ মুহূর্তে তোমার অবস্থানও বুঝতে পারছি না! যদি জেসি হলকে খুন করার ওই আয়োজনে চোখ-কান খোলা রেখে গিয়ে থাকো, তাহলে নির্দ্বিধায় বলতে হবে আমাদের পক্ষে নেই তুমি।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল জন। 'সিস্টার, সবকিছু চোখ-কান খোলা রেখে করি আমি। বরং তোমার চোখই অন্ধ। তাড়াহুড়ো করে উপসংহারে পৌঁছে যাচ্ছ। গসপেল তাঁবুর ঘটনা মনে আছে?'

ক্ল্যারিয়ন অফিসের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ওরা। একটা হাত তুলে ওর বাহুতে রাখল ক্যারল, অনুতাপ ঝরে পড়ল কণ্ঠে: 'হ্যাঁ, জন, মনে পড়ছে। ক্ষমা করে দাও। আমাদের ভেতরকার খবর যেভাবে বেরিয়ে যাচ্ছে, দেখে মনটা একেবারে দমে গেছে।'

'তোমরা যথেষ্ট সচেতন বা সতর্ক নও। আবেগ নিয়ে কথা বলছ, আর কেউ একজন সব কথা লাগিয়ে দিচ্ছে টাপারের কানে।'

'বোধহয় ঠিকই বলেছ। আরও সতর্ক থাকতে হবে আমাদের।' মুহূর্ত খানেক কী যেন ভাবল মেয়েটা, তারপর বলল: 'সম্পাদকীয় সম্পর্কে তোমার মতামত বাবাকে জানিয়েছি। পরের সংখ্যা থেকে লেখার ধরন বদলে ফেলব আমরা। এখন থেকে সরাসরি অভিযোগ করব, মাসোহারার বিনিময়ে অপরাধীদের মদদ দেওয়ার অভিযোগ আনব টাপারের বিরুদ্ধে।'

'আরও একটা কাজ করা যায়···অনুরোধটা ফিরিয়ে নিচ্ছি, জেসি হলের ঘটনা ছাপতে পারো। সরাসরি অভিযোগ করবে টাপারের বিরুদ্ধে যে হলকে খুন করার চেষ্টা চালানো হয়েছিল, মার্শাল আর তার ডেপুটি মেয়রের ইশারায় ঠিক ওরকম প্ল্যানই করেছিল। বিফের খুনের কারণ হিসেবে লিখবে: সম্ভবত ব্যক্তিগত কোন কারণে ডেপুটিকে গুলি করেছিল সে, কিন্তু উল্টো নিজেই খুন হয়েছে।'

'একটু বেশি হয়ে যায় না?'

'না। ফ্রন্টিয়ারের লোকজন এরকম কিছুই আঁচ করেছে। সম্পাদকীয়র কপি ডাকযোগে গভর্নর, কাউন্টি অ্যাটর্নি আর শেরিফের কাছে পাঠিয়ে দিয়ো। টাপার যদি মানহানির অভিযোগ আনে, তাহলে ওর হাঁড়ির খবর টেনে বের করে আনা যাবে। কিন্তু এমন কিছু করবে না টাপার, এ নিয়ে আরেকটা বাজি ধরতে পারো আমার সঙ্গে।'

'উঁহুঁ, দরকার নেই!' আঁতকে উঠল ক্যারল। 'এ পর্যন্ত তুমি যা আন্দাজ করেছ, প্রায় সবই ঘটে যাচ্ছে। তবে নির্বাচনের ব্যাপারে হারবে তুমি, জন, *ক্ল্যারিয়ন*কে বাজি রাখছি।'

'বিপদে ফেললে, অত টাকা তো নেই আমার! যাকগে, অন্য ভাবে পুষিয়ে দিতে পারব। না-হয় আজীবন *ক্ল্যারিয়ন*কে সেবা দেব। নির্বাচনে যদি ক্লিন-আপ কমিটি জেতে, বাকি জীবন আমাকে নির্দেশ দিয়ে যেতে পারবে। কি, চলবে?'

'খুব চলবে! একজন বাটলার রাখার খুব ইচ্ছে আমার, মনে হচ্ছে শিগ্‌গিরই পেয়ে যাব!'

হ্যান্ডশেক করল ওরা।

সাত

রাস্তা ধরে এগোল জন, পথচারী বা বোর্ডওঅকে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজন কৌতূহলী দৃষ্টিতে দেখছে ওকে। ওর অবস্থান ঠিক কোথায় বুঝতে পারছে না কেউ, বিপদের সম্ভাবনা তাই রয়ে গেছে। বেড়া ডিঙানো সবসময়ই ঝুঁকিপূর্ণ, দুই নৌকায় পা রাখার মত দুর্ভোগপূর্ণও বটে। অথচ ক্লিন-আপ কমিটিকে সাধ্যমত সাহায্য করতে হবে, এবং ক্যারল, কেট বা ওদের শুভাকাঙ্ক্ষীদের রক্ষা করার দায়িত্বও পড়েছে ওর কাঁধে, একইসঙ্গে রেনে টাপারকে যথাসম্ভব না চটিয়ে তাল মিলিয়ে যেতে হবে।

ফ্রন্টিয়ারে ঢুকে দরজার একপাশে সরে দাঁড়াল ও, সারা সেলুনে সতর্ক দৃষ্টি চালাল। ভিড় বাড়ছে আবারও, ফ্রী ড্রিঙ্কের সুযোগে চুটিয়ে পান করছে মাইনাররা। দুটো অর্কেস্ট্রার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ফিডল বাজছে, মাইনাররা মাতিয়ে তুলেছে ড্যান্স ফ্লোর। একেকজনকে দেখে মনে হচ্ছে ভদ্র পোশাক পরা গ্রিজলি। বাতাস ভারী হয়ে গেছে ধোঁয়া আর ধুলোর অস্তিত্বে। বিফ রোগানের লাশ সরিয়ে ফেলা হয়েছে। যেখানে পড়ে ছিল সে, সেখানে করাতের গুঁড়ো পড়ে আছে।

বারের কাছে এসে একটা ড্রিঙ্কের ফরমাশ দিল জন। বোতল থেকে ড্রিঙ্ক ঢালছে, এসময় রেনে টাপারের অফিস থেকে চার্লি কীনকে বেরিয়ে আসতে দেখতে পেল। চারপাশে নির্বিকার দৃষ্টি চালাল বন্দুকবাজ, জনকে দেখে আঙুল তুলে অফিসের দিকে ইশারা করল। ড্রিঙ্ক শেষ করে কীনকে অনুসরণ করে ভেতরে ঢুকল জন। রেনে টাপার ছাড়াও আরও তিনজন লোক রয়েছে।

'হাউডি, জন,' বলল মেয়র। 'এদের সঙ্গে পরিচিত হও। মার্ভ ডিলন, ফ্রাংক কেলসি এবং পিট ডুরান। সবাই কাউন্সিলম্যান। মার্ভ লাকি টাইগারের মালিক, ফ্রাংক ডাবল ঈগলে ফারো টেবিল চালায়, আর পিট ডুরান লিভারি স্টেবলের মালিক। বিফ না থাকায় ওদের ডেকেছি পরামর্শ করার জন্যে।'

নড করল জন, উত্তরে মৃদু মাথা ঝাঁকাল তিন কাউন্সিলম্যান। মার্ভ

ডিলন বিশালদেহী, কর্কশ চেহারার মানুষ; বিশাল গোঁফ ঝুলছে নাকের নীচে, খুলির সঙ্গে লেপ্টে থাকা তৈলাক্ত চুল মাথায়, সারাক্ষণ ভুরু জোড়া কুঁচকে থাকে। ফ্রাংক কেলসি পুরোদস্তুর জুয়াড়ী-চেহারা, আচরণ বা পরিচ্ছদে। আর পিট ডুরান জীবনে ঘোড়ার সঙ্গে এতটা সময় কাটিয়েছে যে চেহারায় তার ছাপ পড়ে গেছে-কপালের ওপর থেকে এক গোছা চুল ঝুলে পড়েছে নাকের গোড়ার ওপর, গায়েও ঘোড়ার মত গন্ধ। লম্বাটে বিষণ্ণ মুখ তার, দুই চোখে নিরানন্দ চাহনি।

'সবার মতামত পেয়ে গেছি,' বলে গেল টাপার। 'তিনজনই তোমার পক্ষে ভোট দিয়েছে। টাউন মার্শাল হিসেবে নিয়োগ পাচ্ছ তুমি। মাইনে মাসে একশো ডলার। চলবে?'

'চলবে। একা কাজ করব আমি?'

'বেশিরভাগ সময়। সাহায্য দরকার হলে আমার কাছে এসো। ডেপুটি ঠিক করে দেব তোমাকে।' ডেস্কে রাখা একটা ব্যাজ আর চাবির ছড়ার দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'এ মুহূর্তে সেলে নেই কেউ। রাস্তার উল্টোদিকে জজ হিনম্যানের অফিস। কাউকে গ্রেফতার করলে সরাসরি ওর কাছে চলে যাবে, ট্রায়ালের ব্যবস্থা সে-ই করবে।'

ডেস্কে রাখা হুইস্কির বোতল থেকে বড়সড় একটা পাত্রে পানীয় ঢালল রেনে টাপার, অর্ধেক পূর্ণ করে গলায় ঢেলে দিল-দীর্ঘ চুমুকে শেষ করে ফেলল। তারপর গ্লাস আর বোতল ঠেলে দিল মার্ভ ডিলনের দিকে। 'নতুন মার্শালের সৌজন্যে খানিকটা চেখে দেখো, বয়েজ।'

পালাক্রমে পান করল ওরা। জন সরাসরি বোতল থেকে পান করল। গ্লাসে জীবাণু আছে কিনা জানা নেই, তবে হুইস্কির বিশুদ্ধতা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে ওর। একমাত্র ফ্রাংক কেলসিই পানীয়ের প্রতি আগ্রহ দেখাল না।

'আলোচনা আপাতত শেষ,' রেনে টাপার ঘোষণা করতে উঠে দাঁড়াল তিন কাউন্সিলম্যান। জনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বেরিয়ে গেল তারা, মেয়রের ইঙ্গিত পেয়ে চার্লি কীনও বেরিয়ে গেল তাদের সঙ্গে।

'বসো, জন। কথা আছে তোমার সঙ্গে, ব্যবসার ব্যাপারে আগে-ভাগে আলাপ করে নেওয়াই ভাল।'

পা ছড়িয়ে একটা চেয়ারে বসল ও।

'ক্যান্ডারে এসেছ নিরাপত্তার জন্যে, এবং ঠিক জায়গায় এসেছ তুমি,' বলে গেল টাপার। 'এখানে তোমাকে বিরক্ত করবে না কেউ। স্বভাবতই, নিরাপত্তার জন্যে কিছু খরচা হবে। মাইনের অর্ধেক আমার

কাছে দেবে তুমি–প্রতি মাসে।'

'কার নির্দেশ এটা?'

'আমার। তোমার মত লোকের পঞ্চাশ ডলারে দিব্যি চলে যাওয়ার কথা। তাছাড়া, বাড়তি রোজগারের সুযোগও আছে। কাউকে গ্রেফতার করলে, জরিমানার পঁচিশ শতাংশ পাবে তুমি। প্রচুর টাকা, তাই না?'

'বাকিটা কে পাচ্ছে?'

'জজ পঁচিশ শতাংশ এবং সংগঠন পাচ্ছে অর্ধেক।'

'শহরের জন্যে কিছুই তো বাকি থাকে না।'

'শহরের টাকা দরকার হবে কেন? ব্যবসায়ীদের চাঁদায় তোমার-আমার বেতন দেওয়া হয়। এখানে এমন কোন উন্নয়ন কাজও হচ্ছে না। ফুটপাত বা সাইডওঅক সবই তৈরি হয়ে গেছে।'

'টাকা দিয়ে কী করবে সংগঠন?' উত্তর আন্দাজ করতে পারছে জন, কিন্তু সরাসরি টাপারের মুখ থেকে শোনার ইচ্ছে।

'কখনও যদি কাউন্টি শেরিফের পাসি ক্যান্ডারে এসে পৌঁছে, জবাবটা তখন জেনে যাবে। ওদের ঠেকাতে হবে তো, নাকি? আইনকে দূরে রাখতে প্রায়ই গানহ্যান্ড ভাড়া করার দরকার হয়, ওই টাকা দিয়ে লোকবল যোগাড় করি আমরা।'

'বুঝেছি। আপত্তি নেই আমার।' উঠে দাঁড়িয়ে মার্শালের ব্যাজ তুলে নিয়ে কোটে গাঁথল জন, আগেরটা ফিরিয়ে দিল টাপারকে। চাবির গোছা তুলে পকেটে ঢোকাল।

'শুনলাম ক্লিন-আপ কমিটির অনেকের সঙ্গে বেশ খাতির তোমার। ব্যাপারটা মন্দ নয়, হয়তো গুরুত্বপূর্ণ অনেক তথ্য জানতে পারবে ওদের কাছ থেকে। মার্শাল হিসেবে ওদের সঙ্গে যতটা সম্ভব সদ্ভাব রাখাই মঙ্গল। এতে বোঝা যাবে শহরের স্বার্থে স্থানীয় রাজনীতির সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।' সবক'টা দাঁত বের করে হাসল সে, চোখ টিপল অর্থপূর্ণ ভঙ্গিতে।

'এমন কোন খাতির নয়, কয়েকবার কথা হয়েছে, এই যা।'

'তাই? আমি তো আরও বেশি কিছু শুনেছি। যাকগে, ওটা তোমার ব্যাপার। ওরা যেন কোন তথ্য না পায়, তাহলেই সন্তুষ্ট আমি। চালাকি করে পার পাবে না, ঠিকই সব খবর চলে আসে আমার কাছে। তেমন হলে সত্যিই কপালে খারাবি আছে তোমার। রিয়ার্সন মেয়েটা দারুণ খাসা, তাই না? কিন্তু মনে-প্রাণে ধার্মিক এবং রক্ষণশীল! কী জানো, ওদের মত বক ধার্মিক সুপুরুষ দেখলে ধর্মকর্ম দিব্যি ভুলে যায়।'

টাপারের পুরু ঠোঁটে একটা ঘুসি বসিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে জনের, তবে নেহাত বোকামি হবে ভেবে নিজেকে সামলে নিল।

'ক্যারল ম্যাকফীও দারুণ মেয়ে, তাই না?' বলে চলেছে টাপার। 'ফর্সা না হলে কী হবে, রিয়ার্সন মেয়েটার চেয়ে কোন অংশে কম সুন্দরী নয়। কিন্তু নেইল ট্রেভিস ওকে করালে ঢুকিয়ে ফেলেছে, কিছুদিনের মধ্যে বোধহয় ব্র্যান্ডও করে ফেলবে। দারুণ লোক, তাই না? যদিও বিপক্ষের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে সে। কারণটা জানো? স্রেফ ক্যারল ম্যাকফীকে জয় করার জন্যে। মোটেই দোষ দেওয়া যায় না ওকে। দারুণ শিকার!'

মৃদু নড করে বেরিয়ে এল জন। রেনে টাপারের মুখ থেকে শুনেছে নির্দিষ্ট মাসোহারার বিনিময়ে নিরাপত্তা পায় অপরাধীরা, কিন্তু তথ্যটা কোর্টে টিকবে না। প্রমাণ দরকার। বারের প্রান্তে চার্লি কীনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেয়ে সেদিকে এগোল ও, গানম্যানের পাশে এসে দাঁড়াল।

পাশ ফিরে ওর কোটে সাঁটা ব্যাজটা দেখল কীন। 'গর্ব হচ্ছে নিজেকে নিয়ে, তাই না?'

'ব্যাজ মানেই যন্ত্রণা।'

'একশো ডলার বিস্তর টাকা!'

'অর্ধেক বাদ।'

'অর্ধেকের বিনিময়ে নিরাপত্তা পাচ্ছ। নিশ্চয়তা। কিন্তু শুনে রাখো, দোস্ত, শুধু বাইরের লোকজনের কাছ থেকে নিরাপত্তা পাবে। ক্যান্ডারে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে তোমাকে, সুতরাং দেখে-শুনে পা ফেলো। কারও পা মাড়িয়ো না। বিফের অনেক বন্ধু-বান্ধব আছে, আমি তাদের একজন।'

'অতি শোকে অসতর্ক হয়ো না, চার্লি।'

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ওকে দেখছে কীন, ভেতরে ভেতরে উসখুস করছে। এ মুহূর্তে সুবিধাজনক অবস্থানে আছে জন–কীনের ডান দিকে, ড্র করতে হলে গানম্যানকে পিছিয়ে যেতে হবে এক-দুই পা।

কীনের পেছন দিক দিয়ে দরজার দিকে এগোল ও। জানে পিঠে গুলি করবে না চার্লি কীন, কারণ গানম্যান হিসেবে নিজের সুনাম আর খ্যাতি নিয়ে অহংকার আছে লোকটার, অন্যায় বা নীচ সুযোগ নেবে না সে।

ব্যস্ত রাস্তায় বেরিয়ে এল ও, ভিড় এড়িয়ে এগোল *ক্যারিয়ন* অফিসের দিকে। লণ্ঠনের আলোয় কাজ করছে ক্যারল ম্যাকফী।

দরজার পাল্লা ঠেলে উঁকি দিল জন। 'একটা খবর দিতে এলাম,' হালকা চালে বলল ও। 'পদোন্নতি হয়েছে আমার। মাসে একশো ডলার বেতন এবং বুট হিলে শোয়ার নিশ্চয়তা।' কোটের ভেতরের দিকে সাঁটা নতুন ব্যাজটা দেখাল। 'দারুণ, তাই না?'

রিপোর্টারের প্রতিক্রিয়া দেখে পেটে লাথি খাওয়ার অনুভূতি হলো ওর। ঝট করে উঠে দাঁড়াল মেয়েটি, দ্রুত পায়ে চলে এল দরজার কাছে; চোখে নিদারুণ বিস্ময়। ব্যাজে লেখা **মার্শাল** শব্দটা দেখে ভুরু কোঁচকাল। 'পরিষ্কার হয়ে গেল ব্যাপারটা,' বিষণ্ন সুরে বলল ক্যারল। 'ওদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছ তুমি, তাই না?'

'কাউন্সিলরদের ভোটে নির্বাচিত হয়েছি আমি। নিজের সৎ সাহস প্রমাণ করেছে মি. টাপার। সে জানে তোমাদের সঙ্গে খাতির আছে আমার, অথচ তারপরও আমাকে মার্শাল হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। এতে কী প্রমাণ হয়? তারমানে ক্যান্ডারের স্বার্থে রাজনীতি করে না সে।'

পরস্পরের সঙ্গে চেপে বসল মেয়েটির ঠোঁট জোড়া, চোখে আগুন। 'যথেষ্ট! আর শোনার ইচ্ছে নেই আমার! রেনে টাপার সৎ সাহস দেখিয়েছে! এরচেয়ে জঘন্য কথা হতে পারে? জন, ব্যাজটা কীভাবে পেয়েছ তুমি?'

'বলেছি তো। কাউন্সিল মীটিং ডেকেছিল টাপার। সবার ভোটে মার্শাল নিযুক্ত হয়েছি আমি। তবে ব্যাজ আছে বলে বাড়তি সুবিধা পাব না, কারও কারও ধারণা বিফের চাকুরি নিয়ে ভুল করেছি, ওর বন্ধুরা নাকি আরও খেপে যাবে। সেক্ষেত্রে, অন্যদের পাশাপাশি নিজের নিরাপত্তার জন্যেও খাটতে হবে আমাকে। এতিমখানার ঘটনাটা তো জানোই তুমি। শুভরাত্রি!'

দরজা বন্ধ করে দ্রুত পায়ে সাইডওঅক ধরে সরে গেল জন। পেছনে, দরজার ওপাশে বেকুবের মত দাঁড়িয়ে থাকল ক্যারল ম্যাকফী-বিহ্বল; চরম বিস্ময় বোধ করছে। না দেখলেও অবস্থাটা অনুমান করতে পারছে জন, সেটা ভেবে স্মিত হাসল। উপভোগ্য এবং লোভনীয় ব্যাপার-ক্যারলের সঙ্গে খুনসুটি করার আনন্দই আলাদা; মেয়েটির গভীর আয়ত চোখে রাগ দেখতে, কিংবা ক্যারলকে তীক্ষ্ণ স্বরে তর্ক বা অভিযোগ করতে দেখতেও ভাল লাগে ওর। ওকে যদি চকমকি পাথর বলা হয়, তাহলে ক্যারল নিঃসন্দেহে ইস্পাত; এবং দু'জন কাছাকাছি হলে যা হওয়ার কথা-আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছিটকে পড়ে চতুর্দিকে।

আধ-ব্লক দূরে থাকতে গসপেল তাঁবুর শোরগোল শুনতে পেল ও। তাঁবুর প্রবেশপথের ঠিক বাইরে কেরোসিনের মশাল জ্বলছে, ধারে-কাছে কয়েকজন লোকের জটলা। ভিড়ের মাঝখানে চেঁচাচ্ছে এক লোক: 'জলদি! জলদি! টেবিলে টাকা রেখে শামুকের খোলের নীচে মটরদানাটা বের করুন! সঠিক খোল দেখাতে পারলে দ্বিগুণ টাকা পাবেন। খুব সহজ-সহজ! মনোযোগ রাখুন, ভদ্র মহোদয়গণ, দেখুন আপনার দক্ষতা কেমন!'

দ্রুত পা চালাল জন। একটু এগোতে দেখতে পেল এক জুয়াড়ী খেলা নিয়ে বসে গেছে। দর্শকদের প্রত্যেকে টাপারের লোক। উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার: পিটার রিয়ার্সনের কাজে ব্যাঘাত ঘটানো। এরকম হৈচৈ-এর মধ্যে প্রার্থনার কাজ চলবে না।

রেভারেন্ডও ততক্ষণে চলে এসেছে। লোকটার কাঁধে একটা হাত রেখে বলল কী যেন।

ঘুরে দাঁড়াল জুয়াড়ী। গাট্টাগোট্টা লোক, মুখ লাল। ঝলমলে পোশাক পরনে, মাথায় একটা বীভার হ্যাট। 'গুড ইভনিং, পার্সন,' লোকটাকে বলতে শুনতে পেল জন। 'খেলতে চাইলে টেবিলের সামনে চলে যাও। এক দানেই টাকা দ্বিগুণ হয়ে যাবে তোমার।'

'বন্ধু, এ কাজটা করা উচিত হচ্ছে না তোমার,' গম্ভীর, শান্ত স্বরে বলল রেভারেন্ড। 'ঈশ্বরের কাজে বাধা সৃষ্টি করছ তুমি। দয়া করে অন্য কোথাও চলে যাও।'

'মাথা খারাপ! অন্তত তোমার কথায় কোথাও যাচ্ছি না। এটা স্বাধীন দেশ, পার্সন, যেখানে খুশি যেতে পারে যে-কেউ। এরা শহরের লোক। সুতরাং তোমার মত ওদের ওপর সমান অধিকার আছে আমার।' ঘুরে দাঁড়িয়ে আবারও হাতের কাজ দেখাতে শুরু করল সে।

দেহের পাশে মুঠি হয়ে গেল রেভারেন্ডের হাত, জ্বলে উঠল চোখ দুটো। নিজেকে দ্রুত সামলে নিল যাজক, আবারও শান্ত কণ্ঠে অনুরোধ করল জুয়াড়ীকে। 'বন্ধু, এটা বন্ধ করা উচিত। এখনই। এটা ঈশ্বরের বাড়ি। এখানকার পবিত্র পরিবেশ নষ্ট করা উচিত হচ্ছে না।'

টাপারের ছয় ক্রুর মধ্যে এগিয়ে গেল একজন, লোকটা বিশালদেহী। গানবেল্টে চলে গেছে হাত। 'পার্সন, অযথা ঝামেলা করছ কেন? চাইলে খেলতে পারো, নইলে মানে মানে কেটে পড়ো। তোমার ইচ্ছে না থাকলে কী হবে, আমাদের আছে। এক ডলার বাজি ধরছি আমি, মটরদানাটা খুঁজে বের করতে পারলেই দুই ডলার পেয়ে যাব!'

রূপোর ডলার টেবিলে ছুঁড়ে ফেলল বিশালদেহী। সঙ্গে সঙ্গে নিজের দুই ডলার পাশে রাখল ডিলার, টেবিলে একটা মটরদানা রেখে শামুকের খোল দিয়ে ঢেকে ফেলল। তারপর তিন খোল দ্রুত নাড়াচাড়া করল, স্থান বদল করল। কয়েক সেকেন্ড পর দু'হাত তুলল। 'এবার আপনার পছন্দমত খোল তুলে নিন, স্যার। যদি সঠিক খোল অর্থাৎ মটরদানাটা তুলতে পারেন, সব টাকা আপনার হয়ে যাবে!'

একটা খোল তুলল লোকটা। শূন্য। ভেতরে মটরদানা নেই। তিন ডলার পকেটে ভরল ডিলার, বলল: 'হাত চোখের চেয়ে দ্রুত চলে। আবার চেষ্টা করুন, বন্ধু। একবার ধরে ফেলতে পারলে ব্যাপারটা কিন্তু খুবই সহজ।'

আড়ষ্ট শরীরে দাঁড়িয়ে আছে রেভারেন্ড রিয়ার্সন, ঝুলে পড়েছে চওড়া কাঁধ। শক্তিশালী মানুষ সে, ইচ্ছে করলে পিটিয়ে জুয়াড়ীর দফারফা করে দিতে পারে, কিন্তু যাজক বলেই কোনরকম সংঘর্ষ তাকে মানায় না।

এগোল জন।

বাপের কয়েক হাত পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে কেট। রিয়ার্সনকে দেখছে ও, দু'চোখে বেদনা আর সহানুভূতি। ঘাড় ফিরিয়ে জনকে দেখতে পেয়ে উজ্জ্বল হয়ে গেল সুন্দর মুখ। দ্রুত পায়ে এগিয়ে এল।

'জন, তুমি কি কিছু করতে পারো না? ইচ্ছে করেই এখানে পাঠানো হয়েছে ওদের। আমাদের সার্ভিসে ব্যাঘাত ঘটানোর জন্যে।'

স্মিত হেসে জুয়াড়ীর দিকে এগোল জন। কাঁধে ওর হাত পড়তে থেমে গেল লোকটা, ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল। ব্যাজটা তাকে দেখাল জন। স্থির দৃষ্টিতে ব্যাজের দিকে তাকিয়ে থাকল ডিলার।

'শামুকের খোলের খেলা?' নিস্পৃহ স্বরে বলল ও। 'ছয় ডলারখেকো জোঁক এসেছে টাকা কামাতে!'

'কাকে জোঁক বলছ?' খেঁকিয়ে উঠল বিশালদেহী।

'তোমাকে, হর্ন। তোমার জানা উচিত হাজার বছর চেষ্টা করলেও সঠিক খোলটা বের করতে পারবে না, যদি না এই টিনহর্ন সাহায্য করে তোমাকে। তেলেসমাতিটা যদি এখনও বুঝে না থাকো, তাহলে দেখাচ্ছি কেন পারবে না।'

ডিলারকে ঠেলে একপাশে সরিয়ে দিল ও, টেবিলের কাছে চলে এল। ওকে থামানোর জন্যে হাত বাড়াল লোকটা, কিন্তু ঘুরে দাঁড়িয়ে শীতল দৃষ্টিতে তাকে বিদ্ধ করল জন। 'চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকো, টিনহর্ন, নইলে কান দুটো ছিঁড়ে মাথার পেছনে লাগিয়ে দেব!' লোকটা হাল

ছেড়ে দিতে বাকি দুই খোল উল্টে দিল ও। এগুলোর নীচেও মটরদানাটা নেই।

'বুঝেছ এবার? ঠিকই বলেছে ব্যাটা, হাত চোখের চেয়ে দ্রুত চলে। এক্ষেত্রে পা হাত বা চোখের চেয়েও দ্রুত চলে। এই ব্যাটার কারসাজি হচ্ছে, মটরটাকে এই গর্তে নিয়ে আসা,' টেবিলের পৃষ্ঠের ওপর ছোট্ট একটা গর্ত দেখাল ও। 'তখন পায়ের প্যাডালে চাপ দেয় ও, এই যে এভাবে,' প্যাডালে চাপ দিল ও, ছোট্ট প্লাগ সরে যেতে গোলাকার গর্ত বেরিয়ে পড়ল টেবিল-পৃষ্ঠে। 'মটরটা এই গর্ত দিয়ে পড়ে যায়, তারপর একটা নলের ভেতর দিয়ে কাপে গিয়ে পড়ে। খুব সহজ, তাই না?'

জুয়াড়ীর কারসাজি জানতে পেরে মোটেও সন্তুষ্ট মনে হলো না টাপারের ক্রুদের, বোঝা গেল এরাও নাটকের অংশ। 'দেখতে ভালই লাগল,' বলল বিশালদেহী হর্ন। 'কিন্তু কেটে পড়ো এবার, তাঁবুয় ঢুকে পার্সনের কাগজপত্র বিতরণ করো গে। যাও, পিলগ্রিম, সময় নষ্ট করছ শুধু শুধু!'

দ্রুত হোলস্টারের দিকে হাত বাড়াল সে। ড্র করতে পারলে হয়তো তাক লাগিয়ে দিতে সক্ষম হত সবাইকে। কিন্তু পিস্তল বের করার আগেই দেখল জনের কোল্টের নগ্ন ভয়ঙ্কর নল তাকিয়ে আছে তার দিকে। তপ্ত লোহার ছ্যাঁকা খেয়েছে যেন, এমন ভাবে পিস্তলের বাঁট থেকে হাত সরিয়ে নিল হর্ন। ভুরু কুঁচকে হাসল, খানিকটা বিব্রত ভঙ্গিতে। 'পিস্তলের যাদুকর, না?' খরখরে স্বরে জানতে চাইল। 'তো, এভাবে পার পাবে না। রেনে টাপার যেমন ব্যাজ হাতে তুলে দিতে পারে, তেমনি ওটা কেড়েও নিতে পারে। বিশ্বাস করো, খুব দ্রুত ঘটবে ব্যাপারটা!'

'সাহস হবে না ওর,' প্রবল আত্মবিশ্বাসী স্বরে বলল জন। 'জোচ্চোর জুয়াড়ীদের হাত থেকে তোমাদের জান-মালের হেফাযত করা আমার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। তাই তো করেছি, তাই না? মি. রিয়ার্সন, দয়া করে এদের পিস্তলগুলো সংগ্রহ করবে?'

যাজকের দিকে না তাকিয়ে অনুরোধ করেছে ও, সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে ছয় ক্রুর ওপর, পিস্তলে কাভার করেছে তাদের। মুহূর্ত খানেক ওর দিকে তাকিয়ে থাকল রিয়ার্সন, তারপর টেবিলের ওপাশে চলে গেল।

'গানবেল্ট খুলে পার্সনের হাতে ধরিয়ে দাও!' নির্দেশ দিল জন।

'মাথা খারাপ!' বলল বিশালদেহী। 'মরে গেলেও তা করব না!'

ঝট করে তার দিকে ফিরল জন। কোল্টের হ্যামার টানার শব্দটা তীক্ষ্ণ এবং জোরাল শোনা গেল। 'বেশ! মরো তাহলে।'

ধীরে ধীরে গানবেল্ট খুলে ফেলল হর্ন; রাগে কাঁপছে হাত। রিয়ার্সন তার হাত থেকে গানবেল্ট নিয়ে জনের দিকে তাকাল সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে।

'ওদেরকেও খালি করা দরকার,' বলল ও।

একে একে নিরস্ত্র হলো সবাই, গানবেল্টগুলো ধরিয়ে দিল যাজকের হাতে।

'খানিকটা ধর্মীয় দীক্ষা দরকার তোমাদের,' শেষে বলল জন। 'ভেতরে গিয়ে প্রার্থনায় অংশ নেবে সবাই। রেভারেন্ড রিয়ার্সনের পেছন পেছন তাঁবুয় ঢুকে পড়ো, বয়েজ, প্রার্থনা শেষ হলে যার যার অস্ত্র ফেরত পাবে। এগোও!'

স্মিত হাসল রেভারেন্ড, চোখে উজ্জ্বল চাহনি। কেটকে দেখতে না পেলেও মেয়েটির অনুমোদন বা সন্তুষ্টি ঠিকই আঁচ করতে পারছে জন। বিশালদেহী হর্ন জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে, একই চাহনি তাকে ফেরত দিল ও, বলল: 'হয় শুয়ে নয়তো খাড়া হয়ে যাবে তুমি। যাবে, এটাই হচ্ছে আসল কথা। কীভাবে যেতে চাও? যদি শুয়ে যেতে চাও, তাহলে তোমার ফিউনারেলের ভাষণ শুনতে পাব আমরা!'

ঘুরে দাঁড়িয়ে যাজকের পেছন পেছন তাঁবুর ভেতর পা রাখল হর্ন। একে একে অনুসরণ করল অন্যরা। 'কিছুটা দীক্ষা তোমারও দরকার, টিনহর্ন,' ডিলারের উদ্দেশে বলল জন। 'যাও, ধরে ফেলো ওদের।'

এগোল জন। পাশাপাশি হাঁটছে কেট, এক হাতে ওর বাহু চেপে ধরল। উজ্জ্বল দেখাচ্ছে মেয়েটির মুখ, উষ্ণ হাসি লেপ্টে আছে ঠোঁটে। 'আজকের ঘটনার জন্যে তোমার অতীতের অনেক গুনাহ্ মাফ করে দেবেন ঈশ্বর, জন!' ফিসফিস করে বলল মেয়েটা।

তাঁবুয় প্রায় ডজন দুয়েক লোক মিলিত হয়েছে, বেশিরভাগই মহিলা। দলটাকে ঢুকতে দেখে বিস্ময়ে বড়বড় হয়ে গেল সবার চোখ। 'একেবারে সামনে চলে যাও, বয়েজ,' নিচু স্বরে নির্দেশ দিল জন। 'ঘেঁষাঘেঁষি করার দরকার নেই; যথেষ্ট জায়গা আছে এখানে। আর, হ্যাট খুলে ফেলো সবাই।'

একমাত্র হর্ন ছাড়া প্রত্যেকে হ্যাট খুলে হাতে নিল। একেবারে সামনের বেঞ্চে বসল, আড়ষ্ট এবং জড়সড় হয়ে সে। অর্গানের কাছে চলে গেল কেট, এদিকে মঞ্চে উঠে গেছে রেভারেন্ড, প্রচারবেদীর পাশে মেঝের বেল্ট তুলে দিল। দ্বিতীয় সারির একটা বেঞ্চে বসল জন. ঠিক

হর্নের পেছনে। হাত বাড়িয়ে হর্নের মাথা থেকে হ্যাট তুলে নিল, বিনিময়ে একরাশ ঘৃণা উগরে দিল বিশালদেহী।

"জাস্ট অ্যাজ আই অ্যাম"-এর কয়েক লাইন বাজাল কেট, উপস্থিত সমাবেশের প্রায় প্রত্যেকে কণ্ঠ মেলাল সুরের সঙ্গে। দাঁড়িয়ে গাইছে তারা। টাপারের ক্রুরাও বাদ যায়নি, তবে পেছন থেকে জনের পিস্তলের খোঁচা খেয়ে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছে।

অর্গান বাজানো শেষ হওয়ার পর ছোটখাট একটা ঝুড়ি নিয়ে সমাবেশের সামনে চলে এল কেট। প্রথম দুই বেঞ্চ পেরিয়ে গেল ও, থামল না, তৃতীয় বেঞ্চ থেকে অনুদান সংগ্রহ শুরু করল। সবার কাছ থেকে নেওয়া শেষ হওয়ার পর কেট সামনের দিকে চলে আসতে উঠে দাঁড়াল জন, মৃদু স্বরে বলল: 'আমাকে দাও ওটা।'

ঝুড়িটা বাম হাতে নিল ও, ডান হাত আলতো ভাবে পড়ে আছে পিস্তলের বাঁটের ওপর। 'খোলস ঝেড়ে ফেলো, বয়েজ, মন খুলে দান করো!' আহ্বান করল ও। 'নিঃস্বার্থ দাতাকে ভালবাসেন ঈশ্বর!'

প্রথমজন জুয়াড়ী। পকেটে হাত ঢোকাল সে, কিন্তু রূপোর ডলার ছাড়া খুচরো পয়সা পেল না। নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে একটা কয়েন ঝুড়িতে ছুঁড়ে ফেলল সে।

অন্যরাও, খুব উদারতা দেখাল তা বলা যাবে না, তবে ডিলারের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করল—কেবল হর্ন বাদে। জনের উদ্দেশে ভুরু কোঁচকাল সে, দান করার ইচ্ছে নেই। 'ঠিক আছে, নরকে ঢোকার আগে তোমার কাছ থেকে পাওনা বুঝে নেব,' বলে দুই ডলার ঝুড়িতে ফেলে ওটা কেটের হাতে ফিরিয়ে দিল জন। ফিরে এসে নিজের আসনে বসে পড়ল।

এবার প্রার্থনা শুরু হলো।

জনের সামনের সারিতে বসা লোকগুলো নিজেদের অজান্তে আগ্রহী হয়ে উঠল। শুধু হর্ন ব্যতিক্রম। পিঠ সোজা করে বসে আছে সে, ভেংচি কাটছে যেন, মুখটা বিকৃত এবং তাচ্ছিল্য ঝরে পড়ছে চাহনিতে। 'চলুন, সবাই প্রার্থনা করি,' যাজকের ঘোষণায় হর্ন ছাড়া প্রত্যেকেই হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। পিস্তলের খোঁচা দিয়ে তাকে সবার সঙ্গে শামিল হতে বাধ্য করল জন।

আবার গাইল সবাই। অনাগ্রহী টাপার ক্রুদের কণ্ঠ শুনে রীতিমত বিস্মিত হলো জন। রেভারেন্ড এদের প্রত্যেকের জন্যে ঈশ্বরের কৃপা প্রার্থনা করতে মাথা নিচু করে বো করল ছয়জন, কেবল হর্নের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া নেই। প্রত্যেকের প্রতি আশীর্বাদ জানিয়ে মঞ্চ থেকে

নেমে সহাস্যে এগিয়ে এল রেভারেন্ড, হাত মেলাল ছয় ক্রু আর জুয়াড়ীর সঙ্গে। হর্ন তৎক্ষণাৎ পকেটে দু'হাত ঢুকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল, চোখে আগুন ঝরে পড়ছে।

'তোমরা আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছ বলে সত্যিই কৃতজ্ঞ বোধ করছি,' আন্তরিক স্বরে বলল রিয়ার্সন। 'আশা করি আবার আসবে। আমরা শান্তিপ্রিয় সাধারণ মানুষ, শান্তি ছাড়া কিছুই কামনা করি না। যার যার অস্ত্র নিয়ে চলে যেতে পারো এবার, কিন্তু তোমাদের সঙ্গে আমার আশীর্বাদ থাকবে।'

জড়সড় কণ্ঠে শুভরাত্রি জানাল ওরা, অস্ত্র নিয়ে পা টিপে টিপে বেরিয়ে গেল তাঁবু থেকে। একপাশে দাঁড়িয়ে থেকে হর্নকে দেখছে জন। কোমরে গানবেল্ট জড়িয়ে ওর দিকে ঘুরল সে, হাত বাড়াল হ্যাট নেওয়ার জন্যে। হ্যাট নিয়ে সপাটে মাথায় চাপাল, বলল: 'আবার দেখা হবে, পিলগ্রিম। মনে কোরো না এটাই শেষ দেখা। বিফ আমার বন্ধু ছিল। তোমার কথাবার্তা, কাজকর্ম কিছুই পছন্দ হয়নি আমার। ফের যখন দেখা হবে, দেখামাত্র গুলি শুরু করার জন্যে তৈরি থেকো!'

'সময়টা দারুণ কেটেছে,' শান্ত স্বরে বলল জন। 'শুভরাত্রি! ঘুমটা স্বপ্নময় হোক তোমার!'

ধুপধাপ পা ফেলে এগোল বিশালদেহী, সামনে ভিড় করে থাকা লোকজনকে ঠেলে সরিয়ে দিল পথ থেকে। অন্যান্যদের শুভরাত্রি জানাতে ফটকের কাছে চলে গেছে রেভারেন্ড রিয়ার্সন।

জনের পাশে এসে দাঁড়াল কেট, জামার আস্তিনে হাত রাখল। মেয়েটির দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল জন। 'মহা ফ্যাসাদে জড়িয়ে পড়েছি বোধহয়, তাই না, কেট?'

কেটের চোখে আনন্দের দ্যুতি। 'আমার তো মনে হয় দুনিয়ার সবচেয়ে চমৎকার মানুষ তুমি, জন! ওদের কয়েকজন সত্যিই অনুতাপে পুড়ছিল, মুখ দেখেই বুঝেছি।'

'বেশিক্ষণ ওই অনুতাপ থাকবে না। পেটে এক পেগ লিকার পড়লে সবকিছু ভুলে যাবে ওরা।'

'হয়তো। কিন্তু ওদের একজনও যদি অনুতপ্ত হয়, তাহলে স্বর্গে আনন্দ উৎসব শুরু হবে!'

'ওদের মধ্যে বিশালদেহী লোকটা যতক্ষণ থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন আনন্দ উৎসব হবে না। মনোভাব না বদলালে হয়তো শিগ্‌গিরই সেইন্ট পিটারের সামনে খাড়া হতে হবে ওকে, টেরই পাবে না কখন ঘটবে ব্যাপারটা। শুনেছ তো, আমাকে কি বলছিল ব্যাটা?'

'হ্যাঁ...পরেরবার দেখা হওয়া মাত্র যেন পিস্তল ড্র করো। ওহ্, জন! সাবধানে থেকো!'

'থাকব। নিশ্চিন্ত থাকো, এক হাত পেছনে বাঁধা থাকা অবস্থায় ব্যাটাকে অনায়াসে ড্রতে হারাতে পারব, এরপরও বেঁচে থাকতে পারবে না ও।'

'ওহ্, এভাবে বলা উচিত হচ্ছে না তোমার! জন, বলো ওকে খুন করবে না তুমি!'

বিহ্বল বোধ করল ও। 'ওর সঙ্গে দেখা হলে হয় আমি খুন হয়ে যাব নয়তো ওকেই খুন করব। এরকম হঠকারি কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারব না তোমাকে, কেট।'

'ওকে এড়িয়ে যাবে, দেখা না হলেই তো ঝুঁকি থাকবে না।'

'কেট, তোমাকে ঠিক বুঝতে পারছি না। দারুণ মেয়ে তুমি, তোমার ধর্ম বিশ্বাস বা আস্থার প্রতি পূর্ণ সমর্থন আছে আমার। ভেবেছি তুমি যথেষ্ট বুদ্ধিমতী এবং বাস্তববাদী, কিন্তু ফ্যানাটিক হিসেবে তোমাকে মানায় না।'

ওর দিকে তাকাল না মেয়েটা, সরাসরি উত্তরও দিল না। তাঁবুর ফটকের দিকে তাকিয়ে আছে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে, রুদ্ধ এবং নিচু শোনাল কণ্ঠ: 'একটা ছেলে ছিল আমার জীবনে। ওকে ভালবাসতাম। দারুণ হাসি-খুশি, আমুদে স্বভাবের ছিল ও। তোমাকে দেখে কেবল ওর কথাই মনে পড়ছে। একসময় পিস্তল তুলে নিল ও, ওর ধারণা হলো যথেষ্ট স্মার্ট হয়ে গেছে, কখনোই মিস্ হবে না ওর গুলি,' থামল মেয়েটি, চোখের পাপড়ি ভিজে গেছে। 'এক লোক আমার সম্পর্কে কী যেন মন্তব্য করেছিল, তাই নিয়ে লোকটার সঙ্গে ঝগড়া হলো ওর...তারপর খুন হয়ে গেল ছেলেটা...'

থেমে গেল কেট। মসৃণ গাল বেয়ে নীচে নামছে বেদনার অশ্রু, ঠোঁট কামড়ে ধরে ক্রন্দন ঠেকাল।

কেটের কাঁধে হাত রাখল জন, আলতো চাপ দিল, যেন কোন বাচ্চাকে আদর করছে। 'বুঝেছি, কেট। আমি সত্যিই দুঃখিত। তোমার পরামর্শ মনে রাখার চেষ্টা করব। শুভরাত্রি, ডিয়ার।'

ঠাণ্ডা অন্ধকার রাত্রির উদ্দেশে পা বাড়াল জন। গলায় কী যেন ঠেকছে ওর, ঢোক গিলেও সরাতে পারছে না।

আট

গসপেল তাঁবু থেকে সরাসরি কেবিনে চলে এল জন। ওয়ান্টেড পোস্টার বের করে দেখা শুরু করল, চেরোকি হর্ন সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার ইচ্ছে। নির্দিষ্ট পোস্টারটা পাওয়ার পর খুঁটিয়ে দেখল—সবই মিলে যায়। আউটলদের একটা দল ছিল হর্নের, কয়েকবার ট্রেন লুট করেছে। এক এক্সপ্রেস মেসেঞ্জারও খুন হয়েছে তার হাতে। পুরস্কার এক হাজার ডলার—জীবিত বা মৃত।

নোটিশ তুলে রেখে শহরে এল ও। রাস্তায় ঘোরাফেরা করল কিছুক্ষণ, চেরোকি হর্নের খোঁজে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে। সম্ভবত ফ্রন্টিয়ারে আছে লোকটা, তাই সেখানে গেল না জন। চেরোকি হর্নকে ভয় পাচ্ছে তা নয়, তবে কেট রিয়ার্সনকে দেওয়া প্রতিশ্রুতির কারণে দ্বিধায় ভুগছে। জানে লোকটার মুখোমুখি হলে শোডাউনের সময় সামান্য দ্বিধাই কাল হয়ে দাঁড়াতে পারে। জন হয়তো গোলাগুলি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে, অথচ হর্ন নির্দ্বিধায় গুলি করবে।

ডাবল ঈগলে ঢুকে বারের কাছাকাছি বার্ট স্টিভেন্সকে দেখতে পেল। তাকে পেরিয়ে গিয়ে বার ঘেঁষে দাঁড়াল ও। কাউন্সিলর ফ্রাংক কেলসি একটা ফারো টেবিলে ডিল করছে। জনের সন্দেহ হয়তো কেলসির মাধ্যমে ক্লিন-আপ পার্টির বিভিন্ন খবরাখবর পায় রেনে টাপার, কারণ টাপারের কোন ক্রুই এখানে আসে না, এদিকে ডাবল ঈগল ক্লিন-আপ কমিটির হেডকোয়ার্টার হিসেবে খ্যাত। শহর পরিষ্কার করার ব্যাপারে বিভিন্ন আলোচনা বা পরামর্শ প্রত্যক্ষ ভাবে চলে এখানে। সম্ভবত বেখেয়ালে জেসি হলের কথা বলে ফেলেছিল নেইল ট্রেভিস, কোন ভাবে সেটা কেলসির কানে চলে গিয়েছিল।

বেরিয়ে এল ও। ফ্রন্টিয়ার থেকে ক্রমাগত হট্টগোলের শব্দ ভেসে আসছে। যদি কোন ঝামেলা হয়েও থাকে, উপস্থিত মাইনাররা সামলাতে পারবে, কারণ সংখ্যায় যথেষ্ট আছে ওরা। আপাতত ফ্রন্টিয়ার বা মাইনারদের ব্যাপারে আগ্রহ নেই ওর।

লাকি টাইগারে ঢুকল ও। এই প্রথম এল। মালিকের মত

সেলুনটাও নোংরা। এখানেও উপচে পড়া ভিড় এবং কোলাহল। খদ্দেরদের বেশিরভাগ কর্কশ চেহারার মানুষ, সম্ভবত ফ্রন্টিয়ারে মাইনারদের ভিড় এড়াতে এখানে চলে এসেছে। উল্টোদিকে সরু একটা দরজা পথে মেয়ে আর লোকদের আসা-যাওয়া করতে দেখে জনের সন্দেহ হলো দালানের পেছনের অংশে যাচ্ছে এরা। দৃশ্যত, মার্ভ ডিলনের ব্যবসা শুধু লিকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। কিছুক্ষণ নিরীখ করে বেরিয়ে এল ও।

লাকি টাইগারের ঠিক পাশে ল-অফিস। তালা খুলে ভেতরে ঢুকল জন, জীর্ণ ডেস্কে রাখা লণ্ঠন জ্বালাল। ডেস্কের পাশে একটা কট, গুটিকয়েক পিঠ-উঁচু চেয়ার, গানর‍্যাকে নানা কিসিমের অস্ত্র এবং পেতলের পিকদানি রয়েছে। ডেস্কের ওপরের ড্রয়ারে বড়সড় চাবি খুঁজে পেল, আন্দাজ করল সেল-ব্লকের দরজার চাবি। এছাড়া রয়েছে কয়েক জোড়া হ্যান্ডকাফ, চাবি আর বিস্তর অ্যামুনিশন। বিভিন্ন কাউন্টির ওয়ান্টেড পোস্টারে ঠাসা অন্য ড্রয়ারগুলো।

কামরার পেছন দিকের একটা দরজা খুলে লণ্ঠন হাতে করিডরে বেরিয়ে এল ও। দু'পাশে দুটো করে সেল, একেবারে শেষদিকে একটা দরজা, বোল্ট দিয়ে ভেতর থেকে আটকানো। বাতি নিভিয়ে, তালা আটকে বেরিয়ে এল ও। শহরে চক্কর মারবে।

প্রায় এক ডজন সেলুন রয়েছে ক্যাল্ডারে, সবক'টাই জমজমাট এখন। জুয়ার টেবিল ছাড়াও মেয়েরা রয়েছে। কিন্তু একটা ব্যাপার দৃষ্টি কাড়ার মত—আর কোন শহরে এত বেশি বেপরোয়া লোক চোখে পড়েনি ওর। ক্লিন-আপ কমিটি যে ভোটে জিততে পারবে না, ধারণাটা দৃঢ় হলো আরও।

ফেরার পথে ফ্রন্টিয়ার এবং নাপিতের দোকানের মাঝখানের প্যাসেজওয়ে ধরে ঢুকে পড়ল ও। কিছুদূর এগিয়ে ছোট্ট একটা জানালা দিয়ে সেলুনের ভেতরে উঁকি দিল। মেয়রের অফিসের কাছাকাছি চার্লি কীনের পাশে দাঁড়িয়ে আছে চেরোকি হর্ন।

কেট রিয়ার্সনকে প্রতিশ্রুতি না দিলে ভেতরে ঢুকে পড়ত ও, ঝামেলা চুকিয়ে ফেলত; কারণ কাজটা যতই তিক্ত বা অপছন্দের হোক, মুলতবি রাখা ওর ধাতের বাইরে। চেরোকি হর্ন বিপজ্জনক চরিত্র। তাছাড়া আগে বা পরে, একসময় শোডাউন হবেই, সুতরাং হর্নকে হুমকি হয়ে ঘুরে বেড়াতে দেওয়ার মধ্যে কোন বিচক্ষণতা নেই। সময়ের এক ফোঁড় অসময়ে দশ ফোঁড়ের কষ্ট আর শ্রম বাঁচিয়ে দেয়।

কিন্তু প্রতিশ্রুতিটা দ্বিধান্বিত করে তুলেছে ওকে, দমিয়ে রেখেছে

হর্নের মুখোমুখি হতে।

রাত প্রায় দশটা বাজে। এমন কোন রাত হয়নি, কিন্তু আজকের মত মার্শালগিরি ক্ষান্ত দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল জন। *ক্যান্ডার নরক হয়ে যাক,* বিতৃষ্ণার সঙ্গে ভাবল ও, *কাউবয়, মাইনার বা বিপজ্জনক লোকগুলো যত ইচ্ছে কামড়াকামড়ি করুক, পারলে ক্যান্ডারকে ছিঁড়ে খাক! আমি এখন ঘুমাব।*

কেবিনে এসে শুয়ে পড়ল ও।

পরদিন রোববার। বেলা পর্যন্ত ঘুমাল জন। রোববারের সকাল বরাবরই সাদামাঠা, তেমন কোন কাজ থাকে না। পেটপূজা সেরে ঘোড়ার যত্ন নিল ও, তারপর ওয়ান্টেড পোস্টারগুলো নিয়ে বসল আবারও। আরও ছয়জনকে শনাক্ত করতে সক্ষম হলো এবার, এদের তিনজন গসপেল তাঁবুয় গিয়েছিল চেরোকি হর্নের সঙ্গে। প্রত্যেকের নাম আর বর্ণনা মনে রাখল আলাদা ভাবে, চূড়ান্ত শোডাউনের সময় তথ্যগুলো কাজে দেবে।

সকাল দশটার সময় ফ্রন্টিয়ারে ঢুকল ও। এক বারকীপ আর ঝাড়ুদার ছাড়া কেউ নেই সেলুনে। বারম্যান জানাল রেনে টাপার ওকে দেখা করতে বলেছে। মেয়র সবসময় ওই একটা কামরায় কাটায় কিনা, আনমনে ভাবল জন। দরজায় নক করে ভেতরে ঢুকে পড়ল ও।

বরাবরের মত ডেস্কের পেছনে বসে আছে টাপার। ভুরু কোঁচকাল ওকে দেখে। 'এতক্ষণে দেখা করার সময় হলো তোমার! অথচ কাল সারারাত তোমাকে খুঁজে হয়রান! থাকো কোথায়?'

'কাছাকাছিই ছিলাম,' একটা চেয়ারে বসল জন। 'বলো এবার, কী জন্যে খুঁজছ।'

'কী ভীমরতিতে ধরেছে তোমাকে? টেন্টে অদ্ভুত কাণ্ডটা করলে কেন? লোকজনকে ধর্মান্তর করার কাজ দেওয়া হয়নি তোমাকে।'

'জোচ্চোর এক টিনহর্ন তোমার লোকদের পকেট সাফ করে ফেললে খুশি হতে?'

কপালের ভাঁজ আরও গভীর হলো টাপারের। 'এত বড় বেকুব নও তুমি, জন! ঠিকই বুঝেছ ওখানে খেলা আয়োজন করার আসল কারণ।'

'বেশ, জানতাম। আমার মত অন্যরাও জানত। ওরকম একটা খেলার আয়োজন মানেই নিছক বোকামি, তাই পণ্ড করে দিয়েছি।'

'নিছক বোকামি মানে?'

'মাথা খাটাও। তাঁবুয় মহিলারা ছিল। এ ধরনের নোংরা কৌশলে হয়তো পুরুষদের ভোটদান থেকে বিরত রাখতে পারবে, কিন্তু খেপে

গিয়ে ভোট দিতে আরও আগ্রহী হয়ে উঠবে মহিলারা। আমার বিশ্বাস, ওই তাঁবুয় যতজন মহিলা ছিল এরা প্রত্যেকে ওদের স্বামী বা বাপ-ছেলেদের ক্লিন-আপ কমিটির পক্ষে ভোট দিতে উৎসাহ দেবে। যতটা ভেবেছিলাম আসলে ততটা চালাক নও তুমি, রেনে।'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল মেয়র, কিছুটা হলেও বিব্রত দেখাচ্ছে।

লোকটার সিদ্ধান্তহীনতা টের পেয়ে ভেতরে ভেতরে আবারও বিস্মিত হলো জন।

টাপার বুঝতে পারছে না কী জবাব দেবে; গসপেল তাঁবুর সামনে জুয়ার আয়োজন করার নির্দেশ দিয়েছিল, অথচ এর যৌক্তিকতা প্রমাণ করার মত নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা দিতে পারছে না। জিভ চালিয়ে পুরু ঠোঁট ভিজিয়ে নিল সে, কেশে গলা পরিষ্কার করল; আগ্রাসী ভাবটা মুহূর্তে হারিয়ে গেল মেয়রের মধ্যে থেকে।

'ঠিকই বলেছ, হয়তো সত্যিই বোকামি হয়েছে কাজটা,' শেষে স্বীকার করল সে। 'কিন্তু নিজের বিপদ বাড়িয়ে তুলেছ তুমি। চেরোকি হর্ন দেখা মাত্র খুন করবে তোমাকে।' সামান্য বিদ্বেষ ফুটে উঠল ক্যান্ডার মেয়রের চোখে। 'হয়তো সেজন্যেই কাল রাতে সারা শহর খুঁজেও পাওয়া যায়নি তোমাকে।'

'কী জানো, একটা নিয়ম মেনে চলি আমি: একদিনে একাধিক লোককে গুলি করতে নেই। বিফের পর অন্য কাউকে খুন করতে চাইনি। যাক্‌গে, শুনে হয়তো ভাল লাগবে তোমার, আমার টার্গেট লিস্টের শুরুতে রাখব হর্নের নাম। ব্যাটা থাকে কোথায়?'

'লিভারি স্টেবলের পেছনে একটা শ্যাক আছে ওর। সঙ্গে আরও তিনজন থাকে। আচমকা যদি মরতে চাও, হানা দিতে পারো ওখানে!' প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ ফুটে উঠল টাপারের কণ্ঠে।

'আর কিছু বলবে?'

'তোমার গতকালের কাজকর্মে যে-কারও মনে হবে ক্লিন-আপ কমিটির সঙ্গে হাত মিলিয়েছ। এভাবেই চালিয়ে যাও আর চোখ-কান খোলা রেখো। গুরুত্বপূর্ণ কোন তথ্য জেনেও যেতে পারো ওদের কাছ থেকে। আরেকটা কথা, এখন থেকে কোথাও গিয়ে মার্শালগিরি ফলানোর আগে অবস্থা দেখে নিয়ো, যেখানে-সেখানে নাক গলিয়ো না।'

ফ্রন্টিয়ার থেকে বেরিয়ে শহরের শেষ প্রান্তে চলে এল জন। গসপেল তাঁবুতে রোববারের প্রার্থনা তখন সবে শেষ হয়েছে.

লোকজন বেরিয়ে আসছে। যথেষ্ট লোক সমাগম হয়েছে। সাইডওঅকের একপাশে দাঁড়িয়ে থাকল জন। ক্যারল ম্যাকফী আর নেইল ট্রেভিসকে বেরিয়ে আসতে দেখতে পেল। ওকে দেখতে পেয়ে ডাবল ঈগল মালিককে কী যেন বলল ক্যারল, তারপর দ্রুত পায়ে এগিয়ে এল। মেয়েটির গাঢ় নীল চোখে উজ্জ্বল দ্যুতি খেলে যাচ্ছে, হাসতে গালে টোল পড়ল।

'জন, আবারও তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি,' বলল মেয়েটি। 'দুঃখিত, অযথাই তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলাম! কেটের কাছ থেকে সন্ধের ঘটনা শুনলাম, টাপারের ছয়জন ক্রুকে প্রার্থনায় নিয়ে গিয়েছিলে তুমি। ভেবে দেখেছ, খবরটা কেমন হবে? বৃহস্পতিবারের সংখ্যার জন্যে লিখব। আমার তো মনে হয় গভর্নরও এটা পড়ে দারুণ খুশি হবেন।'

ট্রেভিস যোগ দিল ওদের সঙ্গে। মৃদু হেসে শুভেচ্ছা জানাল সে, কিন্তু হাসিটা চোখ স্পর্শ করেনি।

ব্যাটা ঈর্ষায় পুড়ছে, ভাবল জন।

'গতরাতে ভেল্কি দেখিয়েছ তুমি, জন,' শুকনো স্বরে বলল ডাবল ঈগল মালিক। 'ক্লিন-আপ কমিটির বোধহয় আরও সক্রিয় হওয়া উচিত, টাপারের সমস্ত ক্রুদের পিস্তলের খোঁচা দিয়ে গসপেল তাঁবুয় নিয়ে যেতে পারলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়! রেভারেন্ড হয়তো ওদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগিয়ে তুলতে পারবেন।'

'পাওনার চেয়েও বেশি কৃতিত্ব দিচ্ছ আমাকে,' নিরাবেগ স্বরে বলল ও, বুঝতে পারছে না তামাশা করছে ট্রেভিস, নাকি মস্করার সুযোগে বিদ্রূপ করছে। 'খানিকটা তামাশার জন্যে তাঁবুয় নিয়ে গিয়েছিলাম ওদের। মনে করেছি ওদেরকে প্রার্থনা শুনতে বাধ্য করলে বেশ মজা হবে, কিন্তু প্রার্থনা পছন্দ করে উল্টো আমাকে হাসির পাত্রে পরিণত করেছে ওরা। অবশ্য একজন ছাড়া–চেরোকি হর্ন। প্রার্থনা আর কোর্ট মার্শালের রায় শোনার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই ওর কাছে।'

'শুনলাম তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে লোকটা।'

'আমাকে যে পছন্দ হয়নি তার কিছুটা আভাস দিয়েছে সে।'

সতর্ক হয়ে উঠল ক্যারলের চাহনি, জনের আস্তিনে হাত রাখল। 'জন, সাবধানে থেকো। ওই লোকটা খুব বিপজ্জনক।'

প্রাণখোলা হাসি উপহার দিল জন, চোখে কৌতুক। 'বিপজ্জনক না হলে কী খেলা জমে? ওটাই পছন্দ আমার। এক গোড়ালি চেপে ধরে কয়েক চক্কর খাওয়ালে...'

'একদিন হয়তো ভুল লোকের গোড়ালি চেপে ধরবে তুমি!'

'ক্যারল,' তাড়া দিল ট্রেভিস। 'ডিনারের আগে পৌঁছতে হলে দ্রুত যেতে হবে। বিদায়, জন।'

দাঁড়িয়ে থেকে দু'জনকে চলে যেতে দেখল ও। জোড়া মানিয়েছে বেশ। ট্রেভিস ছয় ফুট দীর্ঘ, ক্যারলের পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চির সঙ্গে মানানসই। ডাবল ঈগল মালিক কতটা এগিয়েছে, কে জানে!

দিনটা ঘটনাবিহীন কেটে গেল। চেরোকি হর্নকে এড়ানোর কোন চেষ্টাই করল না জন, ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিয়েছে শোডাউনের পরিণতি। কিন্তু বিশালদেহীর সঙ্গে দেখা হলো না ওর। রফা অনুযায়ী রাতে ডাবল ঈগলে থাকল বার্ট স্টিভেন্স, তবে ইচ্ছে করে তার সঙ্গে কথা বলল না জন।

সোমবারও পেরিয়ে গেল–উত্তেজনাহীন, অলস একটা দিন। ফ্রী ড্রিঙ্কের ব্যানার সরিয়ে ফেলা হয়েছে ফ্রন্টিয়ার থেকে, হ্যাংওভারে আক্রান্ত মাইনাররা যার যার শ্যাক বা ক্লেইমে কাটিয়ে দিল দিনটা। চেরোকি হর্নের পাত্তাও দেখা গেল না, সম্ভবত স্টেবলের পেছনের শ্যাকে আছে সে। নিরাপদ দূরত্বে থেকে শ্যাকটা খুঁটিয়ে দেখল জন, পরিচিত হয়ে নিল আশপাশের বাড়ি আর গলি সম্পর্কে, মনে মনে যে-পরিকল্পনা দাঁড় করাচ্ছে সেটাকে বাস্তবায়িত করতে গেলে জ্ঞানটা কাজে দেবে।

মঙ্গলবার এল। অতিরিক্ত মদ্যপানের প্রভাব কাটিয়ে উঠল লোকজন, আবারও স্বাভাবিক ও কর্মচঞ্চল হয়ে উঠল ক্যাল্ডার। রাউন্ডের এক ফাঁকে জজের সঙ্গে দেখা করল জন। জরিমানার ক্ষেত্রে পঁচিশ শতাংশ পায় সে। লোকটি শীর্ণদেহী, ছোটখাট মানুষ; বেদান মুখে ওর ব্যর্থতার অভিযোগ করল–এ পর্যন্ত একজনও গ্রেফতার হয়নি। জবাবে জন নিশ্চয়তা দিল একটু গুছিয়ে নেওয়ার পর শিগ্‌গিরই পুষিয়ে দেবে।

বিকেলে গসপেল তাঁবুর বাইরে অবস্থান নিল ও, তবে ভেতরে ঢুকল না। রেভারেন্ড রিয়ার্সনের প্রার্থনার চেয়ে তার মেয়ের সুরেলা কণ্ঠ শুনতে বেশি আগ্রহী। আসার পথে *ক্ল্যারিয়ন* অফিসে দেখতে পেয়েছে ক্যারলকে, কিন্তু বিরক্ত করেনি, মেয়েটিকে খেপিয়ে তোলার কোন উপায় মাথায় আসেনি ওর। দু'বার চেরোকি হর্নকে দেখতে পেয়েছে, তবে বিশালদেহী বন্দুকবাজ ওকে দেখেছে বলে মনে হলো না। জন উপসংহারে পৌঁছল: হয় লোকটার প্রতিহিংসা কমে গেছে নয়তো মোক্ষম সুযোগের অপেক্ষায় আছে।

শনিবারের পর আর শহরে আসেনি জেসি হল। সম্ভবত অন্যরা তাকে বুঝিয়েছে আপাতত সতর্কতা অবলম্বন করাই শ্রেয়। আরও একটা সম্ভাবনা আছে, ভরপেট হুইস্কি গেলার পর হ্যাংওভারে ভুগতে পারে।

বুধবারও আগের তিনদিনের মত প্রায় উত্তেজনাহীন মনে হলো, কিন্তু সন্ধের পর বিভিন্ন ঘটনায় পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠল। কেবিনের উদ্দেশে ফেরার সময় জনকে দেখতে পেল ক্যারল ম্যাকফী, অফিস থেকে ছুটে বেরিয়ে এল, তারপর হাত ধরে ভেতরে নিয়ে গেল ওকে। বৃহস্পতিবারের সংখ্যার জন্যে কাজ করছে ব্রায়ান ম্যাকফী। সম্পাদকীয়র প্রুফ ওর দিকে বাড়িয়ে দিল মেয়েটি, পড়ার অনুরোধ করল।

পড়ল জন। অভিযোগনামাই বলা উচিত। দুর্বল শহর পরিচালনা, মাসোহারার বিনিময়ে অপরাধীদের প্রশ্রয় দেওয়া, অর্থ আত্মসাৎ এবং অধীন লোকদের অপরাধ উপেক্ষা করার অভিযোগ আনা হয়েছে রেনে টাপারের বিরুদ্ধে। বিল রিচমন্ডের মৃত্যুর সঙ্গে সরাসরি জড়ানো হয়েছে মেয়রকে, তাছাড়া মেয়র পদপ্রার্থী জেসি হলকে হত্যার ষড়যন্ত্রের সন্দেহ করা হয়েছে, পরিকল্পনার কোন দুর্বলতার কারণে ঘটেনি ভয়াবহ ঘটনাটা।

হাসল জন, সমর্থনের ভঙ্গিতে নড করল। 'শেষপর্যন্ত গাঁইতি আর কোদালের কাজ শুরু করেছ তোমরা। এবার সচেতন হবে ওরা। টাপার যদি নির্বাচনে জেতে, আমার ধারণা সত্যিই তাই হবে, আর কিছু না হোক একটা তদন্ত হবে।'

'উঁহুঁ, জিতবে না সে। *ক্ল্যারিয়নকে* বাজি ধরেছি আমি।'

'আমিও আজীবনের সেবা নিয়ে অপেক্ষায় আছি!'

'সেজন্যে সারা জীবন আফসোস করবে! বাসন-কোসন ধোয়া, বিছানা ঠিকঠাক, টাইপ পরিষ্কার করার মত তুচ্ছ ও নোংরা কাজে লাগাব তোমাকে।'

'মনে হচ্ছে নিজের চামড়া বাঁচাতে টাপারের পক্ষে ভোট দেওয়া উচিত আমার, এবং একটা নয়, সম্ভব হলে দু-তিনটে দিতে হবে।' ক্যারলের ডেস্কে আরেকটা প্রুফ দেখে তুলে নিয়ে পড়ল ও। গসপেল তাঁবুর ঘটনা লেখা হয়েছে এটায়। 'দারুণ! জোরে জোরে না পড়লে ঠিক মজা নেই: "হামলাকারীদের এস্কর্ট করে তাঁবুর ভেতরে ঢুকে সার্ভিসে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করেছে ক্যান্ডারের নতুন মার্শাল। উল্লেখ্য, একজন ছাড়া প্রায় প্রতিটি লোক স্বেচ্ছায় দান করেছে।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, রেনে টাপার কর্তৃক নিয়োগ পেলেও আমাদের দুঃসাহসী মার্শালের মনে ঈশ্বরের প্রতি কিছুটা হলেও বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা রয়েছে।" হুম্, গাঁইতি-কোদাল হাতে ওভারটাইম করেছ এখানে।'

'পছন্দ হয়েছে তোমার?' সন্তুষ্টির সুরে জানতে চাইল ক্যারল, চোখ-মুখ উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। 'আমি লিখেছি।'

'বলে না দিলে ধরতেই পারতাম না!'

মিনিট দুয়েক আলাপ করার পর বেরিয়ে এল জন, রাস্তা ধরে এগোল শহরের মূল অংশের দিকে। চেরোকি হর্নের ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রেখেছে। অবিরাম সতর্ক প্রহরায় থাকতে থাকতে প্রায় অস্থির এবং অধৈর্য বোধ করছে ও, লোকটার মুখোমুখি হতে অধীর হয়ে পড়েছে। ইতিকর্তব্য ঠিক করে নিয়েছে জন: চেরোকি হর্নকে পায়ে গুলি করবে, আশা করছে বিস্ময় আর যন্ত্রণার কারণে লোকটার নিশানা টলে যাবে। ভাঙা পায়ে দাঁড়িয়ে গোলাগুলি করা সহজ ব্যাপার নয়, ঝানু পিস্তলবাজও খেই হারিয়ে ফেলে। অন্ধকারাচ্ছন্ন রাস্তায় লোকটার মুখোমুখি হওয়া যাবে না, কারণ প্রথম সুযোগে পঙ্গু করে দিতে হবে হর্নকে, সেজন্যে শোডাউনের জায়গায় পর্যাপ্ত আলো থাকতে হবে।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফ্রন্টিয়ারের দিকে এগোল ও, আশা করছে এখানেই পাবে লোকটাকে।

ব্যাটউইং দরজার কাছ থেকে ভেতরে দৃষ্টি চালাল জন, বন্দুকবাজকে না দেখে বারের দিকে এগোল। শেষ প্রান্তে এসে এমন জায়গায় দাঁড়াল যাতে দরজার ওপর নজর রাখতে পারে। ফারো টেবিলের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে চার্লি কীন, ওকে দেখতে পায়নি। লোকটাকে বেরিয়ে যেতে দেখতে পেল জন।

হঠাৎ শোরগোল ভেসে এল—কয়েকটা গুলির শব্দ এবং তীক্ষ্ণ চেঁচামেচি। জন আন্দাজ করল উৎসটা জেলহাউস বা কাছাকাছি কোন জায়গা। দৌড়ে ফ্রন্টিয়ার থেকে বেরিয়ে এল ও, তারপর বামে মোড় নিয়ে ল-অফিসের দিকে ছুটল। শোরগোলের উৎস আসলে লাকি টাইগার। ছুটে সেলুন থেকে বেরিয়ে আসছে লোকজন, সাইডওঅকে এসে ঘুরে দাঁড়িয়ে সেলুনের উদ্দেশে একের পর এক গুলি ছুঁড়তে শুরু করল। ভেতর থেকে তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচাল এক লোক: 'আয় ব্যাটা! সাহস থাকে তো ভেতরে আয়! আমি সানডাউনের পিস্তলেরো! তোর মত ছয় মরদকে ঠেকানোর সামর্থ্য আছে আমার! আয় ব্যাটা, বন্দুকবাজ মার্শাল, আচ্ছামত ধোলাই দিয়ে দেব তোকে!'

তাই করল জন। সুইং ডোরের নীচ দিয়ে ঝাঁপ দিল, গড়ান খেয়ে

সরে গেল বাম দিকে। হাতে কোল্ট চলে এসেছে। চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালাল ও। বারের পেছনের আয়না ভেঙে চৌচির, মেঝেয় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে কাচের টুকরো। দূরের কোণের লণ্ঠন গুলি করে নিভিয়ে দিয়েছে কেউ, সারা ঘরে তেলের কটু গন্ধ। মাত্র একজন লোককে চোখে পড়ল ওর, কর্কশ চেহারার বিশালদেহী লোক। ফেরারী তাতে কোন সন্দেহ নেই, এবং রেনে টাপারের মাসোহারাভুক্ত। বিগ হেনরি লপার। ওয়ান্টেড পোস্টার আছে লোকটার নামে—স্টেজ ডাকাতি আর খুনের দায়ে সাতশো ডলার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। সিগারেটের ধোঁয়া এবং ধুলোর মেঘের পেছনে, কামরার একেবারে শেষ দিকে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা।

কথাবার্তায় মাতাল মনে হলেও রিফ্লেক্স দেখে ধারণাটা ভুল প্রমাণিত হলো। ক্ষিপ্র বেগে ছুটছে লপার, মুহূর্তের জন্যে তাকে দেখতে পেল জন, পেছনের দরজার দিকে সটকে পড়ছে। এতক্ষণ যতই চাপাবাজি করুক, বাস্তবে ক্যান্ডারের মার্শালকে সামনে পেয়েও ন্যূনতম একটা গুলি করার খায়েশ দেখা গেল না তার মধ্যে। দরজার পাল্লা মেলে ধরে অন্ধকার গলিতে পা রাখল বিগ হেনরি লপার।

ছুটল জন। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে জজের সঙ্গে জরিমানার টাকা ভাগাভাগি করার এটাই উপযুক্ত সময়।

দরজার ঠিক পাশে পিয়ানোর অবস্থান। পাল্লার কাছাকাছি ঠায় দাঁড়িয়ে পড়ল জন। বেকুবের মত অন্ধকারে ছুটে গিয়ে সানডাউনের পিস্তলেরোকে টার্গেট প্র্যাকটিস করার সুযোগ দিতে নারাজ। মাথা বাড়িয়ে ডান দিকে দৃষ্টি চালাল ও, অন্ধকারে আঁতিপাতি করে খুঁজল; তারপর বাম দিকে নজর চালাল। মনটা খুঁতখুঁত করছে। পেছনে হালকা পায়ের শব্দ পেয়ে ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল জন, কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। চেরোকি হর্নের প্রতিহিংসা ভরা মুখ আর ধেয়ে আসা পিস্তলধরা হাতটা দেখতে পেল পলকের জন্যে। সজোরে ব্যারেলটা ওর মাথায় নামিয়ে আনল পিস্তলবাজ।

হুড়মুড় করে মেঝেয় পতিত হলো জন।

সংজ্ঞা হারায়নি ও, নিজেকে সামলে নিতে প্রাণপণ চেষ্টা করছে। কিন্তু ভোজবাজির মত কয়েকজন লোক বেরিয়ে এসেছে, আক্রমণ করেছে ওর ওপর। এরা সবাই সেলুনে লুকিয়ে ছিল। ওকে এখানে আনার জন্যে হেনরি লপারকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করেছে। চিন্তাটা আসা মাত্র তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়ল জন, অন্ধের মত হাত চালাল। সমানে আঘাত করছে, কোন নিশানা ছাড়াই। জানে ওকে ঘিরে

রেখেছে অন্তত ছয়-সাতজন লোক।

সংখ্যাটা অতিরিক্ত। বেশিক্ষণ প্রতিরোধ করা সম্ভব হলো না। পিস্তলটা কোন্ ফাঁকে পড়ে গেছে, নিজেও জানে না জন। হামলাকারীদের প্রত্যেকের মুখ ব্যান্ডানায় ঢাকা। ঠেলে ওকে শুইয়ে দিল তারা। জন যখন আবার উঠে দাঁড়াল, টের পেল চ্যাংদোলা করে ওকে তুলে নিয়েছে কয়েকজন, তারপর গলিতে বেরিয়ে এল। সমানে হাত-পা ছুঁড়ছে ও, কিন্তু মুক্ত হওয়া সম্ভব হলো না।

জেল-হাউসের পেছনের দরজা খোলা এখনও। ভেতরে ঢুকে একটা সেলে ওকে ছুঁড়ে ফেলল লোকগুলো। সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল দরজা, তালায় চাবি ঘুরানো শব্দ হলো; শেষে গলিতে বেরিয়ে গেল সবাই।

রাগ, জেদ আর বিতৃষ্ণা নিয়ে একা সেলে পড়ে থাকল জন।

গলা ফাটিয়ে চিৎকার করল ও, কিন্তু মনে হলো না কেউ শুনতে পেয়েছে। দরজার বার ধরে ঝাঁকাল সর্বশক্তিতে, কিছুই হলো না। বাঙ্কের ওপর উঠে ছোট্ট জানালা দিয়ে চিৎকার করল আবার; এবারও উত্তর পেল না। শেষে, হতাশা আর রাগে ক্লান্ত হয়ে বাঙ্কে বসে পড়ল, নিজেকে সামলে নিয়ে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল ও। রাস্তার ওপাশ থেকে নতুন শোরগোল উঠেছে। গোলাগুলি, লোকজনের চিৎকার আর সবকিছু ছাড়িয়ে ধাতব গম্ভীর কিছু শব্দ ভেসে এল। ধীরে ধীরে কমে এল শব্দের তীক্ষ্নতা।

সাইডওঅক ধরে ছুটন্ত বুটের শব্দ কানে এল ওর, হৈহল্লার দিকে ছুটে যাচ্ছে কেউ। বাঙ্কে উঠে দাঁড়িয়ে জানালার কাছাকাছি মুখ তুলে আবারও চিৎকার করল জন, কিন্তু শোরগোলের সঙ্গে শামিল হয়ে গেল ওর চেঁচামেচি।

একসময় নীরবতা নেমে এল। অস্বস্তিকর নীরবতা। ফের চিৎকার করার প্রয়াস পেল জন, টের পেল গলা দিয়ে জোরাল কোন শব্দ বেরোচ্ছে না, স্রেফ কাতরধ্বনির মত শোনাল কণ্ঠ। বাঙ্ক থেকে নেমে মেঝেয় পায়চারি শুরু করল ও, বার ঝাঁকিয়ে লাভ হবে না জেনেও চেষ্টা চালাল আবার। পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুভব করে তিক্ত হাসি ফুটল ঠোঁটে। মার্শালকে সেলে পুরে শহরে নাচন-কুর্দন করছে শয়তানের দল!

জেল হাউসের পেছনে বুটের শব্দ শোনা গেল আবার। খোলা দরজা দিয়ে আবছা অন্ধকারে এক লোককে এগিয়ে আসতে দেখতে

পেল জন।

'জন!' নিচু স্বরে ডাকল লোকটা, উদ্বেগে তীক্ষ্ণ হয়ে গেছে কণ্ঠ।

'বার্ট নাকি?' প্রায় কাতরানির মত শোনাল জনের কর্কশ গলা। 'আমাকে এখান থেকে বের করো তো! ডেস্কের ওপরের ড্রয়ারে চাবি আছে।'

দ্রুত পায়ে অফিসে ঢুকল বার্ট স্টিভেন্স। হাতড়ে লণ্ঠন খুঁজে পেয়ে ধরাল। মিনিট খানেকের মধ্যে চাবি নিয়ে ফিরে এল সে। তালা খুলল।

দরজা ঠেলে বেরিয়ে এল জন। 'ওদিকে কী ঘটল?'

'*ক্যারিয়নে* হামলা করেছে এক দল লোক। প্রত্যেকের মুখে ব্যান্ডানা লাগানো ছিল। ক্যারল আর ম্যাকফীকে বাইরে বের করে দেয় ওরা, তারপর সব কাগজপত্র গলিতে নিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। কুঠার দিয়ে মেশিনটাকে হাজার টুকরো করেছে ওরা। সব টাইপ ছোঁড়াছুঁড়ি করেছে চতুর্দিকে। পুরো অফিসটা তছনছ করেছে এরপর। পত্রিকা হিসেবে *ক্যারিয়ন*-এর কোন অস্তিত্ব নেই আর।'

'ক্যারলের ক্ষতি করেনি তো?'

'না। ওকে দেখে মনে হলো হাতে যদি পিস্তল থাকত, দু'একজনকে হয়তো ফেলে দিত আজ।'

সেলের বারের সঙ্গে হেলান দিয়ে সিগারেট রোল করল জন। *ক্যারিয়ন* অফিসে গিয়ে লাভ হবে না এখন। ক্ষতি যা হওয়ার হয়ে গেছে, কোন কিছুই জোড়া লাগানো সম্ভব হবে না। উল্টো ম্যাকফীদের অভিযোগ আর বিতৃষ্ণার শিকার হতে হবে ওকে। ওটা যখন পাওনা, পরে নেওয়াই শ্রেয়।

লাকি টাইগারের ঘটনা খুলে বলল ও। 'সবকিছুই পরিকল্পনা মাফিক ঘটেছে, বার্ট। নিখুঁত ছিল সেট-আপটা। লাকি টাইগারে হৈল্লার মাধ্যমে আমাকে ভেতরে নিয়ে গেছে ওরা, কব্জা করে সেলে ঢুকিয়ে রেখেছে যাতে আসল কাজের সময় নাক গলাতে না পারি। আমাকে এখানে আটকে রাখার পর *ক্যারিয়ন*-এ গেছে ওরা।'

'খেয়াল করেছ বোধহয়, ম্যাকফীরা ইদানীং দৃষ্টিভঙ্গি আর কাজের ধারা বদলে ফেলেছিল? কালকের পত্রিকায় টাপারের বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ করে লিখেছিল ওরা। পত্রিকার কপি গভর্নর, কাউন্টি শেরিফ এবং অ্যাটর্নির কাছে পাঠানোর কথা ছিল। এই গোপন খবরটা কোন ভাবে জেনে গেছে টাপার। তাই পত্রিকার একটা কপিও আস্ত রাখতে চায়নি সে, কিংবা আবার ছাপা হোক তাও চায়নি, সেজন্যেই শুধু কপি বা প্রুফ পুড়িয়ে ক্ষান্ত হয়নি, বরং মেশিন বা অন্যান্য জিনিসপত্রও

অকেজো করে দিয়েছে।'

'কিন্তু খবরটা কিভাবে পেল সে?'

'জানি না। একজন বিশ্বাসঘাতক আছে, সব খবরই পেয়ে যাচ্ছে সে। ফ্রাংক কেলসি কাউন্সিলম্যানদের একজন, ট্রেভিসের হয়ে কাজ করে। ডাবল ঈগল হচ্ছে ক্লিন-আপ কমিটির আখড়া, লোকজন নিশ্চিন্তে আলাপ করে ওখানে। টাপার হয়তো কেলসির কাছ থেকে এসব জেনে যাচ্ছে।'

'হতে পারে,' চিন্তিত সুরে বলল সার্কেল-আর ফোরম্যান।

সিগারেটের বাঁট ফেলে বুটের তলায় পিষল জন। 'ধন্যবাদ, বার্ট, তুমি না এলে বোধহয় আরও কয়েক ঘণ্টা আটকে থাকতে হত। যাকগে, তোমাকে দরকার হবে আমার। তবে সাবধান, আমি চাই না কেউ জানুক যে একসঙ্গে কাজ করছি আমরা।'

ল-অফিসের পেছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল বার্ট স্টিভেন্স। দরজা আটকে বোল্ট তুলে দিল জন।

নয়

অস্বাভাবিক হলেও শান্ত ও নীরব হয়ে গেছে ক্যান্ডার। উত্তেজনা শেষ। যার যার বাড়ি ফিরে যাচ্ছে লোকজন। *ক্যারিয়ন* অফিসের দিকে এগোনোর সময় কারও মুখে বিশেষ দুশ্চিন্তা বা উদ্বেগ দেখতে পেল না জন ক্যালকিন। বরং যখনই কেউ ওকে চিনতে পারল, কিছু বলল না বটে, কিন্তু বিতৃষ্ণা আর ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে দেখল। রেনে টাপারের নিযুক্ত মার্শালদের পক্ষে যেন এটাই স্বাভাবিক, প্রয়োজনের সময় কাউকেই পাওয়া যায় না।

লোকজন যাই মনে করুক, অপরাধবোধে ভুগছে ও। তিক্ত মনে খিস্তি করল নিজের উদ্দেশে। নিশ্চিত ভাবে বলা যায়, ক্যারল ম্যাকফী বা ওর বন্ধুরা ধরে নেবে হামলাকারীদের একজন ছিল জন কিংবা *ক্যারিয়নে* হামলার সময় স্বেচ্ছায় দূরে সরে ছিল। তো, ওদের ধারণা শুধরে দেওয়ার ইচ্ছে নেই ওর, ওদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে গিয়ে বারবার বিরূপ অভিজ্ঞতা হয়েছে। যথেষ্ট চেষ্টাও করা হয়েছে, আর নয়।

নির্বিকার মুখে *ক্যারিয়ন* অফিসের সামনে পৌঁছল জন, অথচ ভেতরে ভেতরে রাগ আর ক্ষোভে পুড়ছে। সাইডওঅকে ভিড় করেছে লোকজন, কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বিধ্বস্ত অফিসের দিকে, নিচু স্বরে আলাপ করছে। জানালার কাচ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, দরজার পাল্লা কোনরকমে টিকে আছে। পুরো রাস্তায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে দস্তার টাইপ। ভেতরে ভাঙা মেশিনের বিভিন্ন টুকরো, কাস্ট-আয়রনের তৈরি চাকা, জব প্রেস, চেয়ার বা ডেস্কের ভাঙা কাঠামো মিলে জগাখিচুড়ি অবস্থা। ম্যাকফী বা ক্যারলকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

দর্শকদের তীব্র অসন্তোষ অগ্রাহ্য করে পোর্চে উঠে এল জন। একটা লণ্ঠন জ্বলছে ভেতরে। অফিস পেরিয়ে দোতলায় উঠে এল, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে খানিক দ্বিধা করল, শেষে করাঘাত করল। ভেতর থেকে সাড়া দিল ক্যারল, একটু পর দরজা খুলল। ওকে দেখল আশাহতের যন্ত্রণা, হতাশা এবং তীব্র ক্ষোভ নিয়ে—মেয়েটির তপ্ত দৃষ্টির আঁচ চামড়ায় অনুভব করতে পারল জন।

দরজার পাল্লা ওর মুখের ওপর বন্ধ করে দিতে উদ্যত হলো ক্যারল, ঝটিতি কবাট আর ফ্রেমের ফাঁকে কাঁধ ঢুকিয়ে দিল জন, তারপর ক্যারলকে প্রায় ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

'এভাবে আমাকে ফিরিয়ে দিতে পারো না তুমি,' বিষণ্ণ স্বরে বলল ও। 'আমারও তো কিছু বলার থাকতে পারে, তাই না? সেটাই বলতে এসেছি, এবং শুনবে তুমি।'

'আরও মিথ্যে শুনব! উঁহুঁ, এক মাইল উঁচু বাইবেলের স্তূপ ছুঁয়ে শপথ করেও যদি বলো, বিশ্বাস করব না আমি! তোমার সব গল্পই মিথ্যে! আসলে প্রথম থেকে রেনে টাপারের হয়ে কাজ করছ, তুমিই তাকে আমাদের সব খবর জানিয়ে দিচ্ছ!'

'তোমার স্মৃতি দেখছি একেবারে কম। গসপেল তাঁবুতে আগুন লাগার ঘটনা ভুলে গেছ? ছয় বাঁদরের ধর্মদীক্ষা সম্পর্কে কী বলবে? আমি তো ভেবেছিলাম এখন আর আমাকে সন্দেহ করছ না।'

'বোকা ছিলাম আমি। তোমাকে সন্দেহ করেছি, সেজন্যে নয়, বরং আমিই তোমাকে সুযোগ করে দিয়েছি, দুর্বল মুহূর্তে স্বীকার করে ফেলেছি। হ্যাঁ, গসপেল তাঁবুতে শনিবার রাতে ছয় বাঁদরের ধর্মদীক্ষার ঘটনা আসলে সাজানো, আমাদের মধ্যে তোমার সম্পর্কে বিশ্বাস বা আস্থা ফিরিয়ে আনার কৌশল, কারণ ওই ঘটনার পর সমস্ত সন্দেহ দূরে ঠেলে দিয়ে তোমাকে নিজেদের একজন মনে করেছিলাম আমরা।

আর আগুনের ব্যাপারে আমার ব্যাখ্যাটা শুনবে? শুধু কেটের কারণে আগুন নিভিয়েছ তুমি, কারণ তুমি মনে করেছ কেট রিয়ার্সন ভেতরে আটকা পড়েছে। এতিম বাচ্চাদের পুড়িয়ে আনন্দ পাও, কিন্তু এত সুন্দরী একটা মেয়েকে পুড়তে দিতে চাওনি বলেই আগুন নিভিয়েছ!'

'তুমি আসলেই মাথামোটা!' কর্কশ স্বরে তিরস্কার করল জন।

'ঠিক, ছিলাম। কিন্তু এখন আর মাথামোটা নই। রোগটা সেরে গেছে। আজ তোমাকে দরকার ছিল আমাদের। অথচ ওই ঘটনার একটু আগেও শহরে দেখা গেছে তোমাকে। সত্যিই যদি আমাদের প্রতি তোমার কোন সহানুভূতি বা দরদ থাকত, তাহলে *ক্যারিয়ন*কে রক্ষা করার চেষ্টা করতে! কিন্তু করোনি তুমি—একটা আঙুলও নাড়োনি!'

'এটাই তো ব্যাখ্যা করতে এসেছি।'

'তোমার ব্যাখ্যা শোনার ইচ্ছে নেই আমার। এবার চলে যাও, মি. স্মার্ট মার্শাল!'

'মিনিট কয়েক যদি নীরব থেকে আমার কথা শোনো, তাহলে বুঝতে পারবে কেন সাহায্য করতে পারিনি।'

'চলে যেতে বলার পরও যাচ্ছ না কেন? তোমার ভদ্রতাবোধ সম্পর্কে প্রশ্ন তুলব না। বলার যদি এতই ইচ্ছে থাকে, তাহলে দেয়ালের দিকে ফিরে বলতে থাকো, তোমার কোন কথাই শুনব না আমি!'

ঘুরে ভেতরের কামরায় চলে গেল ক্যারল।

বিহ্বল দৃষ্টিতে মেয়েটিকে চলে যেতে দেখল জন। নিচু স্বরে খিস্তি আওড়াল নিজের উদ্দেশে। তিক্ত ও ক্ষুব্ধ মনে বেরিয়ে এল *ক্যারিয়ন* অফিস থেকে। চাইলেও রাগ করতে পারছে না ক্যারলের ওপর। ওর আচরণ বা কথাবার্তা এত পরস্পরবিরোধী ছিল যে মেয়েটির পক্ষে পার্থক্য করা সম্ভব হয়নি কোন্‌টা সত্যি কোন্‌টা মিথ্যে, কিংবা ঠিক কোথায় ওর অবস্থান। ক্লিন-আপ কমিটির সব গোপন খবরই চলে যাচ্ছে রেনে টাপারের কাছে, আর সংশ্লিষ্টদের মধ্যে শুধু জনই বহিরাগত। ক্যারল যে ওকে অবিশ্বাস করবে, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

রাস্তায় বেরিয়ে এসে ইতস্তত ঘোরাফেরা করল ও কিছুক্ষণ। একসময় সামনে গসপেল তাঁবু দেখতে পেল। ভেতরটা অন্ধকার। তবে পেছনের ছোট্ট কেবিনে আলো জ্বলছে। ওখানেই থাকে বাপ-মেয়ে। কেটের আমন্ত্রণের কথা মনে পড়ল ওর, দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে তাই করাঘাত করল দরজায়। সেকেন্ড কয়েক পর কেট রিয়ার্সনের

হাস্যোজ্জ্বল মুখ দেখতে পেল সামনে।
'ওহ্, তুমি, জন!'
'হ্যাঁ। তোমার বাবা আছে?'
'না। ম্যাকফীদের ওখানে গেছে।' বেরিয়ে এল মেয়েটি। 'কি হয়েছে, জন, কোন সমস্যা? আমি কি কোন ভাবে সাহায্য করতে পারি?'
মাথা ঝাঁকাল ও। 'ক্যারলের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করলাম, কিন্তু শুনতেই চাইল না ও! ওর ধারণা *ক্ল্যারিয়ন* অফিস ভাঙচুরের পেছনে আমার হাত আছে। ঘটনাটা ঠেকানোর চেষ্টা করলাম না কেন, ব্যাখ্যা করার জন্যে এক মিনিটও সময় দিতে চায়নি ও।'
'বেচারী! কিছু মনে কোরো না, ও একটু অল্পতে মেজাজ খারাপ করে ফেলে। মাঝে মধ্যে ভুলও করে, কিন্তু ভুলটা স্বীকার করতেও দেরি করে না। তুমি বরং আমাকে বলো, পরে সুযোগ মত ক্যারলকে বুঝিয়ে বলব।'
কেটের হাত ধরে জমিয়ে রাখা কাঠের স্তূপের দিকে এগোল জন। গাছের বড়সড় একটা গুঁড়ির ওপর বসল মেয়েটি, পাশে গোড়ালির ওপর হাঁটু গেড়ে বসল জন। রাতের ঘটনা খুলে বলল ও, মাথায় পিস্তলের ব্যারেলের আঘাতে তৈরি ফোলা দেখাল।
'ক্যারল হয়তো বলবে প্রমাণ হিসেবে দেখানোর জন্যে এটা নিজের মাথায় তৈরি করেছি আমি!'
সহানুভূতির এবং কোমল হাতে আলুর মত ফোলাটা স্পর্শ করল কেট। 'ক্যারলকে ক্ষমা করে দিতে হবে তোমার, জন, কারণ বিভিন্ন ঘটনায় মুষড়ে পড়েছে ও। দ্বিধান্বিত হয়ে আছে। সন্দেহ করার জন্যে আসলে দোষ দিতে পারবে না ওকে, কারণ ওকে এত বেশি খুঁচিয়েছ তুমি যে কখন তোমাকে বিশ্বাস করবে সেটাই বুঝতে পারছে না বেচারী। যাকগে, সময়ই সবচেয়ে বড় ঔষধ। সবই সেরে যাবে।'
'সময়ের কথা উঠল যখন, নির্বাচনের কিন্তু বেশি দেরি নেই। এগারোদিন বাকি। এদিকে একটা একটা করে তোমাদের সব তাস চুরি করছে রেনে টাপার। তোমরা কোন পরিকল্পনা করলেই জেনে যাচ্ছে। সে নিশ্চই জানত পত্রিকায় কাল কি ছাপা হবে, এও জানত কাউন্টি গভর্নর বা শেরিফের কাছে কপি পাঠাবে তোমরা। কীভাবে এসব তথ্য পাচ্ছে সে?'
'হয়তো যতটা সতর্ক থাকা উচিত, ততটা হতে পারছি না আমরা। বেশ কয়েকজনই কাজ করছে আমাদের সঙ্গে, এদের অনেকে ক্লিন-

আপ কমিটির পরিকল্পনা সম্পর্কে কম-বেশি জানে। কাউকে হয়তো সব খুলে বলি, কিংবা আভাসে-ইঙ্গিতে কিছুটা বুঝিয়ে দেই। এ নিয়ে অন্যদের সঙ্গে আলাপ করে ওরা। কোথাও নিশ্চই একটা ফাঁক আছে, টাপারের নিজস্ব কোন লোক শুনে ফেললেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।'
'ধারণাটা যৌক্তিক, আমার আন্দাজের সঙ্গে মিলেও যায়। ক্যান্ডারের এক কাউন্সিলরের নাম ফ্রাংক কেলসি। নেইল ট্রেভিসের হয়ে ডাবল ঈগলে কাজ করে সে। কাউবয় কিংবা মাইনাররা নিয়মিত যায় ওখানে, গল্প করে নিজেদের মধ্যে এবং ট্রেভিসও ক্লিন-আপ কমিটির ব্যাপারে জানে। সুতরাং চাইলে অনেক কিছু জানার সুযোগ আছে কেলসির। কাউন্সিল মীটিঙে তথ্যগুলো টাপারকে জানিয়ে থাকতে পারে ও। আবার এমনও হতে পারে যে স্রেফ স্পাইগিরি করার জন্যেই কাউন্সিলম্যান হিসেবে তাকে নির্বাচন করেছে টাপার।'
দীর্ঘশ্বাস ফেলল কেট। 'সবকিছু বড় অদ্ভুত ঠেকছে, জন, তাই না? যাই হোক, নির্বাচনে আমরাই জিতব; এ ব্যাপারে মোটামুটি নিশ্চিত আমি। ন্যায়েরই জয় হওয়া উচিত।'
কিছু বলল না জন। কেটকে ওখানে রেখেই চলে এল। কেট রিয়ার্সন যতই নিশ্চিন্ত থাকুক, এখনও ও মনে করে নির্বাচনে পরাজিত হবে ক্লিন-আপ কমিটি। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে সে-সম্ভাবনাই বেশি।
ফ্রন্টিয়ারে এল ও। ভেবেছিল চেরোকি হর্নকে পাবে, কিন্তু নেই সে। বার পেরিয়ে রেনে টাপারের অফিসের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল জন, করাঘাত করার ঝামেলায় গেল না। ডান হাত আলতো ভঙ্গিতে পড়ে আছে কোল্টের ওপর, হারানো পিস্তলটা খুঁজে পায়নি, তবে জেল হাউসের অস্ত্রের র‍্যাক থেকে একটা তুলে নিয়েছে বেরিয়ে আসার সময়। ভেতরে ঢোকার পর, ডেস্ক এড়িয়ে একেবারে শেষ দিকে দৃষ্টি চালাল, সাধারণত ওখানকার একটা চেয়ারে বসে চার্লি কীন।
করাঘাত ছাড়া ঢুকে পড়ায় অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়ে গেছে বন্দুকবাজ। আয়েশ করে পান করছিল, হাতে হুইস্কির গ্লাস। ওকে দেখে তৎক্ষণাৎ গ্লাস ছেড়ে দিয়ে পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল, একইসঙ্গে উঠে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু জনের ক্ষিপ্রতার কাছে হার মানল সে, কোল্টের নিশানায় তাকে থামিয়ে দিল জন। 'উঁহুঁ, পিস্তল বের করে লাভ হবে না, চার্লি!' শীতল সুরে নির্দেশ দিল ও।
স্থির হয়ে গেল কীনের হাত। জনের নির্দেশে ধীরে ধীরে বসে

পড়ল চেয়ারে। ভঙ্গিটা আড়ষ্ট, টানটান।

'এখানে এসেছ কেন?' ডেস্কের পেছন থেকে খেঁকিয়ে উঠল রেনে টাপার। 'জন, এভাবে বিনা নোটিশে আমার অফিসে ঢুকে পড়ার মানে কি?'

ডেস্কের সামনে গিয়ে দাঁড়াল জন। 'রেনে, বিফ যখন আমাকে কায়দা করতে চেয়েছিল, খোঁড়া যুক্তি দেখিয়ে পার পেয়ে গেছ তুমি, বলেছ প্ল্যানটা নাকি বিফের ছিল, তুমি কিছু জানতে না। বিশ্বাস করেছিলাম কথাটা। কিন্তু এখন আবার বোলো না যে আমাকে পিটিয়ে তক্তা বানিয়ে জেলে আটকে রাখার আইডিয়া চেরোকি হর্নের।'

'দুঃখিত, জন, এটাও আমার আওতার বাইরে ছিল—পুরোপুরি চেরোকির আইডিয়া। ভাবছি দেখা হলে কিছু সবক আর নগদ জ্ঞান দিয়ে দেব ওকে। তোমার ওপর চড়াও হওয়ার ঘটনা ছাড়া, বাকিটুকু কিন্তু আমার পরিকল্পনা অনুযায়ী ঘটেছে। এমন কোন ক্ষতি হয়নি তোমার, মাথায় সামান্য একটা আলু জুটিয়েছ কেবল। তোমাকে যদি পথ থেকে সরিয়ে দিতে চাইতাম, তাহলে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আস্ফালন করতে পারতে না এখন।'

যৌক্তিক ব্যাখ্যা, বিশ্বাস না করে উপায় নেই। 'বেশ, শুনি কি পরিকল্পনা ছিল তোমার।'

'বলছি। মার্শাল হিসেবে তোমার গ্রহণযোগ্যতা মন্দ নয়, কারণ ক্লিন-আপ কমিটির সঙ্গে খাতির আছে তোমার। ভেবে দেখো, *ক্যারিয়ন*-এর ওই ঘটনার সময় তুমি যদি সাহায্য না করে ঘোরাঘুরি করতে, তাহলে কী ভাবত ওরা? তোমার প্রতি বিষিয়ে উঠত ওদের মন, বন্ধু হিসেবে তোমাকে বাতিল করে দিত। তো, ভেবে দেখলাম হঠাৎ যদি এক দল লোক তোমাকে কোথাও নিয়ে আটকে রাখে, ব্যাপারটা তাহলে সুন্দর ভাবে শেষ হয়। সাপ মরে, লাঠিও ভাঙে না। এখন বরং তোমার ওপর ওদের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হবে। ওরা ধরে নেবে যে মার্শালকে মোটেই বিশ্বাস করি না আমি, তাই আসল কাজের সময় চালাকি করে সরিয়ে দিয়েছি। নেইল ট্রেভিসের কাছে গিয়ে তোমার গল্প শুনিয়ে দেবে কীভাবে আক্রমণের শিকার হয়েছিলে। ক্লিন-আপ কমিটির সদস্যদের মধ্যে গল্পটা ছড়িয়ে দেবে সে। বুঝেছ? কাজটা এখনই করতে হবে।'

সন্তুষ্টির হাসি মেয়রের মুখে।

নিতান্ত আলসেমির সঙ্গে পিস্তলের মাজল নিচু করল জন। টাপারের ব্যাখ্যা বিশ্বাসযোগ্য ও যৌক্তিক মনে হচ্ছে, শুধু একটা

ব্যাপার ছাড়া—ক্লিন-আপ কমিটি ক্যান্ডারের মার্শালের ভূমিকা নিয়ে কী ভাববে এ নিয়ে কখনোই আমল দেয়নি রেনে টাপার; অথচ এখন দিচ্ছে। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক নয় কী?

আপাতত টাপারের ব্যাখ্যা মেনে নেওয়া ছাড়া কিছুই করার নেই ওর। 'হ্যাঁ, বুঝেছি,' নির্বিকার সুরে বলল জন। 'আমাকে যদি এতই পছন্দ করে থাকো, তাহলে একটা কাজ করে দাও। আমার পিস্তলটা ফেরত পাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারো? বহুদিন ধরে ব্যবহার করছি ওটা, অভ্যস্ত হয়ে গেছি তো।'

ভুরু কোঁচকাল টাপার। 'কী জানো, এ মুহূর্তে কথা দিতে পারছি না। ভেবে দেখব। কীভাবে জানব কোথায় আছে ওটা কিংবা কে নিয়েছে?'

'রেনে, ক্যান্ডার চলে তোমার হাতের ইশারায়। আমার চাঁদির ফোলার বিনিময়ে পিস্তলটা ফেরত চাইছি, যদিও তুলনা করলে এমন কোন শোধবোধ হবে না। কথাটা তোমার লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে দাও। কালকের মধ্যে যেন পিস্তল ফেরত পাই।'

'বেশ,' দেহরক্ষীর দিকে ফিরল সে। 'চার্লি, তোমার ওপর পড়ল দায়িত্বটা।'

কেবিনে এসে শুয়ে পড়ল জন। মাথা ব্যথা করছে।

বৃহস্পতি ও শুক্রবার চলে গেল কোন ঘটনা ছাড়াই। চেরোকি হর্নের খোঁজে সজাগ দৃষ্টি রেখেছে জন, কিন্তু কোথাও দেখতে পেল না তাকে। লোকটাকে খুঁজে পাওয়ার আরও একটা কারণ যোগ হয়েছে এখন, সম্ভবত হর্নও তা টের পেয়ে গেছে; কারণ সে বুঝে নিয়েছে পিস্তলের ব্যারেল দিয়ে ওর মাথায় আঘাত করার আগে তাকে দেখতে পেয়েছে জন। সম্ভবত ওর চোখের আড়ালে থাকার জন্যে হর্নের পক্ষে আরও জোরাল কারণ এটা।

শনিবার দুপুর থেকে ফ্রন্টিয়ারের ফটকে ***মাইনারদের জন্যে ফ্রী ড্রিঙ্ক*** ব্যানার শোভা পেল আবার। সন্ধের পরপরই রেনে টাপারের জরুরী তলব পেয়ে মেয়র অফিসে পা রাখল জন। কামরায় নেই চার্লি কীন।

'পিস্তল ফেরত পেয়েছ?' জানতে চাইল টাপার।

'হ্যাঁ। বৃহস্পতিবারে বারকীপ ফেরত দিল। কৃতজ্ঞ বোধ করছি।'

'ভুলে যাও। এবার মনোযোগ দিয়ে শোনো, জরুরী কাজে ডেকেছি তোমাকে। আজ রাতে একটা নাটক ঘটবে। উঁহুঁ, নাটকে অংশগ্রহণ করতে পারবে না তুমি। এক কাজ করো, গসপেল তাঁবুয় গিয়ে ধর্মের

কিছুটা দীক্ষা নিয়ে আসতে পারো।'

'এটা কি নির্দেশ?'

'আলবৎ! শহরের এদিকে তুমি না এলেই সবার মঙ্গল হবে–তোমার এবং আমাদের জন্যে।'

কারণটা মোটামুটি আন্দাজ করতে পারছে ও, তাই জিজ্ঞেস করার ঝামেলায় গেল না। নাটকটা কি হবে, কিংবা কারা এর চরিত্র, আঁচ করার চেষ্টা করল বেরিয়ে যাওয়ার সময়। অফিস কামরার ঠিক বাইরে চার্লি কীনকে দেখতে পেল, তার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে ড্রিঙ্কের ফরমাশ দিল জন। 'আজ রাতে বোধহয় একটা কিছু ঘটবে, বাতাসে আঁচ পাচ্ছি,' মন্তব্যের সুরে বলল ও।

'ঠিক। এটা টের পাওনি যে ওটার সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক নেই?'

'হুঁ। গসপেল তাঁবুয় গিয়ে ধর্মের কথা শুনব। কিন্তু কিছুটা কৌতূহল হচ্ছে। আমার তো ধারণা তুমিই সামাল দেবে ব্যাপারটা, তাই না?'

'আন্দাজ করতে থাকো, লেগে যেতেও পারে।'

চার্লি কীনের কাছ থেকে কিছু বের করা যাবে না, মোটামুটি নিশ্চিত জন। কয়েক জায়গায় ঘুরে বেড়াল ও, অন্যদের কথাবার্তা মনোযোগ দিয়ে শুনল–আশা করছে কোন আভাস পাবে। কিন্তু ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ল না। ব্যাপারটা যদি সবার জানাও থাকে, এ নিয়ে কথা বলছে না কেউ। সাপার করার জন্যে রেস্তোরাঁয় গেল ও, ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছে তখনও। পেটপূজা শেষে রাস্তা পেরিয়ে ডাবল ঈগলে ঢুকল।

জেসি হল রয়েছে বারে। শনিবারের মতই তৃষ্ণার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ফ্রন্টিয়ারের দিকে, বোধহয় সঙ্গীদের সৌভাগ্যকে ঈর্ষা করছে। জনের অবচেতন মনের ধারণা আজকের নাটক জেসি হলকে নিয়ে, মাইনারকে সরিয়ে দেওয়ার কোন প্ল্যান করেছে রেনে টাপার। নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্যে ওকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছে মেয়র।

কী করতে পারে ও? ক্যারল বা কেটের মাধ্যমে জেসি হলকে নিরস্ত করার সুযোগ নেই এখন, কিংবা সরাসরি আলাপ করলেও ওকে পাত্তা দেবে না মাথা গরম মাইনার। একবারে যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। সম্ভবত নেইল ট্রেভিস বা বার্ট স্টিভেন্সকেও গুরুত্ব দেবে না অহঙ্কারী আইরিশ।

চারপাশে তাকাল জন। ভিড় নেই তেমন। একে তো সময় হয়নি, তা ছাড়া বেশিরভাগ মাইনার এখন রাস্তার ওপাশের সেলুনে ফ্রী ড্রিঙ্কের সুবিধা নিতে ব্যস্ত। এক প্যাকেট তাস নিয়ে টেবিলে বসে অনুশীলন করছে ফ্রাংক কেলসি, বারের একেবারে শেষ প্রান্তে বসে আছে নেইল ট্রেভিস, ঠোঁটে দীর্ঘ সিগার ঝুলছে। এগিয়ে গিয়ে সেলুন মালিকের পাশে বসে পড়ল জন।

'অস্থির হয়ে পড়েছে জেসি হল,' নিচু স্বরে বলল ও। 'কোন কোন মানুষ নিকট অতীত থেকে শিক্ষা নিতে পারে না, হল তেমন মানুষ। শিগগিরই ফ্রন্টিয়ারে যাবে ও। কিছু আভাস পেয়েছি আমি, আজ রাতে একটা নাটক ঘটতে যাচ্ছে। সম্ভবত হলকে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে ওরা। তুমি কি কথা বলবে ওর সঙ্গে? ওকে ফ্রন্টিয়ারে যাওয়া থেকে নিরস্ত করতে পারলে ভাল হয়।'

'মনে হয় না সফল হব। ব্যাটার মাথায় মগজের চেয়ে জেদ আর গোয়ার্তুমিই বেশি। যাক্‌গে, কোন আইডিয়া আছে তোমার?'

'শুধু একটা জায়গাই আজ রাতের জন্যে ওর জন্যে নিরাপদ–জেল। কিন্তু আমি ওকে গ্রেফতার করতে গেলে তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে বসবে। বাধা দিতে লড়বে। আলাপ করো ওর সঙ্গে, বলো গোপন সূত্রে খবর পেয়েছ ওকে খুন করবে প্রতিপক্ষ। পেছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে জেল হাউসে চলে যেয়ো। কেউ যেন দেখতে না পায় তোমাদের। ততক্ষণে ল-অফিসে গিয়ে পেছনের দরজা খুলব আমি। এক বোতল হুইস্কি নিয়ো সঙ্গে, হলকে ব্যস্ত রাখতে হবে।'

'ওকে যদি রাজি করাতে না পারি?'

'তা হলে যত ইচ্ছে হুইস্কি খাওয়াও, আউট হয়ে গেলে সরিয়ে নেবে ওকে। নেইল, আমি নিশ্চিত আজ রাতেই কাজ সেরে ফেলবে ওরা।'

'দুঃখিত! নেইল...?' পেছনে গম্ভীর, শালীন একটা কণ্ঠ শোনা গেল।

ঘাড় ফেরাতে কনুইয়ের কাছে ফ্রাংক কেলসিকে দেখতে পেল জন। মালিকের দিকে তাকিয়ে আছে ফারো ডিলার। 'তাস শেষ, নেইল। তোমার অফিসে বাড়তি প্যাকেট আছে নাকি?'

'আছে। এসো, দিচ্ছি তোমাকে। ...ঠিক আছে, জন।'

অফিসের দিকে চলে গেল দু'জন। পেছনে, ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে জন। ফ্রাংক কেলসি কতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে ছিল, ঠিক কতটা শুনতে পেয়েছে? বলা কঠিন।

বারের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা বার্ট স্টিভেন্সের পাশে গিয়ে

দাঁড়াল ও। ফোরম্যানের জন্যে ড্রিঙ্কের ফরমাশ দিল। 'আশপাশে থেকো,' বারম্যান ড্রিঙ্ক দিয়ে অন্য দিকে চলে যেতে নিচু স্বরে বলল। 'ফ্রাংক কেলসিকে চোখে চোখে রাখো। খেয়াল রেখো ও বেরিয়ে যায় কিনা কিংবা কারও হাতে নোট বা কাগজ ধরিয়ে দেয় কিনা। আরও একটা ব্যাপার...কেলসির সঙ্গে কথা বলার পরপরই কেউ হয়তো বেরিয়ে যেতে পারে। ব্যাপারটা জরুরী, বার্ট।'

'বুঝেছি,' মৃদু স্বরে জানাল সার্কেল-আর র‍্যামরড।

অন্য দিকে সরে গেল জন, তবে সতর্ক নজর রেখেছে পুরো সেলুনে।

অফিস থেকে বেরিয়ে এল ট্রেভিস আর কেলসি। ফ্রন্টিয়ারের দিকে তাকিয়ে থাকা জেসি হলের দিকে এগোল সেলুন মালিক। মাইনারের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলল, তারপর দু'জনে ঢুকে পড়ল অফিসে। একটু পর একা বেরিয়ে এল ট্রেভিস, ক্ষীণ নড করল জনের উদ্দেশে। সঙ্গে সঙ্গে সেলুন ছেড়ে বেরিয়ে গেল জন।

ল-অফিসের তালা খুলে ভেতরে ঢুকল ও। ডেস্ক থেকে চাবি সংগ্রহ করে অন্ধকারের মধ্যে এগোল। পেছনের দরজার বোল্ট খুলে বেরিয়ে এল, প্রায় অন্ধকার একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষায় থাকল। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে গলিতে সতর্ক পদশব্দ শুনতে পেল। 'জন, তুমি তো?' নিচু স্বরে জানতে চাইল একজন। কণ্ঠটা নেইল ট্রেভিসের। সাড়া দিয়ে পথ দেখাল ও।

সমানে প্রতিবাদ করছে হল। 'ব্যাপারটা একটুও পছন্দ হচ্ছে না আমার, নেইল! এভাবে পালিয়ে থাকার কোন মানে হয়? আমি ভীতু নই, কাউকে ডরাইও না!'

'এটা স্রেফ সতর্কতা, জেসি, ক্লিন-আপ কমিটিকে একটু ফেভার করলে না হয়। নির্বাচনের পর যেখানে খুশি যেয়ো, কিন্তু ততদিন পর্যন্ত রয়ে-সয়ে চলতেই হবে। তোমার জন্যে একটা বোতল এনেছি। আমাদের একজন পরে তোমার সঙ্গে দেখা করবে।'

ট্রেভিস আর হল ঢোকার পর পাল্লা ভিড়িয়ে বোল্ট তুলে দিল জন।

বিড়বিড় করে অসন্তোষ প্রকাশ করছে মাইনার, নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেলে ঢুকল। সেলের দরজা বন্ধ করে তালা লাগাল জন, প্রতিশ্রুতি দিল একটু পর এসে দেখা করবে; তারপর ট্রেভিস সহ বেরিয়ে এল ল-অফিস থেকে। দরজায় তালা লাগাল জন, আলাদা হয়ে ফ্রন্টিয়ারের দিকে এগোল।

সুইং ডোরের ওপর দিয়ে ভেতরে নজর চালাল ও, বারের শেষ

প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেল চার্লি কীনকে। রাস্তা পেরিয়ে এবার ডাবল ঈগলে ঢুকল, একটা সিগারেট রোল করে দেয়াশলাইয়ের জন্যে পকেটে হাত ঢোকাল। ভান করল নেই, সাহায্যের জন্যে দেয়াশলাই চাইল বার্ট স্টিভেন্সের কাছে। সিগারেট ধরানোর ফাঁকে নিচু স্বরে জানতে চাইল: 'কিছু ঘটেছে?'

'নাহ্। কেলসি বাইরে যায়নি, কাউকে কোন নোটও দেয়নি। দু'জনের সঙ্গে কথা বলেছিল, এদের একজন বেরিয়ে গেছে। লোকটাকে চিনি। বিশ্বস্ত।'

'নজর রেখো। গসপেল টেন্টে যাচ্ছি আমি।'

গসপেল তাঁবুয় এসে একেবারে পেছনের বেঞ্চে বসে পড়ল জন। শহরে থাকার ইচ্ছে ছিল ওর, কৌতূহল বোধ করছে যে শেষপর্যন্ত কী ঘটে, তা ছাড়া উপস্থিত থাকতে পারলে প্রয়োজনে সক্রিয়ও হতে পারত; কিন্তু সন্দেহ নিরসন করার জন্যে টাপারের নির্দেশও মানতে হবে। ভেতরে ভেতরে অস্থির বোধ করছে, অবচেতন মনে কেবলই মনে হচ্ছে অশুভ কিছু একটা ঘটবে। এমনও হতে পারে ওর আন্দাজে ভুল হয়েছে এবং জেসি হল নয়, অন্য কেউ বিপদে আছে, এতক্ষণে হয়তো চার্লি কীনের বুলেটের আঘাতে প্রাণও হারিয়েছে।

রেভারেন্ড রিয়ার্সন প্রার্থনা শেষের ঘোষণা দিতে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল ও, দ্রুত পায়ে এগোল ফ্রন্টিয়ারের দিকে।

সবকিছু আগের মতই আছে, শুধু কোলাহল আর তৃষ্ণার্ত মাইনারের সংখ্যা বেড়ে গেছে। এখনও বারের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে চার্লি কীন। অস্বস্তি হচ্ছে জনের, পরিমাণে সেটা বেড়ে গেছে আরও, রাস্তা পেরিয়ে ডাবল ঈগলে ঢুকল। বার্ট স্টিভেন্স রিপোর্ট করল ফ্রাংক কেলসি সন্দেহজনক কোন আচরণ করেনি। কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলেছে, তাদের কেউ কেউ বেরিয়েও গেছে; কিন্তু একইসঙ্গে সবার ওপর নজর রাখা সম্ভব নয় বলে এখানেই থেকে গেছে সার্কেল-আর র‍্যামরড।

কাগজে মোড়া একটা প্যাকেট হাতে এগিয়ে এল নেইল ট্রেভিস। 'জেসিকে দিয়ো এটা,' বলল সে। 'আমি নিজেই যেতাম, কিন্তু তোমার কাছ থেকে চাবি নিতে ভুলে গেছি।'

প্যাকেট নিয়ে বেরিয়ে এল জন। মিনিট কয়েক পর ল-অফিসে ঢুকল। সবকিছু শান্ত। সেলের চাবি বের করে অন্ধকার করিডর ধরে এগোল ও। 'জেসি!' মৃদু স্বরে ডাকল মাইনারকে, উত্তর না পেয়ে আবার ডাকল তীক্ষ্ণ স্বরে।

এবারও উত্তর এল না।

দেয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে তুলে ধরল।

বারের ওপাশে, মেঝেয় পড়ে আছে জেসি হল। দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে সিলিঙে। কোটের কিনারা সরে গেছে, বুকের কাছে ফ্লানেল শার্টটা গাঢ় দেখাচ্ছে এক জায়গায়, ঠিক মাঝখানে একটা ছোরা আমূল ঢুকে আছে, শুধু হাতল বেরিয়ে আছে বাইরে।

দশ

নিচু স্বরে খিস্তি আওড়াল জন। দ্রুত সেলের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ল। অন্ধকারে জেসি হলের লাশের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল, সন্দেহ নিরসনের জন্যে পরখ করল দেহটা—প্রাণের কোন চিহ্নই নেই।

ঠাণ্ডা মাথায় পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পেল। ও ছাড়া শুধু নেইল ট্রেভিসই জানত যে জেলে আছে জেসি হল। যদি জেসিকে এখানে আনতে কেউ দেখে থাকে...কিংবা কেউ যদি ডাবল ঈগলে ওদের আলাপ শুনে থাকে, তারপর রেনে টাপারের কানে পৌঁছে দিয়েছে খবরটা। দুটো "যদি" চিন্তিত এবং উদ্বিগ্ন করে তুলল ওকে।

সম্ভবত ল-অফিসের বাড়তি একটা চাবি আছে রেনে টাপারের কাছে। সেলের দরজা খোলার প্রয়োজন পড়েনি খুনীর। কাছাকাছি এসে ফিসফিস করে ডেকেছে হলকে, মাইনার বোধহয় ধরে নিয়েছিল জন বা ট্রেভিস হবে লোকটা; হল বারের কাছাকাছি আসতে ছুরি চালিয়েছে খুনী। জন মোটামুটি নিশ্চিত যে বাস্তবে এমন কিছুই ঘটেছে।

খুনী লোকটা কে? টাপারের অধীন যে-কেউ হতে পারে, হয়তো চেরোকি হর্ন। তবে একজন সম্পর্কে মোটামুটি নিঃসন্দেহ ও—চার্লি কীন। লোকটা আক্ষরিক অর্থে বন্দুকবাজ, ছুরি চালাবে না সে। খুন করতে হলে পিস্তল বা রাইফেল বেছে নেবে। তারপরও নিশ্চিত হতে হবে, খোঁজ নেওয়া দরকার ওর গসপেল তাবুতে থাকার সময় কীন ফ্রন্টিয়ার ছেড়ে বেরিয়েছিল কিনা। চেরোকি হর্ন সম্পর্কে কোন খবর যোগাড় করা সম্ভব হবে না, একই ব্যাপার টাপারের অন্য লোকদের

ক্ষেত্রে।

অফিসে এসে জানালার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে বাইরে দৃষ্টি রাখল ও। রাস্তায় কোন নড়াচড়া চোখে পড়ল না। নিশ্চিন্ত হয়ে পেছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল, কিছুক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল। যতদূর মনে হচ্ছে জেল হাউসের ওপর নজর রাখেনি কেউ। নিশ্চিন্তে কাজ সেরে চলে গেছে খুনী।

ভেতরে ঢুকল ও। লণ্ঠন ধরিয়ে সতর্কতার সঙ্গে করিডর খুঁটিয়ে দেখল, মিনিট কয়েকের মধ্যে নিশ্চিত হলো খুনী সামান্য চিহ্নও রেখে যায়নি। মেঝে সিমেন্টে তৈরি, ট্র্যাক পড়ার কোন সম্ভাবনা নেই। অফিসেও অস্বাভাবিক কিছু পাওয়া গেল না। অনায়াসে কাজ সারার সুযোগ ছিল যখন—সেলের কাছে গিয়ে জেসি হলের বুকে ছুরি চালিয়ে কেটে পড়লেই হলো—এক্ষেত্রে চিহ্ন থাকার কথাও নয়।

লণ্ঠন নিভিয়ে ডেস্কে বসল জন, মনে মনে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করল। মাইনারকে নিয়ে ট্রেভিস যদি সবার অগোচরে এখানে পৌঁছে থাকে, তাহলে খবরটা রেনে টাপারের কানে যাওয়ার সম্ভাব্য একটাই উপায়—ফ্রাংক কেলসির মাধ্যমে। ফারো ডিলার হয়তো অন্য কারও মাধ্যমে খবরটা পৌঁছে দিয়েছে। জন অবশ্য বার্তাবাহকের ব্যাপারে নয়, বরং খুনীর ব্যাপারে আগ্রহী।

এবার নিজের অবস্থান নিয়ে ভাবল। বেকায়দা পরিস্থিতি। মার্শাল হিসেবে জবাবদিহি করতে হবে ওকে, খুনের দায়িত্বও ওর ঘাড়ে চাপবে; তা ছাড়া চাবি ওর কাছেই ছিল। সেলের ভেতরে পড়ে থাকা মানুষটা ক্লিন-আপ কমিটির মেয়র প্রার্থী, সাধারণ কেউ হলে এত নাজুক হত না পরিস্থিতি। হলের মৃত্যুর খবর প্রকাশ পেলে হৈচৈ শুরু হবে সারা শহরে। নিজের হাতে আইন তুলে নিতে পারে মাইনাররা, হয়তো জনকেই খুনী ভাববে। ড্যান মেরিকের মত লিঞ্চিঙের শিকার হওয়ার সম্ভাবনা আছে ওর, পার্থক্য শুধু: বার্ট স্টিভেন্সের দলবলের জায়গায় এবার মবের নেতৃত্ব দেবে ক্ষুব্ধ মাইনাররা।

'ঠিক সামলে নেব,' উঠে দাঁড়ানোর সময় নিচু স্বরে স্বগতোক্তি করল ও।

পেছন দরজা খুলে চারপাশ নিরীখ করল, অস্বাভাবিক শব্দ শোনার প্রয়াস পেল; শেষে নিশ্চিন্ত হয়ে সেলে ঢুকল জন। জেসি হলের কোটের সবকটা বোতাম আটকে দিল প্রথমে। লাশটা এবার বাইরে নিয়ে যেতে হবে। কাঁধের ওপর তোলা যাবে না, ভাবছে জন, তাতে রক্ত পড়তে পারে গায়ে। দুই হাতের ওপর ওজনদার শরীরটা তুলে

নিল ও।

অন্ধকার গলি ধরে ফ্রন্টিয়ারের দিকে এগোল জন। মাঝে মধ্যে থামছে, দম নেওয়ার ফাঁকে চারপাশে তীক্ষ্ণ নজর রাখছে, কান দুটো সজাগ। জেল থেকে কিছুটা দূরে এসে, ফ্রন্টিয়ারের পেছন দরজা থেকে জায়গাটা মোটামুটি পঞ্চাশ ফুট দূরে, জেসি হলের লাশ নামিয়ে রেখে ভঙ্গিটা ঠিক করল—হাত-পা ছড়িয়ে দিয়ে, কোটের বোতাম খুলে দিল। নিশ্চিন্ত হয়ে দ্রুত পায়ে জেল হাউসে চলে এল ও।

দরজার বোল্ট তুলে, করিডরের আলো জ্বালিয়ে নিজেকে নিরীখ করল এবার। করিডর আর সেলের ভেতরে রক্ত পড়েছে কিনা খেয়াল করল। ছুরি খাওয়ার পর চিৎ হয়ে পড়েছে হল, ছুরিটা বুকেই বিঁধে ছিল, তাই রক্ত পড়েনি। সামান্য যা রক্তক্ষরণ হয়েছে, ফ্ল্যানেল শার্টই পুরোটা শুষে নিয়েছে।

বাতি নিভিয়ে সামনের দরজা দিয়ে ল-অফিস থেকে বেরিয়ে এল ও। দ্রুত পা চালিয়ে ডাবল ঈগলে ঢুকে পড়ল। নেইল ট্রেভিসকে দেখতে পেল না কোথাও। সরাসরি অফিসে ঢুকল ও।

ডেস্কে বসে হিসাবপত্র দেখছে ট্রেভিস। মুখ তুলে তাকাল সে, জানতে চাইল: 'কি করছে ও? দেরি হওয়ায় খেপে যায়নি তো?'

'ভেগে গেছে ও।'

'ভেগে গেছে! জেসি?' বিস্ময়ে ঝুলে পড়ল ট্রেভিসের কাঁধ। 'বলতে চাইছ সেলে নেই ও? তুমি নিশ্চিত?'

'হ্যাঁ। করিডরের বাতি জ্বালিয়ে দেখেছি। সেলের তালা খোলা হয়নি, কিন্তু ভেতরে নেই হল।'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সেলুন মালিক। 'ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না!'

'হয়তো বাইরে থেকে সাহায্য করেছে কেউ। আচ্ছা, যাওয়ার পথে কেউ তোমাদের দেখে ফেলেনি তো?'

'যথেষ্ট সতর্ক ছিলাম। তবে নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই, তাই না? যে-হারে বকবক করছিল জেসি।'

'সেক্ষেত্রে টাপারের লোকেরাই বের করে নিয়ে গেছে ওকে। সম্ভবত বাড়তি একটা চাবিও আছে মেয়রের কাছে।'

'কিন্তু আমি মোটামুটি নিশ্চিত যে আমাদের দেখতে পায়নি কেউ।' ভুরু কুঁচকে আছে ট্রেভিসের, বিরক্তি নাকি অসন্তোষের কারণে, বোঝা গেল না। আচমকা কঠিন হয়ে গেল চাহনি। 'নাকি তুমিই সরিয়ে নিয়েছ ওকে?'

'কেন সরাব? ওকে জেলে রাখার প্রস্তাবটা তো আমিই দিয়েছিলাম, তাই না?'

'কী জানি, এতক্ষণে হয়তো খুন হয়ে গেছে বেচারা!'

আবারও সন্দেহের আঙুল তোলা হলো ওর দিকে, কিন্তু এবার আর তিক্ত অনুভূতি হলো না, রীতিমত তেতে উঠল জন। 'শোনো, নেইল,' তীক্ষ্ণ এবং শীতল স্বরে জবাব দিল। 'হলকে যদি সরিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে থাকত, তাহলে গত শনিবারে ওকে গুলি করতে পারতাম, কিংবা আজ রাতে চার্লি কীনের হাতে ছেড়ে দিলেও হত।'

'হয়তো তুমি চাওনি খুন হয়ে যাক ও, কিংবা এও হতে পারে নির্বাচন পর্যন্ত ওকে সরিয়ে রাখতে চাও,' দ্রুত ব্যাখ্যা দিল সেলুন মালিক, কিছুটা বিব্রত দেখাচ্ছে। 'নিখোঁজ প্রার্থী নিয়ে নির্বাচনে জেতার সম্ভাবনা নেই আমাদের।'

'অন্যদের মতই বাতিকগ্রস্ত তুমি! আমাদের বরং ওকে খুঁজে বের করা উচিত।'

'উঁহুঁ, নিজেকে বাতিকগ্রস্ত মনে করি না আমি। ক্যান্ডারে আগন্তুকদের আসার কারণ কী? অন্যদের চেয়ে তুমি আলাদা কিসে? তোমাকে অপদস্থ করার জন্যে বলছি না, জন, ভেবে দেখো, টাপারের সঙ্গে জড়িয়ে গেছ তুমি। টাউন মার্শাল হয়েছ, আর এখন তোমার জিম্মা থেকে নিখোঁজ হয়ে গেছে জেসি হল। সেলের চাবি তোমার কাছে ছিল। কী আশা করো আমার কাছে, এরচেয়ে সহজ ব্যাখ্যা আর কী হতে পারে?'

'তোমার ধারণায় কিছুই আসে-যায় না আমার, পরোয়াও করি না! আমি মনে করি দেরি না করে জেসি হলের খোঁজে তল্লাশি চালানো উচিত।'

ডেস্ক ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ট্রেভিস, কাঁধ ঝাঁকিয়ে একমত হলো। বাররূমে চলে এল ওরা।

'জেসি হলকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না,' বার্ট স্টিভেন্সকে ডেকে বলল সেলুন মালিক। 'মনে হয় না ফ্রন্টিয়ারে গেছে, তবে খোঁজ নেওয়া দরকার। তোমার ক্রুদের নিয়ে সারা শহর খুঁজে দেখো, হয়তো মাতাল হয়ে গলিতে পড়ে আছে ও। টাপারের লোকজন ওকে খুঁজে পাওয়ার আগে আমাদের পাওয়া উচিত।'

গলিতেই পড়ে আছে ও, আনমনে ভাবল জন।

ট্রেভিসের সঙ্গে বেরিয়ে রাস্তার ওপাশে চলে এল ও, ফ্রন্টিয়ারে তালাশ করল। জেসি হল নেই এখানে। রাস্তা ধরে এগোল ওরা,

দু'পাশের প্রতিটি সেলুনে খোঁজ করল। একসময় ল-অফিসের কাছাকাছি পৌঁছে গেল। 'আমি নিজে একবার দেখতে চাই,' হঠাৎ তীক্ষ্ণ স্বরে বলল নেইল ট্রেভিস। 'দরজা খোলো, জন।'

অফিসে ঢুকে লণ্ঠন জ্বালাল ও। ট্রেভিস তল্লাশি চালাল, আর সারাক্ষণ লণ্ঠন হাতে তার সঙ্গে ঘুরল জন। শূন্য সেলে ঢুকে এক দেয়াল থেকে অন্য দেয়াল পর্যন্ত খুঁটিয়ে জরিপ করল সেলুন মালিক, করিডরের মেঝে দেখল। 'কিচ্ছু না!' সংক্ষেপে বলল সে। 'কোন রক্ত বা চিহ্ন নেই!'

'আমার কাছে মনে হচ্ছে একাই বেরিয়ে গেছে ও।'

বেরিয়ে এসে এবার স্টোর এবং বাকি সেলুনগুলোয় খোঁজ করল ওরা। ডীন থমাসের স্টোরের কাছাকাছি পৌঁছেছে, এসময় হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল বার্ট স্টিভেন্স। গম্ভীর, ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে ফোরম্যানের মুখ। 'পেয়েছি ওকে! ফ্রন্টিয়ারের পেছনের গলিতে পড়ে আছে। লাশ! বুকে ছুরি চালিয়েছে খুনী।'

'লাশ!' তীক্ষ্ণ স্বরে বিস্ময় প্রকাশ করল ট্রেভিস। 'ফ্রন্টিয়ারের পেছনের গলিতে?'

'হ্যাঁ।'

জনের দিকে ফিরল সে, রাগে কুঁচকে গেছে মুখ। 'তুমিই দায়ী! তুমি এই জঘন্য কাজ করেছ! তুমি···' হঠাৎ থেমে গেল সে, সামলে নিয়েছে নিজেকে। 'চলো, দেখে আসি।'

ছোটখাট একটা ভিড় জমে গেছে সেখানে। কোত্থেকে যেন একটা লণ্ঠন যোগাড় করে ফেলেছে একজন। লাশের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পরীক্ষা করল ট্রেভিস, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ইঙ্গিত করল জনের উদ্দেশে। 'সাধারণ ছুরি,' মন্তব্য করল সে। 'খুঁজলে এরকম একশো ছুরি পাওয়া যাবে।'

নেহাত আনুষ্ঠানিকতার জন্যে জনও পরীক্ষা করল। 'ডক বেইলির কাছে নিয়ে যাও ওকে,' শেষে বার্টের উদ্দেশে বলল ও। 'গোর দেওয়ার জন্যে কাজ গুছিয়ে ফেলো। মাইনারদের সঙ্গে কথা বোলো, ওর কোন আত্মীয় থাকতে পারে। ভাবছি ওর কেবিনে যাব আমি।' পকেট থেকে ডেপুটির একটা ব্যাজ বের করে ফোরম্যানের হাতে ধরিয়ে দিল ও। 'শার্টে লাগাও এটা, তোমাকে ডেপুটি করা হলো। তুমি আর ডক মিলে জেসির শরীরে তল্লাশি করবে, যা যা পাওয়া যাবে নোট রেখো।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে এগোল জন, পিছু পিছু আসছে নেইল ট্রেভিস। দ্রুত পা চালিয়ে ওকে ধরে ফেলল সে, পেছন থেকে কাঁধ খামচে ধরে

থামাল। 'খবরটা প্রকাশ করতে হবে। ওকে যে সেলে রেখেছিলাম, সেটাও জানাতে হবে সবাইকে।'

'উঁহুঁ, আপাতত বেকায়দা অবস্থায় আছি আমরা,' সোজাসাপ্টা, কঠিন সুরে বলল জন। 'সবকিছু জানালে দোষটা আমার ঘাড়ে পড়বে।'

'পড়লে তোমার ওপর পড়বে। আমাকে সন্দেহ করবে না কেউ।'

'যদি মুখ খোলো, তাহলে অস্বীকার করব আমি। ব্যাপারটা তখন কী দাঁড়াবে? উল্টো তোমার ঘাড়ে দোষ চাপবে।'

'চেষ্টা করতে পারো। ক্যান্ডারে আমার সুনাম আছে, সবাই আমার কথা বিশ্বাস করবে। তুমি এখানে সামান্য একজন আগন্তুক এবং টাপারের লোক। মনে হয় না তোমার কথা হালে পানি পাবে।'

'আমার কথায় বিশ্বাস করতে হবে না ওদের, ক্যান্ডারের কয়েকজন সম্মানিত নাগরিকের কথা শুনলেই হবে। জীবিত অবস্থায় শেষ তোমার সঙ্গে দেখা গেছে জেসিকে। তোমার সঙ্গে অফিসে ঢুকেছিল ও, কেউ বেরিয়ে আসতে দেখেনি। কেউ যদি দেখে থাকে, তা হলে জেল হাউসের দিকে গলি ধরে হাঁটতে দেখেছে তোমাদের, এবং ওই গলিতেই মৃত পাওয়া গেছে জেসিকে।'

'অন্তত একজন সাক্ষী আমার হয়ে সাফাই গাইবে। বার্ট স্টিভেন্স। তোমাকে একা অফিস থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেছে ও, নিশ্চই অন্যরাও খেয়াল করেছে। তাছাড়া, বিশ্বাসযোগ্য অ্যালিবাই আছে আমার, ওই সময়ে গসপেল তাঁবুয় ছিলাম। এখানকার অনেক সম্মানিত নাগরিকই কথাটা বলবে, এদের একজন রেভারেন্ড রিয়ার্সন। ভেবে দেখো, নেইল, জেসিকে জেলে ঢোকানোর খবর ফাঁস করার আগে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করো।'

মুহূর্ত খানেকের নীরবতা, তারপর ট্রেভিস বলল: 'ঠিক আছে। নিকুচি করি তোমার!' সক্ষোভে ধূলিমলিন রাস্তায় পদাঘাত করল সে। ঘুরে দাঁড়িয়ে ডাবল ঈগলের দিকে এগোল।

স্যাডলে চেপে গাল্শে চলে এল জন। জেসি হলের কেবিনের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। লণ্ঠন জ্বেলে সবকিছু খুঁটিয়ে দেখল, এমন কোন কাগজ বা প্রমাণ পেল না যা থেকে মনে হতে পারে জীবিত কোন আত্মীয় আছে মৃত মাইনারের।

বেশিরভাগ মাইনার গোপন জায়গায় সোনা লুকিয়ে রাখে, তেমন একটা জায়গা খুঁজে পেল ও। মেঝের একটা বোর্ড অন্যগুলোর চেয়ে বেখাপ্পা ভাবে লাগানো, ভেতরে গোপন খুপরি চোখে পড়ল। তিনটা

বাকস্কিনের থলে পেল জন। ওগুলো তুলে নিয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে এল। সুযোগসন্ধানী কারও হাতে পড়ার চেয়ে জজের কাছে জমা থাকাই শ্রেয়, পরে জেসি হলের কোন আত্মীয়কে খুঁজে পাওয়া গেলে হস্তান্তর করা যাবে।

শহরে ফেরার পথে পরিস্থিতি বিচার করল ও। ওর সঙ্গে দারুণ চালাকি করেছে কেউ, একেবারে বেকুব বানিয়ে ছেড়েছে; অভিজ্ঞতাটা সুখকর নয় জন ক্যালকিনের জন্যে। খুনটা পূর্ব পরিকল্পিত নয়, যেহেতু পরিকল্পনা করার সময় ছিল না খুনীর হাতে; কারণ কেউই জানত না জেল হাউসে ছিল জেসি হল। কিন্তু তারপরও নিখুঁত ভাবে কাজ সেরেছে লোকটা, উপরন্তু সব সন্দেহ জনের ওপর এসে পড়ছে। রেনে টাপার সম্পর্কে যতটা বুঝেছে, জন নিশ্চিত যে এত অল্প সময়ের মধ্যে কাজটা করা সম্ভব নয় তার পক্ষে, সুতরাং অন্য কেউ করেছে। টাপার যদি না হয়ে থাকে, তাহলে কে খুনী?

ডাবল ঈগলে ওর কাছে রিপোর্ট করল বার্ট স্টিভেন্স। 'জেসির পকেটে সাধারণ কিছু জিনিসপত্র পাওয়া গেছে। কোন চিঠি নেই। সোনার গুঁড়ো, সিগারেটের তামাক-কাগজ, দেয়াশলাই, রূপোর ঘড়ি, পকেট-ছুরি, খুচরো পয়সা আর ছোট একটা পেন্সিল...একেবারে মামুলি জিনিস। সবকিছুর তালিকা তৈরি করেছি, ডকের কাছে পাবে ওটা।'

'ধন্যবাদ। ছেলেরা কি আশপাশে আছে এখনও?'

'কয়েক মিনিটের মধ্যে একত্র করতে পারব ওদের।'

'গসপেল তাঁবুর কাছাকাছি চলে যাও। সাবধান, একসঙ্গে যেয়ো না সবাই। একজন একজন করে যাবে।'

বার্টকে চলে যেতে দেখে বেরিয়ে এল জন, রাস্তা পেরিয়ে ফ্রন্টিয়ারে ঢুকল। আশা করছে এমন কিছু শুনতে পাবে যা থেকে জেসি হলের খুনীর পরিচয় সম্পর্কে ধারণা পাবে। প্রায় সবাই জেসি হলের মৃত্যু নিয়ে আলাপ করছে বটে, কিন্তু বিস্ময় আর আতঙ্কই প্রকাশ করল বেশিরভাগ লোক।

ব্যর্থ হয়ে ফ্রন্টিয়ার থেকে বেরিয়ে এল ও। ঘোড়ায় চেপে গসপেল তাঁবুর দিকে এগোল।

ক্রুদের নিয়ে ওর অপেক্ষায় ছিল বার্ট।

'চেরোকি হর্ন আর ওর তিন দোস্তকে গ্রেফতার করব,' জানাল জন। 'গোলাগুলি হতে পারে। তোমরা কি সঙ্গে থাকতে চাও?'

'আলবৎ!' সোৎসাহে জানাল বার্ট। ক্রুরাও সায় দিল।

গলি ধরে লিভারি স্টেবলের দিকে এগোল জন। পিছু পিছু আসছে

অন্যরা। দূর থেকে শ্যাকটা শনাক্ত করল। বাতি জ্বলছে ভেতরে। জন নির্দেশ দিতে স্যাডল ছেড়ে নামল ওরা, শ্যাক পেরিয়ে কিছু দূরে ঘোড়া রেখে ফিরে এল। 'গোলাগুলি আমিই শুরু করব,' বার্টকে বলল ও। 'একটু দূরে থাকবে তোমরা, গুলির আওয়াজ পেলে ছুটে আসবে।'

'একা কঠিন একটা কাজ সারতে চাইছ তুমি,' মৃদু আপত্তি জানাল বার্ট।

'শেষ দিকে যোগ দেবে তোমরা। অত অধীর হয়ো না, ভাগ পাবে।'

বার্ট কিছু বলার আগেই সরে এল ও, নিঃশব্দ এবং দ্রুত পায়ে এগোল শ্যাকের দিকে। নিরাপদ দূরত্বে থেকে শ্যাকটাকে ঘিরে চক্কর মারল, মনে মনে অবস্থান বিচার করল, তারপর একটা জানালার কাছে চলে এল। স্বচ্ছ কাচের এপাশ থেকে ভেতরে উঁকি দিল।

চারজন রয়েছে কামরায়। বাঙ্কে শুয়ে আছে দু'জন, চেয়ারে বসে শার্ট সেলাই করছে তৃতীয় লোকটা। হেলানো ৱকারে বসে আছে চেরোকি হর্ন, সামনের টেবিলের ওপর সবুট পা তুলে দিয়েছে। নিবিষ্ট মনে সিগারেট রোল করছে সে। জন খেয়াল করল লোকটা সশস্ত্র।

দরজা নিশ্চই বন্ধ, বার তুলে দেওয়া, আন্দাজ করল জন। সামান্য শব্দে সতর্ক হয়ে যাবে ওরা। হোলস্টার থেকে কোল্ট বের করল ও, পিস্তলের মাজলের আঘাতে জানালার কাচ ভেঙে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিল, ভাঙা কাচের খোঁচা লাগছে কিনা তার পরোয়া করল না। 'নড়ো না কেউ!' তীক্ষ্ণ স্বরে নির্দেশ দিল। 'হাত তোলো সবাই!'

ইতোমধ্যে অ্যাকশনে চলে গেছে চেরোকি হর্ন। এক ধাক্কায় পেছনে ঠেলে দিল চেয়ার, উঠে দাঁড়াতে গেল, কিন্তু তাড়াহুড়োয় টলে গেছে দেহের ভারসাম্য। পেছনে হেলে পড়ল সে। তবে শেষ মুহূর্তে সামলে নিল ধুরন্ধর লোকটা, ডিগবাজি খেয়ে উঠে বসল দুই হাঁটুয় ভর দিয়ে, একইসঙ্গে দু'হাতে বেরিয়ে এসেছে জোড়া পিস্তল, সমানে কমলা আগুন উগরে দিচ্ছে। জনের কানের পাশ দিয়ে সুর তুলে চলে গেল একটা বুলেট, দ্বিতীয়টা তুবড়ি ছোটাল জানালার ফ্রেমে অবশিষ্ট কাচের টুকরোয়, এবং জন একপাশে মাথা সরিয়ে নিতে ওর গালে ছোঁয়া দিয়ে চলে গেল আরেকটা। চেরোকি হর্নকে কাভার করে রেখেছে ও, ইচ্ছে করলে অনায়াসে খুন করতে পারে লোকটাকে, কিন্তু কেট রিয়ার্সনকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ধরে রাখার মরিয়া চেষ্টা করছে বলেই পাল্টা গুলি করল না।

বাম বাহুর ওপর ডান কব্জির ভর রেখে গুলি করছে চেরোকি। জনের গুলি তার কানে চুমো খেয়ে দেয়ালে বিঁধল। মিস্ করেনি জন, ওয়ার্নিং শট ছিল ওটা। চেরোকি নিরস্ত হয়নি দেখে প্রমাদ গুনল, নিপুণ নিশানায় গুলি করল আবার, কব্জিতে বিঁধল এবার। পিস্তলটা ছিটকে গেল চেরোকির হাত থেকে।

বার্ট স্টিভেন্সের চিৎকার শোনা গেল এসময়, শ্যাকের দিকে আসছে সার্কেল-আর ফোরম্যান।

কাউবয়দের ছুটন্ত পদশব্দ শুনতে পেল জন, ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে বার্ট। গোলাগুলির উৎসবে যোগ দিল ফোরম্যানের পয়েন্ট ফোর-ফোর। শার্ট সেলাই করছিল যে-লোকটা, শার্ট-সুঁই-সুতো ফেলে ঝটিতি হাত তুলল মাথার ওপর। 'দরজাটা খুলে ফেলো তো, চাঁদ,' নির্দেশ দিল জন। 'ভুল করলে প্রাণ দিয়ে খেসারত দিতে হবে!'

লোকটা নির্দেশ তামিল করতে শ্যাকের ভেতরে ঢুকে পড়ল কাউবয়রা। 'জলদি সরে পড়তে হবে এখান থেকে,' বার্টকে বলল জন। 'নিরস্ত্র করার পর হাত-পা বেঁধে সবক'টাকে নিয়ে যাবে গসপেল তাঁবুর কাছাকাছি। জায়গাটা মনে আছে তো, একটু আগে যেখানে দেখা করেছিলাম? যাও, দেখা হবে।'

স্যাডলে চেপে লিভারি স্টেবলের দিকে এগোল ও। ঘোড়ামুখো কাউন্সিলম্যানকে দেখতে পেল পেছনের দরজায়, হাতের লণ্ঠন উঁচিয়ে দেখার চেষ্টা করছে। জনকে চিনতে পেরে জানতে চাইল: 'হচ্ছে কী ওখানে?'

'ব্যক্তিগত রেষারেষি মিটিয়ে ফেলছে বোধহয়। ওরা শেষ না করা পর্যন্ত দূরে থাকো।'

স্টেবলের লাগোয়া বার্ন থেকে ছুটে বেরিয়ে এল দু'জন, একনজর দেখে চিনতে পারল জন—টাপারের ক্রু। ওকে দেখে থমকে দাঁড়াল। দু'জনের উদ্দেশে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করল ও, সতর্ক করে দিল। ওর ব্যাখ্যায় খুব একটা সন্তুষ্ট হয়েছে বলে মনে হলো না, দ্বিধা করছে দু'জনেই; এদিকে পুরোপুরি নীরব হয়ে গেছে শ্যাক, আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে অনধিকারচর্চী মার্শাল বোধহয় ঠিকই বলেছে। শেষে, ঘুরে দাঁড়াল ওরা।

মিনিট পাঁচেকের মত অপেক্ষা করল জন, পিট ডুরানের সঙ্গে কথা বলল, তারপর বিদায় নিয়ে গসপেল তাঁবুর দিকে এগোল।

কাউবয়রা অপেক্ষা করছিল ওর জন্যে। চেরোকির অবস্থা করুণ, শুশ্রূষা দরকার: কিন্তু এ নিয়ে কেবল তাকেই চিন্তিত মনে হলো

অন্যরা ভ্রূক্ষেপ করছে না।

'তোমাদের স্টেবলটা মজবুত তো, আটকে রাখা যাবে ওদের?'

'নিশ্চিন্ত থাকো।'

ধীর গতিতে এগোল ওরা। সমানে গালাগাল করছে চেরোকি হর্ন, অভিযোগ জানাচ্ছে। কিন্তু কেউই গ্রাহ্য করল না। রিচমন্ড বাথানে পৌঁছতে প্রায় দুই ঘণ্টা লেগে গেল। লগের তৈরি স্টেবলে বন্দীদের আটকে রাখল ওরা, দরজার বার তুলে দিয়ে বাইরে দু'জন গার্ড রাখল।

বাঙ্কহাউসে ঢুকল জন।

লণ্ঠন জ্বেলে টেবিলে বসল ওরা। ওয়ান্টেড নোটিশ বের করে মেলে ধরল জন, সবাই যাতে দেখতে পায়। 'ট্রেন ডাকাতি এবং খুনের জন্যে ফেরারী চেরোকি হর্ন। অন্য দু'জনের নামেও পোস্টার আছে। কাউন্টি সীটে গিয়ে শেরিফের হাতে তুলে দেবে চারজনকে। ওকে বলবে এদের বিরুদ্ধে যেন জেসি হলের খুনের সঙ্গে যোগসাজশ থাকার অভিযোগ আনা হয়, এবং নিরাপত্তার বিনিময়ে মাসোহারা দিত টাপারকে। পুরস্কারের টাকা যাই পাওয়া যায়, ভাগ করে নিয়ো তোমরা।'

'আমার অংশ মিসেস রিচমন্ড আর বাচ্চাদের দিয়ে দেব,' ঘোষণা করল বার্ট স্টিভেন্স।

'আমিও,' জানিয়ে দিল অন্য একজন। অন্যরাও একই ইচ্ছে জানাল।

'টাপারের চারটা ভোট কমে গেল,' সন্তুষ্টির সঙ্গে বলল জন। 'যত দ্রুত সম্ভব ফিরে এসো, কারণ দু'একদিনের মধ্যে আবারও শিকারে নামব আমরা। এবার কাগজ-কলম আর একটা খাম দাও তো, শেরিফের উদ্দেশে নোট লিখে দিচ্ছি।'

মিনিট কয়েক দ্রুত কলম চালাল ও, তারপর কাগজটা ভাঁজ করে খামে ঢুকিয়ে সীল করে দিল। শেষে বার্টের হাতে ধরিয়ে দিল। 'আমাদের এই অভিযান কিন্তু গোপন রাখতে হবে,' সবার উদ্দেশে বলল ও। 'কাউকে বলা যাবে না। মিসেস রিচমন্ডকে যদি ব্যাখ্যা করার দরকার পড়ে, বলতে পারো। শপথ করিয়ে নিয়ো ওকে। বিপজ্জনক এবং দারুণ ঝুঁকিপূর্ণ একটা কাজে হাত দিয়েছি আমরা, সামান্য ভুলও করা যাবে না। আমাদের প্রত্যেকের জীবনের পাশাপাশি ক্যান্ডারের ভবিষ্যৎও তোমাদের সতর্কতার ওপর নির্ভর করছে।'

'যতটা সম্ভব সতর্ক থাকব আমরা,' প্রতিশ্রুতি দিল বার্ট স্টিভেন্স। 'কিন্তু পুরস্কারের টাকা শুধু আমরা নেব, এটা কেমন কথা? অথচ তুমিই

আসল কাজ করছ এবং ঝুঁকি নিচ্ছ। তোমারও একটা অংশ নেওয়া উচিত।'

'তাই? পরে দেখা যাবে। কত দেবে আমাকে? চার ভাগের এক ভাগ হলে কেমন হয়? রেনে টাপারের কাছ থেকে সেটাই পাচ্ছি আমি।'

চোখ পিটপিট করল সার্কেল-আর ফোরম্যান, উত্তরটা ঝটপটই দিল। 'তুমি যাই বলো, আসলে পুরো টাকাটা তোমারই পাওয়া উচিত।'

হাসল জন। 'বেশ। পঁচিশ পার্সেন্ট। সবাই আমাকে একহাত দেখাবে, তা হবে কেন! আমার ভাগও মিসেস রিচমন্ডের জন্যে জমা থাকবে।'

উজ্জ্বল হয়ে গেল কাউবয়দের মুখ। 'জন, আসলেই তুমি খুব ভাল মানুষ,' মৃদু স্বরে বলল বার্ট।

'আমার তো মনে হয় তোমার সঙ্গে দ্বিমত করবে ক্যান্ডারের বেশিরভাগ লোক,' ক্যারল ম্যাকফীর কথা ভেবে উত্তর দিল ও।

'টাপার অবশ্য দ্বিমত করবে, যদি তোমার এসব কাজের খবর জানতে পারে।'

'টাপারের ব্যাপারে প্রচুর চিন্তা-ভাবনা করেছি,' চিন্তিত সুরে বলল জন। 'এখনও করছি।'

'কিসের চিন্তা-ভাবনা?'

'আসলেই কি সবকিছুর পেছনে আছে সে? আমার তো মনে হয়, ওর চেয়েও ধুরন্ধর কারও ইশারায় কাজ করছে টাপার।'

এগারো

প্রায় মাঝরাতের পর ক্যান্ডারে ফিরল জন। সরাসরি ফ্রন্টিয়ারে চলে এল ও। জেসি হলের মৃত্যুর খবর চাউর হওয়ার পর একেবারে নীরব হয়ে গিয়েছিল সেলুনটা, কিন্তু আবার সরব হয়ে উঠেছে এখন; স্বাভাবিক জীবনে ফিরে গেছে মাইনাররা। ফ্রী হুইস্কির সদ্ব্যবহারে আর অর্কেস্ট্রার মৃদু সুরে ধাক্কাটা সামলে নিয়েছে কঠিন জীবনে অভ্যস্ত মানুষগুলো।

মাইনাররা আন্দাজ করে নিয়েছে রেনে টাপারের কোন ক্রুর হাতে খুন হয়েছে হল, কিন্তু স্রেফ সমালোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে গেছে তাদের কার্যকলাপ; কারণটাও বোধগম্য—জেসি হলের প্রার্থীতার খবর কারও জানা নেই, অথচ জানা থাকলে এতক্ষণে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে যেত। কেউ কেউ ভেবেছে টাপারের কোন ক্রুর সঙ্গে ব্যক্তিগত সংঘর্ষের জের হিসেবে খুন হয়েছে হল।

বারের শেষ প্রান্তে বসে রয়েছে চার্লি কীন, জনকে ঢুকতে দেখে রেনে টাপারের অফিসের দিকে ইশারা করল। ভেতরে ঢুকল জন। ওকে দেখে ভুরু কোঁচকাল মেয়র, মুখটা বেদান হয়ে গেছে। 'কোথায় ছিলে এতক্ষণ?'

'জেসি হলের মৃত্যুর তদন্ত করছিলাম,' একটা চেয়ারে বসে ঠাণ্ডা স্বরে বলল ও। 'খুঁটিনাটি আরও কয়েকটা কাজ ছিল।'

'প্রয়োজনের সময় খুঁজেই পাওয়া যায় না তোমাকে! আচ্ছা, জেসি হলের ব্যাপারটা কী, আমার ঘরের দরজায় কী করছিল সে?'

'ফাঁকা জায়গা পেয়ে যে ঘুমাতে আসেনি, এটা নিশ্চিত বোঝা গেছে।'

'তুমি ওকে খুন করেছ নাকি?'

'ঘটনার সময় গসপেল তাঁবুয় ছিলাম। তুমিই আমাকে পাঠিয়েছিলে ওখানে, ভুলে গেছ?'

'তা হলে কাজটা কার?'

'তোমারই জানা থাকার কথা।'

'জিভটা বড় তেতো তোমার! যদি জানতামই, তোমাকে জিজ্ঞেস করতে গিয়ে অযথা সময় নষ্ট করতাম না।'

জন মানতে বাধ্য হলো সত্যি বলছে সে। গত শনিবারে মাইনারকে খুন করার পরিকল্পনা করেছিল মেয়র, জন যে এ সম্পর্কে অবগত—এটাও জানে সে। লুকোচুরি করে লাভ নেই। ভেতরে ভেতরে একটা সন্দেহ ক্রমশ শাখা-প্রশাখা গজাচ্ছে, কিন্তু বাজিয়ে দেখার ইচ্ছে হলো না ওর। আরও দু'একদিন অপেক্ষা করবে।

সামনের দিকে ঝুঁকে এল ও, বলল: 'রেনে, এমন ভাব করছ যেন আমি একটা আস্ত বেকুব। বন্ধ করো এসব! জেসি হলকে কায়দা করার প্ল্যান নিশ্চই সকালেই করেছ, কারণ তুমি নিজেই বলেছ রাতে একটা কিছু ঘটবে। আমাকে গসপেলে থাকার নির্দেশ দিয়েছ।

'তো, গসপেল তাঁবু থেকে ফিরে এসে দেখলাম ছুরি খেয়ে ফ্রন্টিয়ারের পেছনের গলিতে পড়ে আছে জেসি হল—মরে ভূত! অথচ

দোষটা আমার ঘাড়ে চাপাতে চাইছ। ভান করছ এ ব্যাপারে কিচ্ছু জানো না! নিজেকে কী মনে করো তুমি, কে জানে, কিন্তু আমাকে বেকুব ঠাউরে বসে আছ কেন?'

'মোটেও বেকুব ভাবছি না তোমাকে!' তপ্ত স্বরে উত্তর দিল মেয়র। 'বরং আমি মনে করি গড়পড়তার চেয়ে অনেক বেশি স্মার্ট তুমি। আবারও বলছি, জেসি হলের মৃত্যুর ব্যাপারে কিছুই জানি না। আমাদের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল, সফল হওয়ার প্রশ্নই আসে না, কারণ ফ্রন্টিয়ারে আসেনি জেসি হল। আমার ধারণা, ছিনতাই করতে গিয়ে কেউ ছ্যাঁদা করে ফেলেছে ওকে।'

'উঁহুঁ, টাকা বা সোনার জন্যে খুন করা হয়নি ওকে। ওর পকেটে সোনার কিছু গুঁড়ো পেয়েছি আমরা। একটা জিনিসও ছোঁয়নি কেউ।'

ঘোঁৎ করে অদ্ভুত একটা শব্দ করল সে। 'তোমার ধারণা আমার কোন লোক খুন করে থাকলে সোনার গুঁড়ো ফেলে রাখত না?'

'রাখত, যদি ঠিক এরকম নির্দেশ দিতে। দারুণ বুদ্ধিরও হত কাজটা, লোকজন নিশ্চিত হয়ে যেত খুনের সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক নেই।'

'শুনলাম গাল্‌শে জেসি হলের কেবিনে গেছ তুমি। কিছু খুঁজে পেয়েছ?'

'মেঝের আলগা তক্তার নিচে এটা পেয়েছি,' সোনার একটা পিণ্ড পকেট থেকে বের করে দেখাল জন। 'অন্য দুটো সার্কেল-আর র‍্যাঞ্চে রেখে এসেছে, বিশেষ কারণে নিয়ে এসেছে এটা। 'আর হ্যাঁ, এখন পর্যন্ত জেসি হলের কোন আত্মীয়-স্বজন বা উত্তরাধিকার খুঁজে পাওয়া যায়নি।'

'কাজের কাজ করেছ একটা!' লোভ ঝিলিক মারছে টাপারের চোখে। 'ওটা সোপর্দ করো আমার কাছে।'

'কেন?'

'আমিই তো মেয়র, তাই না?'

'কিন্তু আমি শহরের মার্শাল। বেতনের অর্ধেক টাকা তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি। ঘাটতিটা এভাবে পুষিয়ে নেওয়ার কথা আমার।'

'জরিমানা থেকে শেয়ার পাচ্ছ তুমি। এটা কিন্তু অন্য ব্যাপার। শহরের আইন বলে: উত্তরাধিকারহীন নাগরিকের সম্পত্তি শহরের কাজে ব্যয় করা হবে। সেক্ষেত্রে মেয়র হিসেবে আমার দাবিই আগে বিবেচ্য।'

'সংগঠনের জন্যে বখরা আদায় করছ?' মেয়র নড করতে হাতের তালুয় সোনার পিণ্ডের ওজন অনুমান করল জন। 'প্রায় তিনশো ডলার

হবে এটার দাম,' শেষে বলল ও। পিণ্ডটা কোলে রেখে ডেস্ক থেকে কাগজ-পেন্সিল টেনে নিয়ে লিখল:

আনুমানিক তিনশো ডলার দামের একটা সোনার পিণ্ড ক্যাল্ডারের মার্শালের কাছ থেকে গ্রহণ করা হলো। সদ্য মৃত জেসি হলের সম্পত্তি ছিল এটা। সংগঠনের কাজে ব্যয় হবে এই টাকা।

নোটটা টাপারের দিকে ঠেলে দিল জন। 'সই করলেই এটা তোমার হয়ে যাবে।'

নোট পড়ে কাগজটা ঠেলে দিল সে। 'উঁহুঁ, করব না। এমনিতে ওটা আমার হাতে তুলে দেবে তুমি।'

পিণ্ডটা পকেটে ফেরত পাঠাল জন। 'আমার গায়ের চামড়া বাঁচানোর জন্যেই তোমার স্বাক্ষর করা নোট দরকার, রেনে। এরইমধ্যে যথেষ্ট ফ্যাসাদে পড়েছি, আর নয়। তুমি ভাল করে জানো জেসি হলের খুনের দায় শেষ পর্যন্ত আমার ঘাড়ে চাপবে। ক্লিন-আপ কমিটির মেয়র পদপ্রার্থী ছিল সে। মাত্র সাতজন জানত খবরটা, তাদের একজন আমি-দুর্ভাগ্যজনক হলেও ক্যাল্ডারে বহিরাগত এবং সন্দেহজনক চরিত্র। সোনার পিণ্ডটা সম্পর্কে ক্লিয়ার থাকতে হবে আমাকে, কারণ হলের বন্ধুদের কেউ কেউ হয়তো এটা সম্পর্কে জানে। হয় তুমি নোটে সই করবে, নইলে রেভারেন্ড রিয়ার্সনের হাতে এটা তুলে দেব আমি।'

রাগ আর বিতৃষ্ণা নিয়ে তাকিয়ে থাকল টাপার, তারপর কাগজটা টেনে নিয়ে মনোযোগ দিয়ে পড়ল আবার। 'মৃত মানে? জেসি হলের তো স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি।'

'তাহলে কি লিখবে-"খুন হওয়া"?'

কলম চালিয়ে "সদ্য" শব্দটা কেটে দিল টাপার। নিচে স্বাক্ষর করল।

ধন্যবাদ জানিয়ে কাগজটা তুলে নিল জন, সোনার পিণ্ড হস্তান্তর করল। ভেতরে ভেতরে উল্লাস বোধ করছে, কিন্তু মুখ দেখে কিছুই বোঝা গেল না। ফাঁদে পা দিয়েছে রেনে টাপার, স্বাক্ষরের ওপর নিতান্ত সাধারণ কথাগুলোর মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটা তথ্য লুকিয়ে আছে, যা চোখ এড়িয়ে গেছে মেয়রের-"এই টাকা সংগঠনের কাজে ব্যয় করা হবে"।

এটাই রেনে টাপারের গোপন সংগঠনের অস্তিত্বের অকাট্য প্রমাণ।

মেয়র সম্পর্কে আগে যাও বা খানিকটা সমীহ ছিল, বেরিয়ে আসার সময় তার বিন্দুমাত্রও থাকল না জন ক্যালকিনের মনে। ক্যান্ডারের লোকজন মনে করে দারুণ বুদ্ধিমত্তা আর বিচক্ষণতার সঙ্গে সংগঠন চালায় টাপার, কিন্তু ধারণাটা ভুল মনে হচ্ছে জনের কাছে: কারণ ততটা ধূর্ত হলে ওর উদ্দেশ্য ধরে ফেলতে পারত সে। হয় লোকজন বাড়িয়ে বলে, কিংবা টাপার ছাড়াও অন্য কেউ আছে পেছনে।

ফ্রাংক কেলসি? যথেষ্ট বুদ্ধিমান, শিক্ষিত কিন্তু আত্মকেন্দ্রিক মানুষ; চোস্ত ইংরেজি বলে, নিপাট ভদ্রলোকী আচরণ। কে জানে, হয়তো সে-ই ডীন থমাসের স্টোর ভাঙচুরের পর প্ল্যাকার্ডটা লিখেছিল!

সারা শহরে ইতস্তত ঘোরাঘুরি করে কাটাল ও। চার আউটলকে নজরে রেখেছে, পরবর্তী শিকার হিসেবে চিহ্নিত করেছে এদের। ওয়ান্টেড নোটিশে দেখা চেহারার সঙ্গে মিলিয়ে নিশ্চিত হয়েছে। আলাদা আলাদা ভাবে চারজনকেই অনুসরণ করে ওদের থাকার জায়গা চিনে নিয়েছে। দু'জন অবশ্য একই শ্যাকে থাকে।

রাত তিনটার দিকে নিজের ডেরায় ফিরে এল ও।

প্রতিদিনের মত ভোরে ঘুম ভাঙল। যখন মনে পড়ল আজ রোববার, পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ল আবার।

সকাল ন'টার দিকে বিছানা ছাড়ল ও। হাত-মুখ ধুয়ে ঘোড়াকে দানা-পানি দিল, তারপর পরিষ্কার একটা শার্ট গায়ে চাপিয়ে গলায় স্কার্ফ ঝুলিয়ে গসপেল তাঁবুর দিকে এগোল।

ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে সভায় আসা লোকজনদের একে একে ভেতরে ঢুকতে দেখতে পেল। বেশিরভাগ মহিলাই শীতল নির্লিপ্ত দৃষ্টি ছুঁড়ে দিল ওর দিকে, কিন্তু পুরুষরা নির্বিকার থাকল। নেইল ট্রেভিস আর ব্রায়ান ম্যাকফীর সঙ্গে এল ক্যারল, হেঁটে পেরিয়ে গেল ওকে। জন হ্যাট তুলে শুভেচ্ছা জানাতে না দেখার ভান করল দুই পুরুষ, কিন্তু ক্যারলের চোখে-মুখে অসন্তোষ ফুটে উঠল, চোখে জ্বলন্ত দৃষ্টি।

চাকার ঘড়ঘড় শব্দ শুনতে পেয়ে পাশ ফিরে তাকাল জন, রাস্তা ধরে একটা স্প্রিং ওয়্যাগনকে আসতে দেখতে পেল। পাটাতনে দীর্ঘ একটা কাঠের বক্স, ডাক্তার বেইলি চালাচ্ছে ওয়্যাগনটা। কালো ফ্রক কোট আর বীভার হ্যাট তার পরনে। পাটাতনে আরও চারজন লোক বসে আছে, সবার মুখ গম্ভীর, বিষণ্ন। প্রায় তাড়াহুড়ো করে গোর দেওয়া হচ্ছে জেসি হলকে।

তাঁবুর বাইরে থামল ওয়্যাগন। ধরাধরি করে কফিনটা ভেতরে নিয়ে গেল লোক চারজন। জমিয়ে রাখা কাঠের স্তূপের কাছে এসে

একটার ওপর বসে পড়ল জন. প্রায় এক ঘণ্টা ধূমপান করে কাটাল, তাঁবুর ভেতর থেকে ভেসে আসা প্রার্থনা, অর্গানের সুর আর রেভারেন্ডের ভরাট কণ্ঠের ভাষণ শুনল মন দিয়ে।

প্রার্থনা শেষে সেই চারজনই ধরাধরি করে কফিনটা নিয়ে বেরিয়ে এল। ওয়্যাগনের পাটাতনে তুলে নিজেরাও চড়ে বসল। চালকের আসনে উঠে বসল ডাক্তার, বিড়বিড় করে বলল কী যেন, তারপর লাগাম টেনে তাড়া দিল ঘোড়াগুলোকে। ধীর গতিতে এগোল ওয়্যাগন।

তাঁবুর ভেতর থেকে বেরিয়ে এল রিয়ার্সনরা। পেছন পেছন ক্যারল, ট্রেভিস আর অন্যরাও বেরিয়ে এসেছে। শোক মিছিল মন্থর গতিতে এগোল বুট হিলের দিকে।

সধৈর্যে আরেকটা সিগারেট রোল করল জন। তিক্ত মনে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিল।

প্রায় ঘণ্টা খানেক পর রিয়ার্সনরা একাই ফিরল। কোয়ার্টারে ঢুকবে, এ সময় জনকে দেখতে পেল কেট। নিচু স্বরে বাপকে কী যেন বলল মেয়েটি, তারপর দু'জনেই এগিয়ে এল। উঠে দাঁড়িয়ে মাথা থেকে হ্যাট সরাল জন।

'সুপ্রভাত, জন,' শুভেচ্ছা জানাল যাজক। 'ইদানীং তোমাকে দেখছি না যে? ফিউনারেলে যাওনি?'

'না, স্যার। জেসি হল যে আমার অন্তরঙ্গ ছিল তা বলা যাবে না, তাছাড়া প্রায় সবাই মনে করে ওর মৃত্যুর পেছনে আমার হাত রয়েছে।'

'আমি তা মনে করি না,' স্পষ্ট জানিয়ে দিল কেট। 'ওরা যদি বুঝত যে আসলে আমাদের সাহায্য করার জন্যে মার্শালের চাকুরি নিয়েছ তুমি, তাহলে কেউই সন্দেহ করত না তোমাকে।'

'সত্যি বিশ্বাস করো তুমি, কেট?'

'নিশ্চই! আমি নিশ্চিত সেদিন তুমিই বাঁচিয়েছ হলকে, নইলে মার্শাল রোগানের হাতে খুন হয়ে যেত ও। *ক্যারিয়নকেও* বাঁচাতে পারতে তুমি, যদি না টাপার তোমাকে কৌশলে সরিয়ে রাখত। গতরাতে প্রার্থনায় ছিলে তুমি, আমি নিজে দেখেছি তোমাকে। জেসি হলকে খুন করার জন্যে এ সুযোগটাই নিয়েছে ওরা।'

মেয়েটির আস্থা আর বিশ্বাসের দৃঢ়তা উপলব্ধি করে ভাল লাগল জনের। 'তোমরা যদি ধৈর্য ধরে শোনো, তাহলে গতরাতে আসলে কি ঘটেছিল বলতে পারি।'

'নিশ্চই শুনব,' মৃদু স্বরে বলল রিয়ার্সন। 'ভেতরে এসো।'

দু'জনের সঙ্গে লিভিং কোয়ার্টারে ঢুকল জন। সাধারণ কামরা। মামুলি আসবাবপত্র হলেও পরিচ্ছন্ন এবং গোছানো। পর্দা তুলে আলাদা করা ঘরের কোণের দিকে ইঙ্গিত করল কেট। 'আমার খাস কামরা এটা। বসবে না?'

খাস কামরা! কেট রিয়ার্সনের মত সুন্দরী, মিষ্টি মেয়ের কামরা এটা? বিহ্বল চোখে ছয়/আট ফুটের খুপরির মত জায়গাটুকু দেখল জন। ক্লিন-আপ কমিটির মধ্যে একমাত্র কেটই মনে-প্রাণে নিজেদের দাবির যৌক্তিকতা বিশ্বাস করে, এবং সেজন্যে লড়াই করতেও অনীহা নেই মেয়েটির—নিজের বিশ্বাসের প্রশ্নে আপসহীন, অন্তপ্রাণ এবং অটল; হয়তো সেজন্যেই সীমাবদ্ধতার সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে, সুখী একটা ভুবন তৈরি করে নিয়েছে। নিজস্ব স্বার্থ, আয়েশ বা বিলাসিতাকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছে।

কেট রিয়ার্সনের প্রতি ওর সমীহ বা শ্রদ্ধা বহুগুণ বেড়ে গেল।

অকপটে সব খুলে বলল জন—গতকাল সকালে রেনে টাপারের কথায় জেসি হলের বিপদ আঁচ করতে পারা, মাইনারকে রক্ষা করতে ট্রেভিসের সঙ্গে ওর পরামর্শ; এমনকি লাশ সরিয়ে নেওয়ার কথাও স্বীকার করল। 'খুনী জানত দোষটা আমার ঘাড়ে চাপবে,' শেষে বলল ও। 'বাধ্য হয়ে লাশ সরিয়ে নিয়েছি আমি। এছাড়া উপায় ছিল না, কারণ নির্বাচন পর্যন্ত মুক্ত থাকতে হবে আমাকে।' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দু'জনকে দেখছে জন, বোঝার চেষ্টা করছে ওর কথা কতটা বিশ্বাস করেছে বাপ-মেয়ে। 'এই শহরের সব নষ্টামির পেছনে আসলে টাপার নয়, অন্য কেউ আছে। মেয়রকে অতটা ধূর্ত মনে হয়নি আমার।'

'আমার তো ধারণা ছিল টাপারই সংগঠন চালায়,' বিস্মিত স্বরে বলল ফাদার। 'সব তথ্য-প্রমাণ কিন্তু তাই নির্দেশ করে।'

'তথ্য-প্রমাণ যতই টাপারকে নির্দেশ করুক, আসলে সমস্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার দায়িত্বে আছে লোকটা। বেশ কয়েকবারই ওকে দ্বিধা করতে দেখেছি, যেন সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে কারও সঙ্গে পরামর্শ করার দরকার ছিল ওর। কি জানো, গতরাতে আমার কাছে জেসি হলের খুনীর পরিচয় জানতে চাইল। ধাপ্পা দিচ্ছিল না টাপার। ওর চরিত্র কিন্তু মোটেই দুর্বোধ্য নয়, ছাপার হরফের মত স্পষ্ট পড়া সম্ভব। ও আমাকে জানাল জেসি হলকে নিয়ে ওদের পরিকল্পনা সফল হয়নি, কারণ মাইনার আদপে ফ্রন্টিয়ারে যায়নি গতকাল।

'আমার ধারণা কী জানো? তাড়াহুড়োয় খুন করা হয়েছে জেসি হলকে: সম্ভবত হলকে বাঁচাতে আমাদের পরিকল্পনা পেছনের লোকটা

জেনে ফেলার পর। সে জানত হলকে সেলে ঢুকিয়েছি আমরা। ফ্রন্টিয়ারে না গেলে বিপদের সম্ভাবনাও ছিল না ওর। এই লোকটা, সে যে-ই হোক, টাপারের সঙ্গে যোগাযোগ করার সুযোগ পায়নি, সে নিজেই বা অন্য কারও মাধ্যমে খুন করেছে হলকে। এদিকে টাপার এসব জানে না বলে খেপে গিয়েছিল।'

তীক্ষ্ণ মনোযোগে ভুরু কোঁচকাল রিয়ার্সন। 'হতে পারে,' শেষে একমত হলো সে। 'ভুলেও ভাবিনি টাপার ছাড়া অন্য কেউ আছে সংগঠনের নেতৃত্বে। অবস্থাটা বোধহয় আরও খারাপ হলো এখন, সত্যিকার শত্রু কে জানি না, অথচ আমাদের আশপাশে আছে সে। এমন কে হতে পারে, পেছনে থেকে সবকিছুর কলকাঠি নাড়ছে অথচ লোকটার পরিচয় জানি না আমরা?'

'ফ্রাংক কেলসির ব্যাপারে কতটা জানো তুমি?'

'কিচ্ছু না। শুধু জানি ট্রেভিসের হয়ে কাজ করে লোকটা।'

'ঠিক এজন্যেই ওকে সন্দেহ হচ্ছে আমার। কেউই বেশি কিছু জানে না ওর সম্পর্কে। গম্ভীর মানুষ, আড়ালে থাকতে পছন্দ করে; অথচ যথেষ্ট বুদ্ধিমান এবং শিক্ষিত। বিল রিচমন্ডের খুন হওয়ার কথা মনে আছে? ঘটনার আগে রাস্তার ওপাশ থেকে তোমাকে দেখছিলাম আমি, মি. রিয়ার্সন। তোমার পেছনে, অর্থাৎ ডাবল ঈগলের পোর্চে, ভিড়ের মধ্য থেকে রুমাল নেড়ে ড্যান মেরিককে সঙ্কেত দিয়েছিল কেউ। সঙ্গে সঙ্গে ফ্রন্টিয়ারের ছাদ থেকে গুলি করে মেরিক। রুমাল ধরা লোকটার গায়ে কালো কাপড় ছিল, কারণ কালো আস্তিন দেখেছি আমি। ফ্রাংক কেলসি কিন্তু সবসময়ই কালো কোট পরে।

'ডীন থমাসের স্টোরের সামনে ঝুলিয়ে রাখা প্ল্যাকার্ডটার কথাই ধরো, শব্দগুলো গুছিয়ে লেখা, একটা বানানও ভুল হয়নি। এটা রেনে টাপারের কাজ হতে পারে না। তাছাড়া, ডাবল ঈগলে কাজ করার কারণে ক্লিন-আপ কমিটির বিভিন্ন খবর পেয়ে যায় কেলসি এবং কাউন্সিলম্যান হিসেবে রেনে টাপারের সঙ্গে যখন ইচ্ছে যোগাযোগ করার সুযোগ আছে ওর। গতরাতে ট্রেভিস আর আমি যখন পরামর্শ করছিলাম, ঠিক পেছনেই ছিল ও, সম্ভবত আমাদের কিছু কথাও শুনে ফেলেছিল।'

মাথা নাড়ল রিয়ার্সন। 'সবকিছু বড় অদ্ভুত লাগছে! আমি তো নিশ্চিত ছিলাম...'

'প্রথমে আমিও তাই ভেবেছি। কিন্তু সংগঠনের মাথা হিসেবে ঠিক মানায় না রেনে টাপারকে, আমার কাছে অযোগ্য মনে হয়েছে ওকে।

গতরাতে যখন বুঝলাম কেলসি হয়তো ট্রেভিস আর আমার কথা শুনতে পেয়েছে, বার্ট স্টিভেন্সকে কেলসির ওপর নজর রাখতে বলেছিলাম। বেশ কয়েকজন লোকের সঙ্গে কথা বলেছে সে, যারা পরে সেলুন ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। এদের যে-কোন একজন খুনটা করেছে কিংবা খুনীকে নির্দেশ দিয়েছে। টাপারের পেছনে যদি কেলসি থেকে থাকে, তাহলে ল-অফিসের একটা চাবি আছে ওর কাছে। সেক্ষেত্রে, ব্যাপারটা একেবারে সহজ।'

'কেলসি সম্পর্কে ট্রেভিসকে অবশ্যই সতর্ক করে দিতে হবে,' চিন্তিত স্বরে বলল রিয়ার্সন।

'উঁহুঁ,' সঙ্গে সঙ্গে ধারণাটা বাতিল করে দিল জন। 'এ পর্যন্ত যা বলেছি, কাউকে কিচ্ছু বলার দরকার নেই। ম্যাকফীদেরও নয়। নিজস্ব পদ্ধতিতে জেসি হলের খুনের কিনারা করব আমি, ওরা বরং টাপারকে সন্দেহ করতে থাকুক। মেয়রের সংগঠনে ঢুকতে বা ওর আস্থা অর্জন করতে যথেষ্ট কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে, এখন আপন ভাইকেও বিশ্বাস করব না।' থামল ও, ক্ষীণ হেসে যোগ করল: 'এ থেকে বোঝা যাচ্ছে আমার কাছে তোমাদের অবস্থান কোথায়।'

'আমাদের ওপর আস্থা রাখার জন্যে ধন্যবাদ, জন,' সন্তুষ্ট, আন্তরিক কণ্ঠে বলল কেট। 'কাউকে বলব না আমরা। প্রতিশ্রুতি দাও, বাবা।'

প্রতিশ্রুতি দিল রিয়ার্সন।

'ধন্যবাদ। আচ্ছা, হলের জায়গায় কে প্রার্থী হবে এখন?'

মুহূর্ত কয়েকের জন্যে অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এল, উদ্বিগ্ন দৃষ্টি বিনিময় করল বাপ-মেয়ে। 'না, জন, তোমাকে বলতে পারব না,' শেষে বলল কেট। 'আমরা প্রত্যেকেই শপথ করেছি যে কাউকে বলব না। দয়া করে অবস্থাটা বোঝার চেষ্টা করো, তোমার ওপর পূর্ণ বিশ্বাস আছে বাবার বা আমার। প্রতিশ্রুতি না দিলে ঠিকই বলতাম।'

'আমার বরং না জানাই ভাল, কারণ নতুন প্রার্থীর কিছু হলে তোমরা নিশ্চিত হতে পারবে যে অন্তত আমি জড়িত নই। শুধু একটা কারণে জানতে চেয়েছি, লোকটার পরিচয় জানা থাকলে নজর রাখতে সুবিধে হত।'

'তোমাকে বলতে পারলে সত্যিই খুশি হতাম,' আন্তরিক স্বরে বলল রেভারেন্ড। 'প্রার্থীর ওপর তুমি নজর রাখতে পারলে নিশ্চিন্ত হওয়া যেত। এবারও যদি সর্বনাশ হয়, সব আশাই ধূলিস্যাৎ হয়ে যাবে। অথচ নির্বাচনে জেতা-ছাড়া উপায় নেই আমাদের।'

সবিনয়ে ডিনারের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল জন। বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল।

দুপুর থেকে আবার সরব ও কর্মচঞ্চল হয়ে উঠল ক্যান্ডার। ফ্রন্টিয়ারের সামনে ফ্রী ড্রিঙ্কের ব্যানারটা ঝুলছে এখনও। ঝামেলা হলো না কোথাও। লোকজন গল্প করছে, আয়েশ মিটিয়ে পান করছে। ইতোমধ্যে ক্যান্ডারের ধাত বুঝে গেছে জন, মাঝে মধ্যে অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে এখানে, কিন্তু মাঝখানের সময়টা থাকে পুরোপুরি শান্ত।

রাতে আরও চারজন ফেরারীকে অনুসরণ করে তাদের ডেরা চিনে নিল ও, নিজের কেবিনে ফিরে এসে ওয়ান্টেড নোটিশ নিয়ে বসল, খুঁটিয়ে দেখল নিশ্চিত হওয়ার জন্যে। এবারও ফ্রেড সিভার্টের পোস্টারটা মনোযোগ কেড়ে নিল ওর।

বয়স: আটাশ। ফ্রাংক কেলসির সঙ্গে মিলে যায়।

উচ্চতা: পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি। খাপ খায় কেলসির সঙ্গে।

ওজন: একশো পঁচাত্তর পাউন্ড। কেলসি আরও একটু ভারী, তবে স্বাভাবিক রেঞ্জে—দশ পাউন্ডের মধ্যে।

চুলের রঙ: ব্লন্ড। কেলসির চুল কালো। তবে চুলের রঙ বদল করা কঠিন কিছু নয়।

চোখের রঙ: নীল। যাচাই করতে হবে, নিজেকে মনে করিয়ে দিল ও। জানে কেলসির চোখের রঙ গাঢ়, কিন্তু গাঢ় নীল নাকি কালো, সেটা সম্পর্কে নিশ্চিত নয়।

শেষ তথ্য: বুকে ছয় ইঞ্চি দীর্ঘ ছোরার ক্ষত।

এটা যাচাই করার উপায় নেই, কারণ কোন ভাবেই কেলসির বুক উন্মুক্ত করা সম্ভব হবে না।

গতরাতে বার্ট বা সার্কেল-আর ক্রুদের শহরে দেখেনি ও। অবশ্য আশাও করেনি। কাউন্টি সীট পর্যন্ত পৌছতে পুরো একদিন লাগার কথা, ফিরতে আরও একদিন লাগবে।

সোমবার সন্ধেয় ডাবল ঈগলে বার্ট স্টিভেন্সের দেখা পেল জন। দূর থেকে ফোরম্যানের দৃষ্টি আকর্ষণ করল, সামান্য মাথা নেড়ে বাইরে ইঙ্গিত করল। বেরিয়ে এসে অন্ধকার এক গলিতে অপেক্ষায় থাকল ও, একটু পরই এল ফোরম্যান।

বার্ট রিপোর্ট করল: আসামীদের সোপর্দ করতে সমস্যা হয়নি। চেরোকি ছাড়াও দু'জনের নামে রিওয়ার্ড ছিল। সব টাকা পরে মিসেস রিচমন্ডের নামে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এক আউটল স্বীকার করেছে ক্যান্ডারে থাকার জন্যে নিয়মিত মাসোহারা দিত, তবে টাকাটা আদায়

করত মার্শাল বিফ রোগান।

'হয়তো বিফই আদায় করত,' মন্তব্য করল জন। 'কিন্তু নিজে ভোগ করত না। আমার দেওয়া নোট সম্পর্কে কিছু বলেছে শেরিফ?'

'বেশ সন্তুষ্ট মনে হলো তাকে। পড়ার পর বলল তুমি যা চেয়েছ, সময়মত পেয়ে যাবে—সেটা যাই হয়ে থাকে।'

'আজ রাতে আরও কয়েকজনকে পাকড়াও করলে কেমন হয়? মিসেস রিচমন্ডের ফান্ডটা বড় হোক!'

'ঘোড়া ওটস পছন্দ করে কিনা, জিজ্ঞেস করার দরকার হয় কখনও? ছেলেরা অবশ্য বাথানে আছে, তবে খবর দিলেই চলে আসবে।'

'মাঝরাতে গসপেল তাঁবুর কাছাকাছি দেখা কোরো।'

এবার একেবারে সহজে কাজ হয়ে গেল। চারজনের দু'জন একসঙ্গে, আর অন্যরা আলাদা আলাদা শ্যাকে থাকে। প্রথমে জোড়া শিকার করল ওরা।

ঘোড়া সাজানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে দুই কাউবয়কে; বাকি তিনজন আশপাশে তীক্ষ্ণ নজর রাখছে, কেউ নাক গলাতে এলে খেসারত দিতে বাধ্য করবে। দরজায় বার তুলে রাখা হয়নি, অনায়াসে হেঁটে শ্যাকের ভেতরে পা রাখল বার্ট আর জন। হ্যাঁচকা টানে বাঙ্ক থেকে তুলে ফেলল দু'জনকে। লণ্ঠন জ্বালিয়ে ঘরের কোণে রাখল যাতে বাইরে থেকে ভেতরের সবকিছু স্পষ্ট চোখে না পড়ে। দুই ফেরারীকে কাপড় পরার সুযোগ দিল ওরা; তারপর ল-অফিস থেকে আনা হ্যান্ডকাফ কব্জিতে পরিয়ে দিল। বাইরে এনে স্যাডলে কষে বাঁধা হলো তাদের, শেষে দুই কাউবয়ের পাহারায় র‍্যাঞ্চে পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

পরের শ্যাকের কাছাকাছি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকল এক কাউবয়, স্যাডলে বসে চারপাশে নজর রাখল অন্য দু'জন। বার্ট আর জন গিয়ে ঢুকল শ্যাকের ভেতর, একটু পর বন্দীকে নিয়ে বেরিয়ে এল। দুই ক্রুর তত্ত্বাবধানে একেও বাথানে পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

তৃতীয় শ্যাকের দরজা বন্ধ, কিন্তু জনের মৃদু করাঘাতের উত্তরে বাঙ্ক ছেড়ে দরজার কাছে চলে এল লোকটা, ফিসফিস করে ওর পরিচয় জানতে চাইল।

'মার্শাল,' মৃদু স্বরে বলল ও। 'রেনে তোমাকে একটা কাজ দিয়েছে। দরজা খোলো, তারপর বলছি।'

কোন প্রশ্ন ছাড়াই ওকে ভেতরে ঢুকতে দিল লোকটা। সামনে গিয়ে পিস্তলের ব্যারেল দিয়ে তার সোলার প্লেক্সাসে আঘাত করল জন।

আউটল সামলে নেওয়ার আগেই ভেতরে ঢুকে লণ্ঠন জ্বালিয়ে ফেলল বার্ট। একটু পর গায়ে কাপড় চাপিয়ে ওদের সঙ্গে বেরিয়ে এল লোকটা।

'তো, কাজটা দেখছি সহজ হয়ে আসছে,' সন্তুষ্টির সুরে বলল বার্ট।

'অনুশীলনের কারণে উন্নতি করছি আমরা,' বলল জন। 'তোমরা দু'জনে মিলে নিয়ে যেতে পারবে এই ব্যাটাকে। এই যে, ওয়ান্টেড নোটিশ,' পকেট থেকে রোল করা কাগজ বের করে বাড়িয়ে দিল ও। 'তিনজনের নামে পুরস্কার আছে। অন্যজনের নামে হয়তো এতদিনে ঘোষণা করা হয়ে গেছে। কাল কাউন্টি সীটে নিয়ে যাবে এদের। চারজন যাবে তোমরা, আশা করি কোন সমস্যা হবে না; তারমানে র‍্যাঞ্চে কাজ করার জন্যে দু'জন থাকবে।'

'র‍্যাঞ্চের কাজকর্ম নিয়ে মোটেই চিন্তা করছি না আমরা। মিসেস রিচমন্ড সবই জানে। আমাদের সঙ্গে দেড়শো পার্সেন্ট একাত্মতা ঘোষণা করেছে ও। বলেছে বাচ্চাদের নিয়ে আমাদের অনুপস্থিতিতে কাজকর্ম মোটামুটি চালিয়ে নিতে পারবে। জন, এসবের মধ্যে কিন্তু দারুণ আনন্দ খুঁজে পাচ্ছি! ভেবে দেখো, টাপারের আরও চারটে ভোট গায়েব করে দিয়েছি আমরা! আরও দু'এক রাউন্ড চালাতে পারলে নিশ্চিত ভাবে জয়ী হবে ক্লিন-আপ কমিটি। কি জানো, মিসেস রিচমন্ড গরু পাঞ্চিং ছেড়ে দিয়ে আউটল শিকারে আগ্রহী হয়ে উঠবে হয়তো। এরচেয়ে কাঁচা টাকা সম্ভবত আর কিছুতে নেই।'

'দুনিয়ার সব অপরাধীদের পুরস্কারের টাকায়ও বিল রিচমন্ডের মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ হবে না।'

'ঠিক বলেছ,' গম্ভীর হয়ে গেল সার্কেল-আর ফোরম্যান। 'কিন্তু এরচেয়ে ভাল কোন উপায়ে ওর ক্ষতি পুষিয়ে দিতে পারতে না।'

বারো

মঙ্গলবার একেবারে ঘটনাবিহীন কেটে গেল। ফ্রন্টিয়ারে ঢুকেছে জন, ঠিক এ সময়ে টাপারের অফিস থেকে বেরিয়ে এল চার্লি কীন, জানাল

ওকে দেখা করার নির্দেশ দিয়েছে মেয়র। পরিপাটি পোশাক পরা গানম্যানের উজ্জ্বল চোখ আর চেপে বসা ঠোঁট দেখে প্রমাদ গুনল জন, সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন বোধ করল। ধারণা করার চেষ্টা করল কি নিয়ে আলাপ হবে এবং সেভাবে নিজেকে তৈরি করার প্রয়াস পেল। অফিসে ঢুকে দাঁড়িয়ে থাকল ও, টাপারের ইঙ্গিতে কীন বসার পর একটা চেয়ার টেনে এনে এমন জায়গায় বসল যাতে একইসঙ্গে দু'জনের ওপর নজর রাখতে পারে।

'চেরোকি হর্ন কোথায়?' আচমকা প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল রেনে টাপার।

'জানলে সত্যিই খুশি হতাম। কিছু পাওনা আছে ওর, নাকি টাইগারে আমার মাথায় একটা আলু বানিয়েছিল ও।'

'জানি, সবই জানি,' অধৈর্য কণ্ঠে বলল টাপার। 'জানতে চাইছি ও কোথায়।'

'অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করতে হবে তোমার। যদি জানতে পারো, দয়া করে আমাকে জানিয়ো। আমিও খুঁজছি ওকে।'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সেলুন মালিক। 'পিট ডুরানের কাছে শুনলাম শনিবার রাতে চেরোকির শ্যাকে কিছু গোলাগুলি হয়েছে। ঘটনার সময় কাছাকাছি তোমাকে দেখেছে ও। রোববার সকাল থেকে লাপাত্তা হয়ে গেছে চেরোকি আর ওর তিন দোস্ত।'

'জেসি হলের খুনের ঘটনা ছাড়াও তো শনিবারে অনেক কিছু ঘটেছে।'

'ধানাই-পানাই বাদ দাও, জন! যখনই তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করি, অন্য কথায় চলে যাও,' অসন্তোষের সুরে অভিযোগ করল সে। 'সরাসরি উত্তর চাই আমি। চেরোকি কোথায়?'

'কী উত্তর চাও আমার কাছে—স্বীকার করব চেরোকির শ্যাকে গিয়ে চারজনকে খুন করেছি, তারপর লাশগুলো লুকিয়ে রেখে পিট ডুরানের সঙ্গে খোশমেজাজে গল্প করেছি?'

'আবারও সতর্ক করে দিচ্ছি তোমাকে! বেশি চালবাজি কোরো না, জন! বানর বানাতে চাও আমাকে?'

'নিজেই নিজেকে বানর বানাচ্ছ তুমি, শেষে হয়তো নাচতেও শুরু করবে। মনে আছে, চেরোকি বা ওর দোস্তদের না ঘাঁটানোর পরামর্শ তুমিই দিয়েছ আমাকে? অথচ এখন অভিযোগ করছ তাই করেছি আমি এবং বহাল তবিয়তে পারও পেয়ে গেছি!'

'সম্ভবত ওদের সঙ্গে কোন চালাকি করেছ তুমি,' সন্দিহান সুরে বলল টাপার। 'র‍্যাদার মতই চকচকে কিন্তু আগাগোড়া বিপজ্জনক

তুমি! কথার খই ফুটিয়ে...'

'মাথা খাটাও, রেনে। চেরোকিকে ধোলাই দেওয়ার পূর্ণ অধিকার ছিল আমার, মুখোমুখি হলে হয়তো সত্যিই তাই করতাম; তবে চারজনের সঙ্গে গোলাগুলি করতে যাব এমন বোকা নই আমি। স্বীকার করছি, পিস্তলে আমার হাত ভাল, কিন্তু অতটা ভাল নয় যে চারজনের সঙ্গে লড়ার দুঃসাহস করব। তাছাড়া, চারজনকে যদি খুনই করে থাকি, লাশ লুকিয়ে রাখব কেন?'

'জানি না, সত্যিই জানি না আমি!' বিব্রত হয়ে গেল টাপারের মুখ। 'ক্যান্ডারে ইদানীং যেসব কাণ্ডকারখানা ঘটছে, কখনোই এমন হয়নি। তুমি আসার পর থেকে এসবের শুরু! জানতাম চেরোকির সঙ্গে তোমার রেষারেষি চলছে, ওর নিখোঁজ হওয়ার কথা শুনে তাই প্রথমে তোমাকে সন্দেহ করেছি। সেটাই স্বাভাবিক, তাই না?'

'যদি চেরোকি একা নিখোঁজ হত, সেক্ষেত্রে স্বাভাবিক। কিন্তু তোমার কাছেই শুনলাম ওর তিন সঙ্গীরও কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। ওরা কি ঘোড়া নিয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে ভেগেছে ওরা। অন্য তিনজনও যদি চেরোকির মত হয়ে থাকে, তাহলে একটুও আফসোস নেই আমার। যাক্‌গে, এজন্যেই ডেকেছ?'

'না। জেসি হলের খুনী সম্পর্কে ধারণা পেয়েছ?'

বিষণ্ণ হয়ে গেল জনের মুখ। 'রেনে, শুরু থেকেই খুনীর পরিচয় জানি আমি। জেসি হল শুধু মাইনার নয়, বরং ক্লিন-আপ কমিটির মেয়র পদপ্রার্থী ছিল। ড্যান মেরিক যেমন আগের প্রার্থী বিল রিচমন্ডকে সরিয়ে দিয়েছে, তেমনি তোমার কোন লোক খুন করেছে হলকে।'

'আগেও বলেছি এ সম্পর্কে কিচ্ছু জানি না আমি!'

শ্রাগ করল ও। 'হতে পারে। হয়তো তোমার সুনজরে পড়ার জন্যে হলকে খুন করেছে কেউ, কিন্তু খবরটা জানানোর সুযোগ পায়নি। আবার এমনও হতে পারে, হয়তো চেরোকি হর্নই করেছে কাজটা!'

'দূর হও আমার সামনে থেকে!' জ্বলে উঠল মেয়রের চোখজোড়া, রাগে বিকৃত হয়ে গেছে মুখ।

পিছিয়ে এল জন, দেখল উঠে দাঁড়িয়ে ওকে অনুসরণ করল চার্লি কীন। বারে ওর পাশে চলে এল বন্দুকবাজ। 'তোমার গল্প একটুও বিশ্বাস করিনি, চিড়িয়া,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল সে। 'আবারও ধাপ্পা দিয়েছ টাপারকে। চেরোকি বা ওর বন্ধুদের উধাও হওয়ার পেছনে

নিশ্চই তোমার হাত আছে! চেরোকি কিন্তু আমার আরেক বন্ধু। তো, আমার দু'জন বন্ধুর নিখোঁজ হওয়া বা মৃত্যুর কৈফিয়ত দিতে হবে তোমাকে।'

'মাত্র একজনের জন্যে কৈফিয়ত দিতে আগ্রহী আমি,' শীতল সুরে জবাব দিল জন। 'ওই লোকটা সারা দুনিয়ায় তোমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু—তুমি নিজে।'

'আর ক'জন লাগবে তোমার?' অবজ্ঞা ঝরে পড়ল কীনের কণ্ঠে।

'চেরোকি এবং ওর বন্ধুদের পেছনে ফেলে এসেছি যখন, কী মনে করো, ক'জন লাগতে পারে?'

এ ব্যাপারে নিশ্চিত মনে হলো না চার্লি কীনকে, কারণ উত্তরে কিছুই বলল না বন্দুকবাজ।

রাস্তায় হাঁটার সময় *ক্ল্যারিয়ন* অফিসের জানালায় লাগানো কাচ দেখতে পেয়ে বিস্মিত হলো জন। শুধু কাচই নয়, নতুন দরজা খাড়া করা হয়েছে, ভাঙচুরের ফলে পড়ে থাকা জঞ্জাল নেই কোথাও। তাছাড়া, কোন ভাবে ভাঙা ডেস্কটাকে খাড়া করে ফেলেছে ক্যারল ম্যাকফী, ডেস্কে বসে এ মুহূর্তে কাজ করছে। টাইপের বিশাল স্তূপ থেকে নির্দিষ্ট টাইপ আলাদা করছে।

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল জন, সরাসরি ডেস্কের সামনে এসে ঝুঁকে পড়ল মেয়েটির দিকে। 'স্টার রিপোর্টার কী এখনও খেপে আছে, নাকি ওর স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ততা আর বিবেচনাবোধ ফিরে এসেছে?'

শীতল নির্লিপ্ততার সঙ্গে ওকে দেখল ক্যারল, তারপর নির্বিকার সুরে বলল: 'না, খেপা নই। সিদ্ধান্ত নিয়েছি টাপারের কোন ভাড়াটে লোকের সঙ্গে যেহেতু আমার কোন কাজ থাকতে পারে না, তাই ক্যান্ডারের মার্শালের ব্যাপারেও আগ্রহ নেই।'

'এখনও ভাবছ মিথ্যে বলতে এসেছি?'

'শনিবার রাতের পর থেকে বিশ্বাসটা আরও দৃঢ় হয়েছে।'

'বুঝেছি, ট্রেভিসের কাছ থেকে জেসি হলকে জেল হাউসে রাখার গল্প শুনেছ। স্বীকার করছি, প্ল্যানটা কেঁচে গেছে, একেবারে বুমেরাং হয়েছে! সে কি ফ্রাংক কেলসির কথা বলেছে তোমাকে?'

'ফ্রাংক কেলসির সঙ্গে এসবের কী সম্পর্ক?'

'হয়তো আমরা যতটা ভাবছি বা জানি, তারচেয়েও বেশি জড়িত সে। আমি আর ট্রেভিস পরামর্শ করার সময় ঠিক পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল কেলসি। সম্ভবত কিছু কথাবার্তা ওর কানেও গেছে। আমাকে যদি আরও বিপদে ফেলতে চাও, তথ্যটা ছড়িয়ে দিতে ভুল কোরো না।'

জ্বলে উঠল ক্যারলের চোখ, গোলাপী হয়ে গেল দুই গাল। তপ্ত স্বরে বলল: 'কারও পরামর্শের প্রয়োজন হয় না আমার, মি. ক্যালকিন! যে-কোন ঘটনা ঘোলাটে করে তুলতে খুব পাকা তুমি। নিজের কুকর্ম ঢাকতে এখন একজন নিরপরাধ লোককে জড়াচ্ছ, তার একমাত্র দোষ সে নেইল ট্রেভিসের হয়ে কাজ করে এবং দুর্ভাগ্যক্রমে তোমাদের পেছনে ছিল সেদিন। অথচ তুমি রেনে টাপারের পোষা মার্শাল আর ল-অফিসের চাবি অন্য কারও কাছে থাকার কথা নয়। তুমি এও জানতে জেসি হল আমাদের প্রার্থী। তো, ইচ্ছে করেই লাশটা গলিতে সরিয়ে নিয়ে গেছ, যাতে তোমাকে সন্দেহ না করে কেউ...'

'যা ইচ্ছে বলো, লেডি, তর্ক করব না! আমি তো টাপারের ভাড়াটে কুত্তা। চামড়া খুব মোটা কিনা, তাই এসবে আমল দেই না। শুধু একটা ব্যাপার ছাড়া সবই সত্যি বলেছ। জেসি হল যখন খুন হয়, তখন কিন্তু সাচ্চা ধার্মিক ছিলাম আমি, গসপেল তাঁবুয় রেভারেন্ড রিয়ার্সনের প্রার্থনা শুনছিলাম। টাপারের নির্দেশ ছিল যেন ওখানেই থাকি। *ক্ল্যারিয়ন* ভাঙচুরের সময় যে-কৌশলে আমাকে সরিয়ে রেখেছিল, ওভাবে না হলেও খাঁটি ধার্মিক হওয়ার সুযোগ দিয়ে কাজ সেরে ফেলেছে টাপার।'

'কৌশল মানে?' সবিস্ময়ে জানতে চাইল মেয়েটি।

'সেটাই তো বলতে এসেছিলাম সেদিন! কিন্তু তোমার মর্যাদাবোধ আর অহঙ্কার এত বেশি যে টাপারের পোষা মার্শালের একটা কথাও শুনতে চাওনি। সম্ভবত এখনও চাও না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে কপালে এসে পড়া চুল পেছন দিকে পাঠিয়ে দিল ক্যারল। 'ঠিকই ধরেছ, শোনার আগ্রহ পাচ্ছি না।'

'আমিও বলতে আগ্রহী নই। শুনে হয়তো বলবে মিথ্যে বলেছি। তো, কেটের কথাই ঠিক, সময়ই হচ্ছে সবচেয়ে বড় ঔষধ। সুস্থ হওয়ার আগে জিনিসটা বিস্তর দরকার হবে তোমার। গুড ডে, মিস ম্যাকফী!'

দরজার দিকে এগোল ও, পেছন থেকে চেঁচিয়ে ওকে ডাকল ক্যারল। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল জন, একটা ভুরু কোঁচকাল।

'কেট কি ওই...কৌশলের কথা জানে?'

'নিশ্চই। আমাকে বিশ্বাস করে ও, তাই সবকিছু খুলে বলেছি ওকে। কেট এমনকি আমার মাথার ফোলাটাও হাতড়ে দেখেছে।'

দরজা খুলে ফেলল জন।

'জন! কিসের ফোলা?' পেছন থেকে জানতে চাইল ক্যারল।

আবারও ফিরে তাকাল ও, দোরগোড়া থেকে উত্তর দিল: 'তুমি

হয়তো জানতে চাও না।'

'অবশ্যই জানতে চাই!'

'দুঃখিত। ক্যারল, তুমি সত্যিই চমৎকার মেয়ে। অদ্ভুত কোন কারণে তোমাকে পছন্দ করি আমি, কিন্তু যথেষ্ট শিক্ষা পেয়ে গেছি এরমধ্যে। যারা আমাকে বিশ্বাস করে না, তাদের ওপর আস্থা রাখতে একটুও ভাল লাগে না আমার।'

বেরিয়ে এসে দরজা আটকে দিল জন। নীরব হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে গেছে মুখ। ক্যারল ম্যাকফীকে খুঁচিয়ে ত্যক্ত করার মধ্যে সত্যিই আনন্দ রয়েছে! রাস্তা পেরিয়ে দুই দালানের মাঝখানের প্যাসেজওয়েতে এসে দাঁড়াল ও, দেখতে পেল অফিস থেকে বেরিয়ে এল ক্যারল, দ্রুত পায়ে এগোল গসপেল তাঁবুর দিকে।

এবার সবক'টা দাঁত বের করে হাসল জন, ঘুরে নিজের কেবিনের দিকে এগোল।

রাতে ফ্রন্টিয়ারে ঢুকে বারের কাছে চলে এল ও, পাশে চার্লি কীনকে আবিষ্কার করল।

'আমাদের আরও চারজন লোক উধাও হয়ে গেছে,' প্রায় খেপা সুরে বলল বন্দুকবাজ। 'এ ব্যাপারেও কিচ্ছু জানো না তুমি, তাই না?'

'এরাও কি ঘোড়া নিয়ে গেছে সঙ্গে?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেন? তুমিও দেখছি রেনে টাপারের মত বাঁদরামি করছ! আমিই যদি ওদেরকে সরিয়ে দিতাম, ঘোড়ার দরকার হত না কারও, কফিন দরকার হত।'

'নিজের অজান্তে তেমন একটা বাক্সে ঢোকার ফিকির করছ তুমি!' স্পষ্ট বিদ্রূপ ঝরে পড়ল বন্দুকবাজের কণ্ঠে।

'কখনও ঢুকিনি। তবে ঢোকা উচিত। ঢোকার পর কেমন লাগে, নরকের দুয়ারে দেখা হলে না হয় বলব তোমাকে।'

রাউন্ড দিতে বেরিয়ে এল জন, কিছুক্ষণের মধ্যে টের পেল পেছনে ফেউ লেগেছে। চেহারা দেখানোর ইচ্ছে নেই লোকটার, তাই বেশ দূর থেকে অনুসরণ করছে। লোকটার উপস্থিতি গ্রাহ্য করল না জন, আশা করছে যখন ইচ্ছে খসিয়ে দিতে পারবে তাকে।

বুধবার দিনটাও ঘটনাবিহীন কেটে গেল, কিন্তু পরিবেশে চাপা উদ্বেগ আর তেতে ওঠা পরিস্থিতির আভাস ঠিকই থাকল। রাতে ডাবল ঈগলে দেখা গেল বার্ট স্টিভেন্সকে। একসঙ্গে ড্রিঙ্ক গেলার সময় আধ-ঘণ্টা পর ফোরম্যানকে নির্দিষ্ট জায়গায় দেখা করতে বলল জন। সেলুন

থেকে বেরিয়ে কিছুদূর এগোতে টের পেল পেছনে ফেউ লেগেছে, অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে এসে ওর পিছু নিয়েছে এক লোক।

আঠাটাকে এবার খসিয়ে দিতেই হয়!

কাজটা খুব কঠিন হলো না। টাউন মার্শাল হিসেবে যেখানে খুশি ঢোকার ক্ষমতা রয়েছে ওর। যে-কোন বাড়ির সামনের দরজা দিয়ে ঢুকে পেছন দরজা হয়ে বেরিয়ে যেতে পারে, এবং তাই করল ও, ভান করছে যে ফেউ সম্পর্কে এখনও অসচেতন। লোকটাকে খসিয়ে দেওয়ার পর জায়গামত পৌঁছে গেল, দেখল আগেই চলে এসেছে বার্ট স্টিভেন্স।

বন্দীদের শেরিফের হাতে সোপর্দ করা হয়েছে, রিপোর্ট করল ফোরম্যান। জেসি হলের মৃত্যু সম্পর্কে কেউই কিছু জানে না। একজন স্বীকার করেছে নিরাপত্তার জন্যে রেনে টাপারকে পাঁচশো ডলার মাসোহারা দিয়েছে। মার্শালের হাতে ধরা পড়ায় টাপারের ওপর খেপে গেছে লোকটা, ধরে নিয়েছে বেঈমানি করেছে মেয়র; তাই লিখিত স্বীকারোক্তি দিতেও আপত্তি করেনি।

রেনে টাপারের জন্যে ফাঁসটা ছোট হয়ে আসছে, ভাবল জন।

'আরেকটা দলকে পাকড়াও করা গেলে মন্দ হত না,' আগ্রহী সুরে বলল বার্ট। 'স্পট করেছ নাকি কাউকে?'

'উঁহুঁ, আজ নয়। পালিয়ে বেড়াচ্ছি আমি, তোমার সঙ্গে ধরা পড়া যাবে না। টাপার সন্দিহান হয়ে উঠেছে, আর চার্লি কীন তো ট্রিগারে আঙুল রেখে টার্গেট খুঁজছে। ভাবছি কয়েক দিন চুপচাপ কাটিয়ে দেব, তাতে হয়তো সন্দেহ চলে যাবে ওদের। এই ফাঁকে রোববার রাতের জন্যে কয়েকজনকে ঠিক করে ফেলব। সোমবার কাউন্টিতে নিয়ে যাবে ওদের, মঙ্গলবার ফিরে আসবে ভোট দিতে।'

বৃহস্পতিবার সকালে রাস্তায় ক্যারলের সঙ্গে দেখা হলো ওর। এক পাতার ছাপানো বুলেটিন বিতরণ করছে মেয়েটি, ওকেও ধরিয়ে দিল একটা। বড়সড় হরফে ছাপা এক অনুচ্ছেদের খবর।

'কীভাবে ছাপালে এটা?' জানতে চাইল ও।

'জানোই তো রাস্তা থেকে টাইপ কুড়িয়ে সংগ্রহ করেছি। ভাগ্য ভাল, একটা ফ্রেম নষ্ট করেনি ওরা, চোখ এড়িয়ে গেছিল বোধহয়। তো, ওটা ঠিকঠাক করে, টাইপের ওপর কালির রোলার চালিয়ে একবারে এক পাতা করে ছাপিয়েছি। পড়ে দেখো!'

পড়ল জন:

বিল রিচমন্ড বা জেসি হলের মৃত্যুর জন্যে যে রেনে টাপার এবং তার সংগঠন দায়ী, এটা এখন আর কোন গোপন খবর নয়। ক্যান্ডারে শান্তি আনতে চাইলে, সৎ নির্ভরযোগ্য নেতৃত্ব আনতে হলে এই সংগঠনকে গুঁড়িয়ে দিতে হবে। ভোট দেওয়া আপনার নৈতিক দায়িত্ব এবং এই শহরে শান্তি আনার জন্যে আপনার একটি ভোটই যথেষ্ট। ক্লিন-আপ কমিটির প্রার্থীকে ভোট দিয়ে ক্যান্ডারে শান্তি আনুন, সৎ শাসন প্রতিষ্ঠা করুন, গুঁড়িয়ে দিন রেনে টাপারের সংগঠনকে! নিরাপত্তার খাতিরে আমাদের প্রার্থীর নাম আপাতত প্রকাশ করা হচ্ছে না। নির্বাচনের দিন সকালে সবাই জানতে পারবেন।

'দারুণ!' প্রশংসা করল জন। 'এবার কাজের কাজ শুরু করেছ!'

'ধন্যবাদ। তোমার সমর্থন পেয়ে সত্যি ভাল লাগছে আমার, কৃতজ্ঞ বোধ করছি, জন। নির্বাচনের দিন পর্যন্ত প্রতিদিন এক পৃষ্ঠার বুলেটিন বের করব আমরা, লোকজনের উৎসাহ ধরে রাখার চেষ্টা করব। শহরের প্রতিটি সৎ এবং নিরীহ মানুষের হাতে পৌঁছে দেব বিশেষ বুলেটিন। তো, মি. স্মার্টি, রেনে টাপার যাই করুক, এবার আর ভরাডুবি ঠেকাতে পারবে না, এবং তোমার কাছে আজীবনের সেবা পাওনা হব আমি!'

'*ক্ল্যারিয়ন* যেহেতু মাত্র এক ফ্রেম, কিছু পুরানো টাইপ আর একটা রোলারের ওপর নির্ভর করছে, খুব বেশি হারানোর ঝুঁকি নিতে হচ্ছে না তোমাকে। তারপরও বাজির শর্ত অপরিবর্তিত থাকবে।'

'তুমি যদি জয়ী হও, তাহলে সমপরিমাণ টাকা পাবে,' অহঙ্কারী স্বরে বলল ক্যারল। '*ক্ল্যারিয়ন* কখনও দেনায় পড়েনি, পড়বেও না। জন...' দ্বিধা করল মেয়েটি, আরক্ত হয়ে উঠল দুই গাল। 'কেটের সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। সবকিছু বলেছে ও...সেদিন আমাকে যা বলতে চেয়েছিলে, কিন্তু এতটা গোয়ার্তুমি করেছি যে তোমার কথা শুনতে চাইনি। জন...আবারও দুঃখ প্রকাশ করছি আমি।'

'এটা একটা খেলা বোধহয়,' কৌতুকের সুরে বলল ও। 'একবার সন্দেহ করবে, গালাগাল দেবে, তো পরেই দুঃখ প্রকাশ করবে। অবস্থা এমন হয়েছে যে সপ্তাহে দু'বার তুমি সন্দেহ বা অবিশ্বাস না করলেই অস্বাভাবিক মনে হয়। দেখতে পাচ্ছি, কেটের কাছ থেকে সবকিছু শোনার পরও আমার ওপর আস্থা হয়নি তোমার, কারণ নতুন প্রার্থীর পরিচয় এখনও জানাওনি আমাকে।'

দ্বিধান্বিত দেখাল মেয়েটিকে।

'বোলো না,' দ্রুত বলল জন। 'নইলে পরে আফসোস করবে।'

বুলেটিনের তাড়া হাত বদল করল ক্যারল।

মেয়েটির ডান হাতে একটা আংটি চোখে পড়ল। আগে কখনও দেখেনি। খানিকটা হলেও থমকে গেল জন। 'ওটা কী?' নির্বিকার সুরে জানতে চাইল ও।

'এটা? ওহ্, আংটি।'

'এনগেজমেন্টের?'

'হ্যাঁ।'

'নেইল ট্রেভিস, ঠিক ধরেছি না? তারিখ ঠিক করেছ তোমরা?'

চোখ তুলে ওর দিকে তাকাল ক্যারল, মনে হলো কিছু বলবে, তারপর মত বদলে ফেলল। দৃষ্টি নামিয়ে বলল: 'এখনও ঠিক হয়নি।'

'শুভেচ্ছা! সৌভাগ্য আর দুনিয়ার সমস্ত সুখ প্রত্যাশা করছি তোমাদের জন্যে!' ক্ষীণ হাসল ও। 'তো, মনে হচ্ছে বাজিতে জেতা ছাড়া উপায় নেই। বাসন-কোসন ধোয়ার বা নেইল ট্রেভিসের জন্যে বিছানা তৈরি করার ইচ্ছে মোটেই নেই আমার। সো লঙ!'

তো নেইল ট্রেভিসকে বিয়ে করছে ক্যারল! রাস্তা ধরে এগোনোর সময় আনমনা হয়ে উঠল জন। *কেন নয়? এনগেজমেন্ট হয়ে গেছে যখন, মেয়েটিকে আর বিরক্ত করা ঠিক হবে না।* অন্যের বউয়ের সঙ্গে খুনসুটি করে না কোন ভদ্রলোক। যদিও ব্যাপারটা এমনিতেও বেশিদূর গড়াত না, ক্যান্ডারের ঝামেলা চুকে গেলে অজানা গন্তব্যের উদ্দেশে চলে যেত ও।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে দ্রুত পা চালাল জন।

শুক্রবার পুরো দিন নির্বাচনী ফলাফলের আগাম আভাস পাওয়ার এবং আন্দাজ করার চেষ্টায় কেটে গেল ওর। চরম আশাবাদী কোন লোকও এগিয়ে রাখবে রেনে টাপারকে। তবে দারুণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে, সম্ভবত অল্প ভোটে জয়-পরাজয় নির্ধারিত হবে। টাপারের কিছু লোককে সরিয়ে দিতে পারলে জয়ের পাল্লা ঝুঁকে পড়বে ক্লিন-আপ কমিটির দিকে।

জন মনে-প্রাণে চায় ক্লিন-আপ কমিটি জিতুক, কারণ তাতে সত্য আর ন্যায়ের জয় হয়। ক্যান্ডারের স্বার্থে নয়, কারণ শহরের রাজনীতি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই ওর, বরং অদ্ভুত হলেও ও চাইছে ক্যারল ম্যাকফী জিতুক, অক্লান্ত শ্রমের বিনিময়ে প্রাপ্য বিজয়ের স্বাদ নিক রিয়ার্সনরা, বিল রিচমন্ড বা জেসি হলের মৃত্যু অর্থবহ হোক।

কেট রিয়ার্সনের অনিন্দ্যসুন্দর মুখটা ভেসে উঠল ওর মানসপটে, কী নিদারুণ আনন্দ পাবে মেয়েটি! অটল বিশ্বাসের বাস্তবায়ন দেখতে পাবে। অথচ ক্লিন-আপ কমিটি নির্বাচনে হেরে গেলে এই বিশ্বাস আজীবনের জন্যে হারিয়ে যাবে, হয়তো কোনদিনই আর হাসতে পারবে না মেয়েটি।

দুই কাঙ্ক্ষিতা যুবতীর প্রতি নিজের মনোভাব বা উপলব্ধির বিভিন্নতা টের পেয়ে আনমনা হয়ে পড়ল জন। দু'জনেই দারুণ সুন্দরী এবং পরিপূর্ণ নারী। কিন্তু তারপরও একটা পার্থক্য রয়েছে। কেট রিয়ার্সনকে পছন্দ করে ও–যার পুরোটাই রক্ষণশীল, পছন্দের পাশাপাশি রয়েছে সমীহ আর শ্রদ্ধা। ক্যারলকে পছন্দ দুর্বিনীত মেজাজ, অকপট স্বতঃস্ফূর্ততা আর প্রাণচাঞ্চল্যের কারণে, স্রেফ আনন্দ পাওয়ার জন্যে হলেও মেয়েটিকে ত্যক্ত করতে ভাল লাগে। নাকি বেশি কিছু?

শনিবারে সরগরম হয়ে উঠল ক্যান্ডার। ফ্রন্টিয়ারের ফটকের ওপর ফ্রী ড্রিঙ্কের ব্যানার যথারীতি শোভা পেল, সন্ধের পরপরই জনারণ্য হয়ে উঠল পুরো শহর। চারদিকে প্রচুর কোলাহল। হাতাহাতির কয়েকটা ঘটনাও ঘটল, যদিও কোনটাই মারাত্মক কিছু নয়। কয়েকজনকে গ্রেফতার করল জন, তারপর জজ তাদের জরিমানা করার পর সেলে ঢুকিয়ে রাখল। এমন কোন অপরাধ নয়, কিন্তু জরিমানা করতে পেরে দারুণ সন্তুষ্ট মনে হলো জজকে, এবং জনকে উৎসাহ দিল কাজে।

প্রতিদিনের মতই, ওর পিছু নিচ্ছে অদৃশ্য অনুসরণকারী। ইচ্ছে করে লোকটাকে বিভিন্ন কায়দায় ধাঁধায় ফেলে দিল জন, ওকে অনুসরণ করার কাজটা কঠিন করে তুলল তার জন্যে।

ক্যারিয়ন-এর শেষ অস্তিত্ব হিসেবে বুলেটিন বেরোল শুক্র ও শনিবার। বড়জোর এক বা দুই অনুচ্ছেদের বুলেটিন। প্রথমটির মতই সরাসরি অভিযোগ আনা হয়েছে রেনে টাপারের বিরুদ্ধে, সংগঠনের সত্যিকার রূপ এবং ক্যান্ডারের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সচেতন করার চেষ্টা করা হয়েছে। জন স্বীকার করতে বাধ্য হলো এ ধরনের বুলেটিন ক্লিন-আপ কমিটির পক্ষে জনমত তৈরিতে যথেষ্ট ভূমিকা রাখবে।

রোববার সকালটা ঢিমেতালে পেরিয়ে দুপুর হলো, কোলাহলমুখর বিকেল গড়িয়ে উৎসবপূর্ণ আমেজের সঙ্গে এবং শেষে–রাতে–তুমুল হট্টগোল, তর্কাতর্কি আর হাতাহাতির ঘটনায় রূপ পেল। ক্ষুব্ধ মাইনার এবং কাউবয়দের গ্রেফতার করতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ল জন।

ওর ব্যস্ততা দেখে মনে হলো সত্যিই রেনে টাপারের হয়ে কাজ করছে, কিন্তু আসলে মোটেই তা নয়। একদিন পরই নির্বাচন। জেলে

থাকলে কেউ গুলিতে মরবে না কিংবা ইচ্ছেমত হুইস্কি খেয়ে মাতালও হতে পারবে না। মঙ্গলবার পর্যন্ত যত লোক খুন হবে বা হ্যাংওভারে আক্রান্ত থাকবে, ক্লিন-আপ কমিটির ঠিক তত ভোট কমে যাবে। সম্ভবত রেনে টাপারের নীরব অনুমোদন হিসেবে, অনুসরণকারী এখন আর পিছু নিচ্ছে না ওর। কেউ নেই যখন, ফেরারী আসামী পাকড়াও করতে অসুবিধে নেই। এক ফাঁকে ডাবল ঈগলে ঢুকল জন, বার্ট স্টিভেন্সের পাশে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে জানাল: 'মাঝরাতে। একই জায়গা।'

রাত এগারোটার দিকে কাজ শুরু করল ও। প্ল্যানটা বিপজ্জনক এবং ঝুঁকিপূর্ণ। ছয়জন লোককে বাছাই করেছে, সাধারণ চুরি থেকে সর্বোচ্চ খুনের অভিযোগ আছে এদের বিরুদ্ধে। প্রত্যেককে আলাদা আলাদা ভাবে একটা খবর পৌঁছে দিল: 'রাত বারোটায় চেরোকির কেবিনে থেকো। একা যেয়ো। কেউ যেন দেখতে না পায়। শ্যাকে ঢুকে অপেক্ষা কোরো। অন্য ছেলেরা চলে আসবে। টাপারের কী যেন প্ল্যান আছে, কিন্তু ক্লিন-আপ কমিটি ফ্রন্টিয়ারে নজর রাখবে বলে ওখানে বলতে চাইছে না। এ সম্পর্কে কাউকে কিচ্ছু বোলো না। পরিষ্কার?'

এগারোটা চল্লিশ মিনিটে ছয় আউটলকে দেখতে পেল। ঘোড়ায় চড়ে গসপেল তাঁবুয় চলে এল জন। পাঁচ কাউবয় সহ বার্ট স্টিভেন্স আগেই চলে এসেছে। দ্রুত, সংক্ষেপে নিজের পরিকল্পনা খুলে বলল ও।

'একসঙ্গে লুকিয়ে থাকবে সবাই। কেবিনে ঢুকে একটা লণ্ঠন জ্বালাব আমি। ভাব দেখাব যেন গালশে রেইড হয়েছে, ওদের মনোযোগ ধরে রাখব; এই ফাঁকে কাছাকাছি চলে যাবে তোমরা। সতর্ক থেকো। কাজটায় ঝুঁকি আছে। কিন্তু এছাড়া উপায়ও নেই। ওদেরকে ঘোড়া নিয়ে আসতে নিষেধ করেছি, তাই ঘোড়ার ব্যবস্থা আমাদেরই করতে হবে। ভাল হয় একটা ওয়্যাগন থাকলে, তাহলে সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে যেতে পারব।

'ফ্রন্টিয়ারে আছে পিট ডুরান, তাই স্টেবল থেকে ওয়্যাগন চুরি করতে সমস্যা হবে না। ওয়্যাগনের জন্যে দু'জন যাবে, শ্যাকের কাছাকাছি কোথাও রেখো ওটা।'

'বেপরোয়া ছয়জনের মুখোমুখি হওয়ার ঝুঁকি নিচ্ছ, জন,' বলল বার্ট। 'ওরা যদি সন্দেহ করে বসে, কপালে খারাবি আছে আজ!'

'ঢিল ছোঁড়া হয়ে গেছে, এখন আর ফিরিয়ে নেওয়ার উপায় নেই।

ওরা যদি সন্দেহও করে, আশা করি আমাকে করবে না। তাছাড়া, একসঙ্গে ছয়জনকে সরিয়ে দেওয়ার এরচেয়ে ভাল কোন উপায় দেখছি না। নির্বাচনের আগে এটাই আমাদের শেষ অভিযান।

'পরিস্থিতি অনুকূল না থাকলে যত দ্রুত সম্ভব সরে পড়ো। আমাকে বের করে আনার চেষ্টা কোরো না কেউ, বোকামি হবে। সরাসরি কাউন্টি সীটে গিয়ে শেরিফকে খুলে বলবে সবকিছু। বার্ট, একজনকে নিয়ে ওয়্যাগন তৈরি করে ফেলো। চেরোকির শ্যাকের আশপাশে গাছের আড়ালে বা নীচে অবস্থান নাও অন্যরা। শ্যাকে ঢোকার আগে পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করব আমি, আশা করি ততক্ষণে ওয়্যাগন তৈরি করে নিয়ে আসতে পারবে। কেবিনে বাতি জ্বলতে দেখলে এগোনো শুরু করবে তোমরা।'

চলে গেল ছয় কাউবয়। একজনকে নিয়ে লিভারি স্টেবলের দিকে এগোল বার্ট স্টিভেন্স, অন্যরা শ্যাকের চারধারে বিভিন্ন গাছের আড়ালে ছড়িয়ে পড়ল। অপেক্ষায় থাকল জন, সময় কাটানোর ফাঁকে পিস্তল দুটো পরখ করল—পুরো লোডেড। হ্যামারের নীচে চেম্বারও লোডেড, সাধারণত শূন্য রাখে ওটা। মিনিট পাঁচেক পর শ্যাকের দিকে এগোল ও।

কেবিন থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে একটা গাছের সঙ্গে ঘোড়া পিকেট করল ও, তারপর পায়ে হেঁটে এগোল। দৃঢ়, নিশ্চিত পদক্ষেপে এগোচ্ছে, সামান্য দ্বিধাও নেই ওর চলাফেরায়; দেখেও মনে হলো না কোন ধান্ধায় ঘুরঘুর করছে। জানে অন্তত ডজন খানেক চোখ অনুসরণ করছে ওকে, আচরণে সামান্য আভাস পেলে সন্দিহান হয়ে উঠবে বেপরোয়া লোকগুলো। দরজাটা খোলা, কিন্তু ভেতরে এত ঘুটঘুটে অন্ধকার যে কিছুই চোখে পড়ছে না। নীরব এবং অন্ধকার।

জন অনুভব করল ঘাড়ের পেছনে দাঁড়িয়ে গেছে ওর চুলগুলো; অস্বস্তির প্রবাহ বইছে রক্তে—বিপদের পূর্বাভাস: কোন কিছুই ঠিক নেই! আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে শ্যাকটা জনশূন্য, আসলে ফাঁদে পা দিতে যাচ্ছে। নিশ্চিত মৃত্যু অপেক্ষা করছে ওখানে।

এগোনো ছাড়া উপায় নেই, সামান্য দ্বিধাও করা যাবে না। শরীরের প্রতিটি মাংসপেশী টানটান হয়ে গেছে, স্নায়ুগুলো তটস্থ; কিন্তু অনমনীয় দৃঢ়তায় নিজেকে সামলে নিল জন। দরজায় পা রেখে মৃদু, নিরাবেগ স্বরে জানতে চাইল: 'চলে এসেছ সবাই?'

'আলবৎ!' বিদ্বেষের সুরে জবাব দিল এক আউটল। 'নচ্ছার বেঈমানটাকে এবার উচিত শিক্ষা দেব আমরা! ধরো ওকে, বয়েজ!'

অবচেতন মন আগেই সতর্ক করে দিয়েছে জনকে, কণ্ঠস্বরের বিষাক্ততায় নিঃসন্দেহ হয়ে গেল এবার। উত্তপ্ত স্বরের প্রথম বাক্য শোনার পরপরই মাথা নিচু করল ও, একইসঙ্গে সরে গেল দরজার বাম দিকে, কোণের অন্ধকারে অবস্থান নিল। পুরো ব্যাপারটাই তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া, তবে শরীর আর মস্তিষ্কের নিপুণ সমন্বয়ের ফসল। জনের ধারণা লোকগুলো ঘরের দূরের কোণে একত্রিত হয়েছে, কারণ সেটাই স্বাভাবিক এবং নিরাপদ—ক্রস ফায়ারে পড়বে না তাহলে; সুতরাং দরজা থেকে সরে যেতে পারলে ওকে দেখতে পাবে না কেউ।

বাজ পড়ল যেন, মুহুর্মুহু গর্জে উঠল কয়েকটা পিস্তল, কমলা আগুন ওগরাচ্ছে। দরজা আর তার দু'পাশ লক্ষ্য করে গুলি করছে ওরা, বাতাসে শিস কেটে বুলেট চলে যাওয়ার তীক্ষ্ণ শব্দ শুনতে পেল জন, দু'একটা দেয়ালের চল্টা তুলছে।

মেঝের ওপর সটান পড়ে আছে ও, হাতে পিস্তল কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন গুলি করেনি। তাহলে গান ফ্ল্যাশ দেখে ওর অবস্থান জেনে ফেলবে শত্রুরা। চেরোকিকে ধরার সময় ঢুকেছিল কেবিনে, আসবাবপত্রের অবস্থান মোটামুটি মনে আছে।

প্রচণ্ড গোলাগুলির মধ্যেই ধীর গতিতে একপাশে সরে এল ও, মাথার ওপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে তপ্ত সীসা; একটা বাঙ্কের কাছাকাছি পৌঁছল। গিরগিটির মত বুকে হেঁটে বাঙ্কের তলায় ঢুকে স্থির ভাবে পড়ে থাকল।

গোলাগুলি থেমে গেছে। 'কি মনে হয়, বেঁচে আছে হারামজাদা?' জানতে চাইল একজন।

'এরচেয়ে সহজ টার্গেট হয় নাকি? মিস্ হওয়ার সম্ভাবনাই নেই!' উত্তর দিল একজন। 'যাও তো, লণ্ঠনটা ধরাও কেউ। ঘরের কোণে আছে ওটা।'

এক আউটলর নড়াচড়ার ক্ষীণ শব্দ শুনতে পেল জন, হাতড়ে টেবিলের কাছে যেতে চাইছে। বাঙ্কের দিকে এগিয়ে আসছে লোকটা, কোণে এসে থামল। জনের মাথার পাঁচ হাত দূরে ফশ্ করে জ্বলে উঠল দেয়াশলাইয়ের কাঠি, বাঙ্কের তলা থেকে এক লোককে মেঝেয় বসতে দেখতে পেল জন। লণ্ঠন ধরাচ্ছে লোকটা, জানে না জনের সিক্সগানের নল স্থির হয়ে আছে তার মাথা বরাবর, বেতাল কিছু করলেই লাশ হয়ে যাবে। কিন্তু লণ্ঠন নিয়ে ব্যস্ত সে, চিমনি খুলে সলতেয় আগুন ধরাল।

কেবিনের বাইরে ছুটন্ত পদশব্দ শোনা যাচ্ছে।

'লোকজন আসছে!' বিড়বিড় করল এক আউটল।

'গুলির শব্দ শুনতে পেলে তো আসবেই!' কর্তৃত্বের সুরে বলল একজন, সম্ভবত সে-ই নেতা। 'পুরো শহর ছুটে আসবে এখানে। এড, লণ্ঠনটা নিয়ে এদিকে এসো।'

সতর্কতার সঙ্গে এগোল এড নামের লোকটা, সন্তর্পণে লণ্ঠন ধরে রেখেছে, শরীর থেকে বেশ কিছুটা দূরে; অন্য হাতে কোল্ট, ভয়ার্ত চাহনি হানছে চারপাশে। সব ক'জন ছুটে গেল দরজার দিকে, হাতে পিস্তল তৈরি, কোন টার্গেট চোখে পড়া মাত্র গুলি করবে।

বাক্সের তলা থেকে উল্টোপাশে বেরিয়ে এল জন, হাঁটু গেড়ে বসল মেঝেয়, তারপর বাক্সের ওপর কনুইয়ের ভর রেখে পয়েন্ট ফোর-ফোরে নিশানা করল। 'আরে! ব্যাটা তো...' চোখের কোণ দিয়ে জনকে দেখে সবিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল একজন। চট করে ঘুরে দাঁড়াল সে, পিস্তলটা লেভেলে নিয়ে আসছে গুলি করার জন্যে।

লোকটার মাথায় গুলি করল জন।

চট করে, যেন অদৃশ্য কোন ইশারায়, একইসঙ্গে ঘুরে দাঁড়াল অন্যরা। হুমড়ি খেয়ে ভূপতিত হলো আরও একজন। তৃতীয় লোকটার উদ্দেশে গুলি করেই বাক্সের পেছনে মাথা নিচু করে ফেলল জন। গুলির তুবড়ি উড়ে গেল ওর মাথার ওপর দিয়ে, দেয়ালে চল্টা তুলছে। বাক্সের তলা থেকে লোকগুলোর পা দেখতে পাচ্ছে ও। গুলি করল। তীক্ষ্ণ চিৎকার করে হুড়মুড় করে মেঝেয় পড়ে গেল আরও এক আউটল, পা ভেঙে গেছে।

বার্ট কি করছে এতক্ষণ?

বাক্স বরাবর, নিচু নিশানায় গুলি করছে ওরা; কাঠের বাক্স ফুটো করে মেঝেয় আছড়ে পড়ছে তপ্ত সীসা। প্রমাদ গুনল জন, শঙ্কায় শুকিয়ে এসেছে মুখ। বুঝতে পারছে এভাবে বেশিক্ষণ টিকতে পারবে না, একটা বুলেট সোজাসুজি ছুটে এলেই কম্ম সাবাড় হয়ে যাবে!

'পিস্তল ফেলে দাও সবাই!' বার্ট স্টিভেন্সের কণ্ঠ স্বস্তি ছড়িয়ে দিল জনের দেহে। 'তোমাদের কাভার করে রেখেছি আমরা!'

গোলাগুলি থেমে গেল।

'জন, তুমি ঠিক আছ তো?' উদ্বিগ্ন স্বরে জানতে চাইল সার্কেল-আর ফোরম্যান।

বাক্সের তলা থেকে ক্রল করে বেরিয়ে এল ও। 'জলদি, বয়েজ! মিনিট খানেকের মধ্যে শহরের লোকজন চলে আসবে। এদেরকে নিরস্ত্র করে সরিয়ে নিয়ে যাও। ভাঙা পা-অলাকে ধরো দু'জন, মেঝেয় পড়ে থাকা দুটোকে নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না, মারা গেছে। জলদি,

জলদি করো!'

ঝটপট কাজ করল ওরা।

এখনও লণ্ঠন হাতে দাঁড়িয়ে আছে এড নামের আউটল, পিস্তল ফেলে অন্য হাত যতটা সম্ভব মাথার ওপর তুলে রেখেছে। তার হাত থেকে লণ্ঠনটা নিয়ে কোণের টেবিলের ওপর রেখে দিল জন। যথেষ্ট আলো ছড়িয়ে পড়ল, অন্তত কাজ করতে অসুবিধে হলো না ওদের, আবার বাইরে থেকে সহজে চোখে পড়বে না ভেতরে আসলে কী হচ্ছে।

জীবিত চার আউটলর কাছ থেকে পিস্তল-ছুরি, সবই কেড়ে নেয়া হলো। কব্জি বেঁধে ফেলা হলো। তিন কাউবয়ের গলাধাক্কা খেয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল অক্ষত তিনজন, আহত লোকটাকে বয়ে নিয়ে গেল অন্য দুই কাউবয়। লণ্ঠন নিভিয়ে দ্রুত পায়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে এল বার্ট আর জন। ঘোড়ার উদ্দেশে ছুটল।

'এই যে, ওয়ান্টেড নোটিশ,' বার্টের হাতে রোল করা নোটিশ ধরিয়ে দেওয়ার সময় বলল জন। 'মঙ্গলবার সূর্য ডোবার আগেই ফিরে এসো, সেজন্যে যদি দু'একটা ঘোড়াকে খুনও করতে হয়, পরোয়া কোরো না। ক্লিন-আপ কমিটির পক্ষে ভোট দিতে হবে। তাছাড়া, নির্বাচনের পর তোমাদের অস্ত্রের সাহায্য দরকার হতে পারে। আসল খেলা কিন্তু তখন হবে।'

বার্টের কাছ থেকে আলাদা হয়ে গাছের আড়ালে রাখা ঘোড়ার দিকে এগোল ও। স্যাডলে চড়ে শহরের দিকে কিছু পথ এগোল, তারপর ঘোড়া থামিয়ে অপেক্ষায় থাকল। ওয়্যাগনের চাকার ঘড়ঘড় শব্দ কানে আসছে, রিচমন্ড বাথানের দিকে ছুটছে ওটা। মূল রাস্তার কাছাকাছি সমানে চিৎকার করছে লোকজন, গোলাগুলির কারণ জানতে চাইছে একে অন্যের কাছে। ছুটন্ত পদশব্দও শোনা যাচ্ছে। লিভারি স্টেবলের কাছাকাছি কয়েকটা অবয়ব চোখে পড়ল, চেরোকি হর্নের শ্যাকের দিকে যাচ্ছে।

ঘুরপথে স্টেবলের সামনে চলে এল জন, টাই-রেইলে ঘোড়ার লাগাম বেঁধে ভিড়ের পেছন পেছন ছুট লাগাল। চেরোকির কেবিনের সামনে ভিড় জমে গেছে ততক্ষণে। ঠেলে নিজের পথ থেকে লোকজনকে সরিয়ে দিল ও, ভেতরে ঢুকে দেখল মৃত আউটলদের পরীক্ষা করছে কয়েকজন; অন্যরা কেবিনটা খুঁটিয়ে দেখছে, হাতে পিস্তল, বোঝার চেষ্টা করছে একটু আগে এখানে ঠিক কী ঘটেছে।

'কেউ কিছু স্পর্শ কোরো না!' চেঁচাল জন। 'এখানে হচ্ছেটা কী?

কোন হারামখেকোর কাজ এটা?'

চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল চার্লি কীন, কিন্তু জন তাকে পিস্তলে কাভার করে রেখেছে; স্বভাবতই বেতাল কিছু করার সাহস পেল না বন্দুকবাজ। 'একই প্রশ্ন তো আমারও, তোমাকে করছি!' খেপা সুরে তড়পে উঠল সে।

'মাত্রই তো এলাম,' শীতল স্বরে জবাব দিল জন। 'হয়েছে কী?'

নিষ্ফল আক্রোশে হাত নাড়ল বন্দুকবাজ। 'দেখতে পাচ্ছ না, চোখ কানা হয়ে গেছে তোমার? দু'জন মারা গেছে, অথচ খুনী লোকটার পাত্তাও নেই। খোদার কসম, এসব বন্ধ হওয়া উচিত—অচিরেই!'

তেরো

ভয়ানক খেপে গেছে রেনে টাপার। এই প্রথম লোকটাকে খুঁটিয়ে দেখার, ভেতরটা পড়তে পারার সুযোগ হলো জন ক্যালকিনের। ডেস্ক থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে সে, সক্ষোভে পায়চারি করছে অফিসের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত। রাগ, বিদ্বেষ আর অসন্তোষে কাঁপছে তার বিশাল দেহ।

দরজার একটু পাশে দাঁড়িয়ে আছে চার্লি কীন, নির্বিকার হলেও পুরোমাত্রায় সতর্ক, জ্বলছে তার নীল চোখ। উল্টোদিকে দেয়ালের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে জন, নির্বিকার এবং নিরাবেগ দেখাচ্ছে ওকেও, কীনের মতই সতর্ক ও ক্ষুব্ধ। বন্দুকবাজের উষ্মা বা বিদ্বেষ ফিরিয়ে দিতে আপত্তি করছে না। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, দু'জনের মধ্যে বহু প্রতীক্ষিত শোডাউন ঘটবে শিগগিরই।

'এবার আর অস্বীকার করতে পারবে না, তুমিই দায়ী!' গম্ভীর, তপ্ত সুরে বলল রেনে টাপার। 'ওদের একজন সন্দেহ করেছিল তোমাকে। শ্যাকে যাওয়ার আগে আমার কাছে এসেছিল। ওকে বললাম চেরোকির শ্যাকে তোমার সঙ্গে দেখা করার নির্দেশ দেইনি। তো, তোমাকে উচিত শিক্ষা দেবে বলেই শ্যাকে গেল ও। আমিও সায় দিয়েছি। বেঈমানকে বাঁচিয়ে রাখা ঠিক না। বেশ কয়েকবারই বোধহয় আমার সঙ্গে চালবাজি করেছ তুমি, জন।'

'ওকে নির্দেশ দিয়েছ আমাকে ফুটো করার জন্যে, অথচ সামান্য একটা প্রশ্ন করলেই ল্যাঠা চুকে যেত,' গম্ভীর স্বরে জবাব দিল জন। 'তোমার পোষা সাপটাকে কাজ সারার জন্যে পাঠালে না কেন?' মাথা ঝাঁকিয়ে কীনের দিকে ইঙ্গিত করল ও।

থমকে দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকাল টাপার, দৃষ্টিতে আগুন ঝরে পড়ছে। 'চার্লি অন্য কাজে ব্যস্ত ছিল। সম্ভব হলে ওকেই পাঠাতাম। তুমি যে চালাকি করছ, মোটামুটি নিশ্চিত ছিলাম, তাই ব্রান্টকে নির্দেশ দিয়েছি উচিত শিক্ষা দিয়ে দিতে।'

'তোমার কথা বলে খবরটা দিয়েছি, কারণ তোমার কথা না বললে চেরোকির শ্যাকে যেত না ওরা। নিশ্চিন্তে কথা বলার জন্যে নীরব জায়গা দরকার ছিল, যেখানে কেউ বিরক্ত করবে না আমাদের। একটা আইডিয়া এসেছিল মাথায়, তাই নিয়ে আলাপ করতে চেয়েছি।'

নিখাদ সতর্কতার সঙ্গে শব্দ চয়ন করছে জন। চেরোকির শ্যাকে দু'জন লোক খুন হয়েছে, এদের একজন যদি টাপারের কাছে এসে থাকে, তাহলে মেয়রের জানা নেই যে ওই দু'জন ছাড়াও আরও লোক ছিল। কিন্তু লোকটা যদি চার বন্দীর একজন হয়ে থাকে, টাপার তাহলে জেনে যাবে যে দলে অন্তত তিনজন ছিল।

রেনে টাপারের পরের কথায় প্রশ্নটার উত্তর জানা হয়ে গেল ওর।

'আইডিয়া! কিসের আইডিয়া? দু'জনকে নীরব জায়গায় পেয়ে নিকেশ করে ফেলতে পারবে, এই আইডিয়া তো? তাই করেছ তুমি!'

'বোসো, রেনে, মন দিয়ে আমার কথা শোনো। অযথা খোঁচাখুঁচি করে লাভ হবে না। তুমি তো সমানে কামাচ্ছ, সবার কাছ থেকে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা আদায় করছ। ভাবলাম মার্শাল হয়েছি যখন, এ সুযোগে আমিও কিছু কামাই করে নেব। খুনের দায়ে ওয়ান্টেড ছিল ওরা। একজন কোল ব্রান্ট, অন্য লোকটা এড ফলি। ইচ্ছে ছিল কথা বলে একটা রফায় আসব। মার্শাল হিসেবে ওদেরকে আইনের হাতে তুলে দেওয়ার ক্ষমতা আছে আমার, তাই না? ভাবলাম ভয় দেখিয়ে ওদের কাছ থেকে কিছু টাকা খসিয়ে নেব।'

ডেস্কের পেছনে গিয়ে চেয়ারে বসে পড়ল মেয়র, সন্দিহান চাহনিতে বিদ্ধ করল জনকে। 'কীভাবে জানলে যে ওরা ফেরারী?'

'নোটিশ দেখেছি। বর্ণনার সঙ্গে দু'জনের চেহারাই মিলে যায়।'

'তাই? কিন্তু নোটিশ দেখলে কোথায়?'

'প্রতি মেইলে কাউন্টি থেকে ওয়ান্টেড নোটিশ বা পোস্টার আসে, জানো না? জেল হাউসের ডেস্ক দুটো তো হাজার নোটিশে ভরা।'

মোটামুটি যৌক্তিক ব্যাখ্যা। কিছুটা হলেও শান্ত হয়ে এল রেনে টাপার। তবে এখনও ভুরু কুঁচকে রেখেছে, সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। ব্যাপারটা চার্লি কীনও খেয়াল করেছে, কর্কশ স্বরে বস্‌কে মনে করিয়ে দিল: 'চাপা মারছে ও, বস্‌, ধাপ্পা মারছে! তোমাকে আবারও ঠকানোর চেষ্টা করছে!'

'এসবের বাইরে থাকো তুমি, পোষা কুত্তা!' অসন্তোষ ঝাড়ল জন। 'ধাপ্পা মারছি না সত্যি বলছি, সেটা বিচার করার মত ঘিলু যথেষ্ট আছে রেনের মাথায়, নাকি মনে করো জিনিসটা কম আছে ওর? মাগনা পরামর্শ দরকার নেই ওর।' মনে মনে অবশ্য ঠিক উল্টোটা ভাবছে ও, সত্যিই ঘিলুর ঘাটতি আছে মেয়রের মাথায়।

'হ্যাঁ,' গম্ভীর স্বরে বলল টাপার। 'তুমি বরং মুখ বন্ধ রাখো, চার্লি।' জনের দিকে ফিরল সে। 'ঘটনাটা ঘটল কীভাবে, বলো তো?'

ঝড়ের গতিতে চিন্তা করছে জন। লোক দুটো মারা যাওয়ার পর চেরোকির কেবিনে পৌঁছেছে, তাই প্রমাণ করতে চেয়েছিল ও, এবং সেটাই ধরে রাখার চেষ্টা করল। 'আমি কীভাবে জানব? আমি তো পৌঁছেছি ওরা খুন হওয়ার পর। চার্লিকে জিজ্ঞেস করো। শহর থেকে গুলির শব্দ শুনতে পেয়েছিলাম, ছুটে গিয়ে দেখি আমার আগেই লোকজন নিয়ে চেরোকির কেবিনে পৌঁছে গেছে চার্লি।'

'তাই নাকি, চার্লি?'

'আমাদের পর ওখানে চেহারা দেখিয়েছে ও, হ্যাঁ, এটুকু সত্যি। কিন্তু আগেও ওখানে গিয়ে থাকতে পারে।'

রেনে টাপারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির উত্তরে শ্রাগ করল জন। 'ইচ্ছে করলে মিথ্যে বলতে পারতাম, ধরতে পারতে না তুমি। রেনে, যে-লোকটা গত এক সপ্তাহ ধরে আমাকে অনুসরণ করছে, তার সঙ্গে কথা বলছ না কেন? তাহলেই তো সন্দেহ দূর হয়ে যায়।'

'কেউই তোমাকে অনুসরণ করেনি!'

'আলবৎ করেছে। বেশ কয়েকবার ওকে স্পট করেছি, কিন্তু লুকানোর কিছু ছিল না বলে ওর ব্যাপারে মাথা ঘামাইনি। তোমার লোক না হলে নির্ঘাত ক্লিন-আপ কমিটির কেউ হবে। ওরা হয়তো জানতে চায় কোথায় কোথায় যাই আমি কিংবা কী করি।'

'হ্যাঁ, হতে পারে,' অস্বাভাবিক হলেও সঙ্গে সঙ্গে একমত হলো টাপার।

'এবার তাহলে একটা প্রশ্নের জবাব দাও: ব্রান্ট বা ফলিকে কেন খুন করব, যেখানে ওদের কাছ থেকে প্রতি মাসে মুফতে কিছু ডলার

পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল আমার?'

'খুব সহজ,' জবাব দিল কীন। 'রফা করতে ব্যর্থ হয়েছ তুমি। মুখ বন্ধ রাখার জন্যে খুন করেছ দু'জনকে।'

'একবার নিষেধ করেছি, চার্লি, আবারও নাক গলাচ্ছ! যাকগে, একটা উত্তর যেহেতু দিয়েছ, তাহলে আরেকটা প্রশ্নের জবাব দাও: দু'জনকে খুন করে অক্ষত দেহে কিভাবে বেরিয়ে এলাম? একজনকে হয়তো কায়দা করা সম্ভব ছিল, কিন্তু দু'জন গানস্লিংগার? অন্তত একজন সন্দিহান হয়ে উঠেছিল এবং সামান্য সুযোগ পেলে আমার বুক ফুটো করার জন্যে ফুঁসছিল ভেতরে ভেতরে! তো, ব্যাপারটা ঠিক খাপে খাপে মিলছে না, তাই না, রেনে?'

'না, মিলছে না,' স্বীকার করল টাপার। 'আমিও এটাই ভাবছিলাম। একটু আগে অবশ্য চার্লির কথা শুনে মনে হয়েছিল তুমিই দায়ী। তবে, পুরোপুরি নিঃসন্দেহও হতে পারিনি। ক্লিন-আপ কমিটির সঙ্গে খাতির আছে বলে বেঁচে গেছ এ যাত্রা, নইলে ব্যাজটা কেড়ে নিয়ে চার্লিকে ঠিক লাগিয়ে দিতাম তোমার পেছনে! বেশ কয়েকবার মনে হয়েছে ওদের হয়ে কাজ করছ তুমি। জেসি হলের কথাই ধরো, কোত্থেকে কি হলো, কিছুই জানলাম না। তারপর চেরোকি হর্ন আর ওর তিন দোস্ত উধাও হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, দু'দিন পর আরও চারজন লাপাত্তা! ব্রেন্ট আর ফলি খুন হয়েছে এখন। কেন খুন হবে ওরা বা কোন কিছু না জানিয়ে চলে যাবে কেন?'

'তুমিও জানো, রেনে, এ ধরনের লোকের মধ্যে ঈর্ষা বা বিদ্বেষ থাকে, এবং সেটা এত বেশি যে কেউ কাউকে দেখতে পারে না ওরা। এসবের কথা প্রকাশও পায় না। তোমাকে জানায়নি, কারণ তাহলে তুমিই চেপে ধরতে ওদের।'

ব্যাখ্যাটা মাথামোটা রেনে টাপারকেও প্রভাবিত করতে পারল না। অধৈর্য ভঙ্গিতে একটা হাত নেড়ে খেঁকিয়ে উঠল: 'ভাগো! ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করতে দাও আমাকে।'

'যাচ্ছি, রেনে,' হালকা চালে বলল জন। 'ঠিকই বুঝতে পারবে, কারণ বোঝার মত বুদ্ধি আছে তোমার, এবং ঠিক এ কারণেই ওই চেয়ারে বসে চার্লি বা আমার মত লোকদের ওপর খবরদারি করতে পারছ।'

ধীর পায়ে পিছিয়ে এল ও, দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। পেছনে ভিড়িয়ে দিল দরজার কবাট। মনে মনে এক চোট হাসল। শোডাউন বাতিল হয়ে গেছে, ওর বাগাড়ম্বরে বিশ্বাস করেছে রেনে টাপার। বুদ্ধির

প্রশংসা করাতে রীতিমত খুশি হয়েছে সে। বেকুব শ্রেণীর যে-কোন লোককে খুশি করার সবচেয়ে সহজ উপায় বোধহয় এটাই, আনমনে ভাবল জন।

সারা শহর গিজগিজ করছে লোকে, তবে এগোতে অসুবিধে হলো না ওর। লোকজন পথ ছেড়ে দিচ্ছে। ইচ্ছেয় বা অনিচ্ছেয় হোক, গানম্যান হিসেবে এদের সমীহ এবং ভীতি আদায় করতে সক্ষম হয়েছে ও। চেরোকি হর্ন সহ চার ক্রুর উধাও হওয়ার কথা আগে থেকে জানত সবাই, এখন ফলি আর ব্রান্টের মৃত্যুর খবরও পৌঁছে গেছে সবার কানে। ক্যান্ডারের সেরা দুই গানম্যানকে নিকেশ করে ফেলেছে ও—একা। চাট্টিখানি কথা নয়। স্বভাবতই ওকে এড়িয়ে চলছে সবাই।

ক্যারিয়ন অফিসে বাতি জ্বলতে দেখে এগোল জন। ভেতরে ঢুকে দেখল ক্লিন-আপ কমিটির শীর্ষ পাঁচ নেতা আলোচনায় বসেছে। ওকে দেখতে পেয়ে উজ্জ্বল হয়ে গেল ক্যারল ম্যাকফীর মুখ। 'নেইলের কাছ থেকে এইমাত্র খবরটা শুনলাম, জন। সত্যিই টাপারের দুই ক্রুকে খুন করেছ তুমি?'

'বুঝতে পারছি না এই শহরে খবর কীভাবে বাতাসের আগে ছড়ায়,' খিটখিটে স্বরে বলল ও। 'রেনে টাপার একটু আগে ঠিক এ অভিযোগটাই করল আমার বিরুদ্ধে। একই উত্তর তোমাকেও দিচ্ছি: চালু দু'জন বন্দুকবাজকে খুন করলাম, অথচ একটা বুলেটও আঁচড় কাটল না আমার শরীরে, আদৌ কি সম্ভব? অবশ্য সুযোগ পেলে ঠিকই ওদের পাকড়াও করতাম, কারণ দু'জনেই খুনের দায়ে ফেরারী ছিল।'

'কীভাবে জানলে?' জানতে চাইল ট্রেভিস।

'রিওয়ার্ড নোটিশ দেখেছি। ল-অফিসের ডেস্কে বিস্তর আছে ওই জিনিস।'

'তো, কাজটা যারই হোক, আমাদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ পাওনা হয়েছে। দুটো ভোট থেকে বঞ্চিত হয়েছে টাপার।'

বিষণ্ণ হয়ে গেল কেট রিয়ার্সনের চাহনি। 'আরও দুটো মৃত্যু! আমার তো আশঙ্কা হচ্ছে বিজয়ের আনন্দ মাটি হয়ে যাবে এত প্রাণের অপচয়ে!'

'বাইবেল কি বলে না: চোখের বিনিময়ে চোখ বা দাঁতের বিনিময়ে দাঁত আদায় করতে হয়?' জানতে চাইল জন। 'বিল রিচমন্ড আর জেসি হলকে খুন করেছে ওরা, বিনিময়ে ওই দু'জন খুনীকে হারিয়েছে। বিনিময়টা ঠিক সন্তোষজনক বা উচিত হয়েছে তা বলব না, কিন্তু শুরু হিসেবে মন্দ নয়। দুই ভোটের ব্যাপারেও ভুল ধারণা করছ তোমরা।

যদ্দূর জানি এ পর্যন্ত, অর্থাৎ গত এক সপ্তাহে চোদ্দটা ভোট হারিয়েছে রেনে টাপার।'

'চোদ্দটা!' সবিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল ক্যারল।

'ঠিক। আজ মারা গেল দু'জন, বাকিরা ক্যান্ডার ছেড়ে ভেগে গেছে গত এক সপ্তাহে।'

'চোদ্দজন?' ভুরু কোঁচকাল ট্রেভিস। 'আমার হিসেবে টাপারের দশজন লোক নিখোঁজ বা মৃত।'

'আজব ব্যাপার তো, নেইল!' বিস্ময় প্রকাশ করল ক্যারল। 'টাপার যে এত লোক হারিয়েছে, এমন কিছু তো বলোনি!'

'তোমার প্রত্যাশা বাড়াতে চাইনি আমি, ক্যারল। ভেবেছি হয়তো সাময়িক ভাবে উধাও হয়েছে ওরা, নির্বাচনের আগে আগে ঠিকই ফিরে আসবে।'

'তো, আমার জানা মতে চোদ্দটা ভোট হারিয়েছে টাপার,' মৃদু স্বরে বলল জন। 'হয়তো সংখ্যাটা এদিক-ওদিক হতে পারে।' ধক করে লাফিয়ে উঠল ওর কলজে, ভুলটা উপলব্ধি করতে পেরেছে এইমাত্র। আজ রাতে উধাও হওয়া বাকি চারজনের কথা জানা থাকার কথা নয় ওর, যদি না নিজেই জড়িত হয়ে থাকে। সৌভাগ্য যে বন্ধুদের সামনে আলগা হয়েছে জিভ, টাপার বা চার্লি কীনের সামনে হলে খোদ জিভটাই হারাতে হত ওকে।

'শুনে খুশি হলাম যে টাপারের ভোট কমে গেছে,' সন্তুষ্টির সুরে বলল নেইল ট্রেভিস। 'হয়তো সারা শহরের দেয়াল লিখনগুলো চোখে পড়তে শুরু করেছে আউটলদের, বিবেকের দংশনে বা নির্বাচনে ভরাডুবি আঁচ করে ভাগতে শুরু করেছে। যাক্‌গে, নির্বাচনে আমরাই জিতব।'

'হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে, নেইল,' হালকা সুরে বলল জন। 'যদি দেখো কেউ ভোট দিতে নিমরাজি, আমাকে জানিয়ো, ব্যাটাদের ঘাড়ধাক্কা দিয়ে কেন্দ্রে নিয়ে যাব। অবশ্য এরকম কিছু লোকের কথা এমনিতেও জানি আমি।' কেট রিয়ার্সনের চোখে বিস্ময় ফুটে উঠতে দেখে দ্রুত যোগ করল: 'কিছু মনে কোরো না, কেট। মজা করছিলাম।'

'এত সিরিয়াস একটা বিষয়ে তামাশা করা অনুচিত!' গম্ভীর কণ্ঠে আপত্তি জানাল কেট। 'তোমার মনে রাখা উচিত বন্দুকবাজ মাত্রই বন্দুকের গুলিতে মারা পড়ে।'

'কেট, তোমার সঙ্গে সব ব্যাপারে একমত হতে ভাল লাগে আমার,

কিন্তু মাঝে মধ্যে ব্যতিক্রম হয়ে যায়। এটাও তেমনি। বন্দুক হাতে বড় হয়েছি আমি। ছোটবেলায় মা-র কাছ থেকে বাইবেলের যত গল্প শুনেছি, সব মনে নেই, তবে সেগুলো মনে আছে যেখানে ধর্মের পক্ষে যুদ্ধ করার জন্যে মানুষ পাঠাতেন ঈশ্বর। যেমন দাউদ। দাউদ আর আমার মধ্যে পার্থক্য কেবল একটাইঃ তিনি পাথর নিয়ে যুদ্ধ করেছেন, আর আমি করছি বুলেট দিয়ে।'

উজ্জ্বল হাসি ছড়িয়ে পড়ল রেভারেন্ড রিয়ার্সনের মুখে। 'মনে হচ্ছে জনের যুক্তির সঙ্গে সায় না দিয়ে উপায় নেই তোমার, কেট।'

কিন্তু উত্তরে সামান্য হাসল কেট, সোনালী চুল ভরা মাথা নাড়ল।

বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে এল জন।

সোমবার। ব্যস্ত ও উত্তেজনাময় দিন কাটল ক্যান্ডারবাসীর। দুই পক্ষ শেষ মুহূর্তের প্রচারণায় দারুণ ব্যস্ত। রেনে টাপারের ক্ষেত্রে তার নামটাই যথেষ্ট, কাউকে যুক্তি বা ভাল-মন্দ বুঝিয়ে প্রভাবিত করার ঝামেলায় গেল না তার লোকজন, নামটা স্মরণ করিয়ে নীরব হুমকি দেওয়া হলো। নিজের বিজয় সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী সে। নির্বাচনে নিরীহ ভোটারদের অনুপস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা চালাল, যাতে এদের ভোট না পায় ক্লিন-আপ কমিটি।

আজও ফ্রী ড্রিঙ্কের ব্যানার ঝুলছে ফ্রন্টিয়ারের সামনে। মদপাগল মাইনারদের জন্যে যেন আরও একটা উৎসবমুখর দিন, মুফতে হুইস্কির সুবিধা নিতে কার্পণ্য করছে না কেউ। ফ্রন্টিয়ারে তিল ধারণের জায়গাও নেই। সারাদিন ধরে পান করছে মাইনাররা।

রাতে মশাল মিছিল করল টাপারের সমর্থকরা। সমর্থক না বলে টাপারের বাহিনী বলাই উচিত, কারণ প্রত্যেকে সশস্ত্র, সিক্সশূটার ছাড়াও হাতে রাইফেল রয়েছে। ব্যাপারটা স্পষ্ট যে নিজের শক্তি এবং সমর্থন, দুটোই প্রদর্শন করছে মেয়র।

মিছিল ক্লিন-আপ কমিটিও বের করেছে। দীর্ঘ দুই সারিতে শামিল হয়েছে লোকজন। জনের সন্দেহ সুযোগ বুঝে অলি-গলিতে সেঁধিয়ে পড়েছে কেউ কেউ, তারপর ঘুরপথে সরে গেছে নিরাপদ দূরত্বে, টাপার বাহিনীর সামনে পড়ার ইচ্ছে নেই।

ভোর তিনটার সময় বন্ধ হলো ফ্রন্টিয়ার। মাতাল মাইনাররা জড়সড় পায়ে গাল্শের দিকে এগোল, কাউকে কাউকে হাঁটতে সাহায্য করল টাপারের ক্রুরা। রেনে টাপারের লোককে এতটা সদয় এবং ভদ্র আচরণ করতে দেখেনি জন, সন্দেহ করল গভীর কোন তাৎপর্য রয়েছে এই উদারতার; কিন্তু সেটা ঠিক কি, ধরতে পারল না।

মঙ্গলবার ভোরে ডীন থমাসের স্টোরের সামনে চলে এল ও। স্টোরটাকে নির্বাচনী কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। সমস্ত আয়োজন ততক্ষণে সম্পন্ন হয়ে গেছে। দু'পক্ষে বোর্ডের সদস্য তিনজন করে। মেয়রের সদস্য মার্টিন নামে এক ক্রু, গোল্ড স্ট্যান্ডার্ডের মালিক জো হেইঙ্গ এবং আরেক সেলুনকীপার ব্ল্যাকি হোয়াইট। ক্লিন-আপ কমিটির পক্ষে আছে ম্যাকফীরা বাপ-মেয়ে আর রেভারেন্ড রিয়ার্সন। কাউন্টারের ওপর রাখা একটা কাগজ জনের হাতে ধরিয়ে দিল ক্যারল। পড়ল ওঃ

ক্লিন-আপ কমিটির মনোনীত মেয়র পদপ্রার্থী
নেইল ট্রেভিস
কাউন্সিলম্যানঃ
ডীন থমাস–বেঞ্জামিন শটেন–হাওয়ার্ড উইলসন

তো, নেইল ট্রেভিস হচ্ছে রহস্যময় সেই প্রার্থী! জন অবশ্য আশা করেছিল *ক্যারিয়ন*-এর এমন জীর্ণদশায় ব্রায়ান ম্যাকফীই নির্বাচন করবে। ডীন থমাস স্টোর মালিক, আর শটেন এবং উইলসন দু'জনেই মাইনার। ব্যালটে এদের নাম, ওর ধারণা, মাইনারদের ক্লিন-আপ কমিটির পক্ষে ভোট দানে উৎসাহিত করবে।

স্টোরের বাইরে টাপারের বেশ কয়েকজন লোক ঘোরাফেরা করছে। এদের কাজ যে নিরীহ ভোটারদের ভয়-ভীতি দেখানো, তাতে কোন সন্দেহ নেই। উপস্থিতিই যথেষ্ট। একপাশে, বাড়ির দেয়ালের সঙ্গে অবস্থান নিল ও, যাতে অনায়াসে লোকগুলোর ওপর নজর রাখতে পারে, মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে এদের কেউ বাড়াবাড়ি করলে জেলে ঢোকাবে।

ব্যবসায়ীরা ভোট দিয়ে বেরিয়ে আসছে, যার যার চরিত্র আর সমর্থন অনুযায়ী শঙ্কিত কিংবা উদ্ধত দেখাচ্ছে। স্টোরের ধারে-কাছে গম্ভীর চেহারার কিছু মহিলাকে দেখতে পেল জন, নিঃসন্দেহে আশা করছে রেনে টাপারের ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীর উপস্থিতি বা রোষ মাখানো দৃষ্টি সত্ত্বেও নিঃসঙ্কোচে ভোট দেওয়ার সাহস হারাবে না তাদের পুরুষরা।

মাঝে মধ্যে শহরে চক্কর কাটল জন, চোখ-কান খোলা রেখেছে। ডাবল ঈগলে গিয়ে ঢুঁ মেরেছে একবার, ফ্রাংক কেলসিকে ওখানেই দেখতে পেয়েছে। তারপর কেলসির কেবিনে গেছে, দরজা খোলা পেয়ে

ভেতরে ঢুকে মিনিট কয়েক তল্লাশিও চালিয়েছে। সন্দেহজনক কিছু খুঁজে পায়নি, যাতে মনে হতে পারে রেনে টাপারের সিংহাসনের ঠিক পেছনে আছে কেলসি।

চার্লি কীনকে কোথাও দেখতে পায়নি। ফ্রন্টিয়ারের এক ব্যারটেন্ডারের কাছ থেকে জেনেছে টাপারের অফিসেও নেই সে। সারা সকাল থেকে একবারও চোখে পড়েনি বন্দুকবাজকে, ভেতরে ভেতরে তাই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল ও। কোন্ চুলোয় গেছে কীন, করছে কী? অবচেতন মন কু গাইছে, বুঝতে পারছে ওর অগোচরে ঘটছে একটা কিছু, অথচ ধরতে পারছে না বলে কেবলই অস্থির, শঙ্কিত এবং অধৈর্য হয়ে উঠছে। এমন নয় যে অযথা সন্দেহ করছে। জীবনে বহুবার অবচেতন মনের তাড়নাকে পরে বাস্তবে ঘটতে দেখেছে ও, তাই যথেষ্ট সমীহ করে নিজের প্রবৃত্তিকে।

দুপুরের পর সরগরম হয়ে উঠল শহর। আশপাশের র‍্যাঞ্চ থেকে চলে এসেছে কাউবয়রা, ভোট দিয়ে ঘোরাফেরা করছে এদিক-ওদিক, ফলাফল জেনে তবে বাথানে ফিরবে। ডাবল ঈগলে অলস সময় কাটাচ্ছে এরা। বার্ট স্টিভেন্স বা ওর পাঁচ ক্রু বিকেলের আগে ফিরতে পারবে না, জানে জন, তাই ওদের নিয়ে দুশ্চিন্তা করছে না।

টাপারের লোকজন একজন-দু'জন করে ভোট দিচ্ছে, ঘোরাফেরা করছে স্টোরের আশপাশে। জাল ভোট যাতে দিতে না পারে, সেজন্যে তাদের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে ক্লিন-আপ কমিটির নির্বাচনী বোর্ডের সদস্যরা।

এখন পর্যন্ত গাল্‌শ থেকে একজন মাইনারও ভোট দিতে আসেনি, প্রবল বিস্ময় নিয়ে লক্ষ্য করল জন। মাঝ-দুপুরে অফিস থেকে বেরিয়ে এসে নিজের ভোট দিয়ে গেছে রেনে টাপার। ক্যান্ডারে আসার পর এই প্রথম লোকটাকে রাস্তায় দেখতে পেল জন। মেয়রের সঙ্গে চার্লি কীনকে দেখে হাড়ে বাতাস লাগল ওর।

দুপুর তিনটার সময় নিজের ভোট দিল ও। বুথ থেকে বেরিয়ে আসতে সামনে ক্যারল ম্যাকফীকে দেখতে পেল। 'জন, মাইনারদের ব্যাপারে দুশ্চিন্তা হচ্ছে! হয়েছে কী, বলো তো? বিকেল হয়ে যাচ্ছে, অথচ পাত্তা নেই কারও। ওদের ভোট ছাড়া জিততে পারব না আমরা। বার্ট বা ওর ছেলেরাও আসেনি। কোথায় গেছে ওরা, জানো কিছু?'

'বার্টের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকো,' মেয়েটিকে আশ্বস্ত করল ও। 'হয়তো একেবারে শেষ মুহূর্তে উপস্থিত হবে ওরা। মাইনারদের ব্যাপারে কিছু বলতে পারছি না, সম্ভবত হ্যাংওভারে ভুগছে সবাই।

রেনে টাপার উদার মানুষ তো, নির্বাচন উপলক্ষে কালও মাইনারদের মুফতে হুইস্কি খাওয়ার সুযোগ দিয়েছে। সে তো আর জানে না যে দেদার গিলে পিপের মত অনড় হয়ে পড়বে মাইনাররা। সম্ভবত একেবারে শেষ মুহূর্তে দল বেধে চলে আসবে ওরা।'

'ওরা না এলে ডুবব আমরা! জন, দয়া করে তুমি কি গাল্‌শে যাবে একবার, ওদেরকে একটু তাড়া দেবে?'

জনের নিজেরও উদ্বেগ বাড়ছে, প্রায় অস্থির বোধ করছে; তাই ক্যারলের প্রস্তাবে সঙ্গে সঙ্গে সায় জানাল। ঘোড়ায় চেপে শহর ছেড়ে গাল্‌শের দিকে এগোল ও। ক্রীকের ধারে খুপড়ির মত শ্যাকগুলোয় বা ধারে-কাছে কোথাও প্রাণের চিহ্ন নেই। প্রথম শ্যাকের সামনে পৌঁছতে নাক ডাকার তীক্ষ্ণ শব্দ কানে এল ওর। ভেতরে ঢুকে দেখল বাঙ্কে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে এক মাইনার, বুট খোলারও সময় পায়নি। অঘোরে ঘুমাচ্ছে লোকটা।

লোকটাকে ধরে ঝাঁকাল ও, গালে চড় কষল, কিন্তু উত্তরে সামান্য সাড়াও পেল না, স্রেফ জড়ানো স্বরে বিড়বিড় করে বলল কী যেন। ঝুঁকে লোকটার নিঃশ্বাসে গন্ধ নিল জন, হুইস্কি ছাড়াও আরও কী যেন আছে। মাইনারের হাত থেকে খসে পড়া টিনের কাপ তুলে গন্ধ শুঁকল, অদ্ভুত একটা ঘ্রাণ তীব্র আঘাত করল নাকে। জিনিসটা কী? আফিমের নির্যাস থেকে তৈরি রস?

দ্রুত পায়ে আরেক শ্যাকে ঢুকল ও। এখানেও একই অবস্থা।

পরবর্তী সবক'টা শ্যাকে অঘোরে ঘুমন্ত মাইনারদের আবিষ্কার করল। চেয়ার, বাঙ্ক বা মেঝেয় পড়ে আছে লোকগুলো, মড়ার মত ঘুমাচ্ছে। প্রত্যেককে আফিম খাওয়ানো হয়েছে।

চার্লি কীন সারা সকাল কোথায় ছিল, আন্দাজ করতে পারছে এখন। আফিম মেশানো হুইস্কি নিয়ে এখানে এসেছিল সে, উদার হস্তে খাইয়েছে সবাইকে। আগের দিন হুইস্কি গিলে এতটাই অসচেতন ছিল যে কী পান করছে পরখ করার গরজ অনুভব করেনি মাইনাররা। তাছাড়া, নেশাগ্রস্ত মানুষ নেশার আরও গভীরে ডুবে যেতেই পছন্দ করে। ভোরে, ফ্রন্টিয়ার বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর দারুণ আন্তরিকতার সঙ্গে যার যার শ্যাকে এদের পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারটাও পরিষ্কার হয়ে গেছে এখন।

সন্ধের আগে অসঙ্গতিটা কারও চোখে ধরা পড়ার সম্ভাবনা কম। ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে যাবে, নির্বাচনে হেরে যাবে ক্লিন-আপ কমিটি। মাইনাররা ভোট দিতে না পারলে হেরে যাবে ক্যারল, কেট বা

ওদের সমর্থকরা।

তুফান বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে স্টোরে চলে এল ও।

'ডুবতে যাচ্ছে ক্লিন-আপ কমিটি,' ক্যারলকে এক পাশে টেনে নিয়ে গম্ভীর স্বরে জানাল ও। 'সব মাইনার অঘোরে ঘুমাচ্ছে। হুইস্কির সঙ্গে আফিম খাওয়ানো হয়েছে ওদের। রাতের আগে ওদের নেশা কাটবে বলে মনে হয় না, সম্ভবত তখনও কে নির্বাচিত হলো তাতে পরোয়া করবে না ওরা।'

ক্যারলের হতাশা দেখে আড়ষ্ট হয়ে গেল জনের দেহ। 'কিন্তু ওদের ভোট ছাড়া যে চলবে না আমাদের!' নিদারুণ অসহায়ত্ব প্রকাশ পেল সাংবাদিকের কণ্ঠে। 'সব ভোট পেতেই হবে! একটা কিছু, জন, দয়া করে একটা কিছু করো! যেভাবে পারো ওদের নিয়ে আসার ব্যবস্থা করো। পারবে, নিশ্চই পারবে তুমি! শুধু তুমিই পারবে ওদেরকে নিয়ে আসতে!'

'মনে হয় না কারও কিছু করার আছে,' নিখাদ অসহায় সুরে স্বীকার করল জন, সহসাই একটা আইডিয়া এল মাথায়। 'কিন্তু কোন পুরুষ না পারুক, একজন মহিলা পারবে। কেট কোথায়?'

'গসপেল তাঁবুয় আছে বোধহয়। জন, কী করতে পারবে ও?'

'ও তো দেবী, তাই না? নির্বাচনে জিততে হলে, এখন স্বর্গের সাহায্যই দরকার আমাদের,' হাসল ও, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে ডীন থমাসের দিকে ফিরল। 'পাঁচ পাউন্ড কফির গুঁড়ো লাগবে আমার, জলদি যোগাড় করো। দশ মিনিটের মধ্যে আসছি আমি।'

দরজা পর্যন্ত পিছু পিছু এল ক্যারল, উদ্বিগ্ন স্বরে জানতে চাইল ঠিক কি করতে চাইছে ও; কিন্তু গ্রাহ্য করল না জন, দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এল স্টোর থেকে, স্যাডলে চেপে বসল।

গসপেল তাঁবুয় এসে সংক্ষেপে কেটকে পরিস্থিতি বুঝিয়ে দিল ও। 'গালশে যেতে হবে, কেট,' শেষে যোগ করল। 'কড়া কফি খাইয়ে সবাইকে চাঙা করে তুলব প্রথমে, তারপর নিজের পায়ে খাড়া করে শহরে নিয়ে আসব ওদের। কাজটা আমি একা পারব না। তোমাকে দেবীর মত শ্রদ্ধা করে ওরা, কেবল তুমিই পারবে ওদের হুঁশ ফেরাতে। ঘোড়া আর ওয়্যাগন আছে তোমাদের, তাই না? মেলোডিয়নটা ওয়্যাগনে তুলছি আমি, এই ফাঁকে ঝটপট তৈরি হয়ে নাও।'

স্টোরে এসে সামান্য সময়ের জন্যে থামল ওরা, কফি সংগ্রহ করে গালশের উদ্দেশে ওয়্যাগন ছোটাল। কেট চালকের আসনে বসেছে। পাশে নিজের ঘোড়ায় রাইড করছে জন।

গাল্‌শে এসে সঙ্গে আনা বড়সড় স্টোভে আগুন ধরাল জন। বিভিন্ন শ্যাক থেকে প্রায় ডজন খানেক কেতলি যোগাড় করেছে। কড়া কফি তৈরি হতে আসল কাজে হাত লাগাল ওরা।

মাইনাররা আগের মতই নির্জীব পড়ে আছে। জোর করে তাদের কফি খাওয়াল ওরা। কয়েকজনের মুখ পুড়ে গেল, কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করছে না। নেশার ঘোর কাটিয়ে একজন একজন করে নিজের পায়ে খাড়া হলো, হাঁটতে শুরু করল ওদের সহায়তায়। ব্যাপারটা হঠকারি এবং পণ্ডশ্রম বলে মনে হলো, কারণ একজনকে শ্যাক থেকে বের করে এনে অন্য শ্যাকের কাছে চলে যেতে দেখল মেঝেয় বা শ্যাকের সামনের মাটিতে পড়ে ঘুমিয়ে পড়েছে প্রথমজন।

'ওয়্যাগনে উঠে পড়ো, কেট,' নির্দেশ দিল জন। 'এত জোরে মেলোডিয়ন বাজাবে, কানের পর্দা যেন ফেটে যায় হতচ্ছাড়াদের!'

মাইনারদের সবচেয়ে প্রিয় গান "সুজানা"র সুর তুলল কেট। বাঙ্ক থেকে এক মাইনারকে টান মেরে তুলে ফেলল জন। 'চোখ খোলো, পার্টনার, চলো নাচি!' ঠেলে নেশাগ্রস্ত লোকটিকে শ্যাক থেকে বের করে আনল ও, এগোল ওয়্যাগনের দিকে। একসময় নিজেই হাঁটতে শুরু করল মাইনার। একসঙ্গে দু'জনকে নিয়ে যাওয়া কঠিন মনে হলো, তবে প্রথম দু'জনকে নিয়ে আসার পর তেমন অসুবিধে হলো না আর; দু'জনেই খাড়া থাকল, মেলোডিয়নের সুরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মৃদু মৃদু দুলছে।

অন্য একটা শ্যাকের দিকে ছুটল জন, কেটকে চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিল চড়া স্বরে। আরও দুই মাইনারের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ শুরু করল সেকেন্ড কয়েক পর। ঘন্টাখানেকের মধ্যে প্রায় ডজন খানেক শ্যাক থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে এল মাইনাররা, ততক্ষণে ষোলোবারের মত "সুজানা"র সুর তুলেছে কেট রিয়ার্সন।

কাজটা সহজ হয়ে গেল এবার। কফি এবং সুরের সঙ্গে রয়েছে জনের গালাগালের তুবড়ি। কেটের দৃষ্টিভঙ্গিকে আঘাত করার ইচ্ছে নেই ওর, কিন্তু এমন ভাষা প্রয়োগ করল যাতে শুনতে বাধ্য হয় মাইনাররা। দৃশ্যত, এ ধরনের আচরণ বা ভাষার সঙ্গে অভ্যস্ত এরা।

কেট এখন নিজেও গাইছে।

ঠেলে-ঠুলে মাইনারদের দলটাকে খোলা জায়গায় নিয়ে এল জন। 'ওর গলা শোনো, বয়েজ! আহ্, কী মিষ্টি! অপূর্ব! তোমাদের মত অধমদের জন্যে গান গাইছে এক দেবী। তোমরা কি নিরাশ করবে ওকে, অপমান করবে? চাও আরও কয়েক বছর রেনে টাপার শোষণ

করুক তোমাদের? খাড়া হও, নিজের পায়ে দাঁড়ানোর সময় হয়েছে এবার! ক্যান্ডারে গিয়ে ভোট দাও!'

কষ্টেসৃষ্টে, হেলে-দুলে, টলমল পায়ে এগোল নেশাগ্রস্ত মাইনারদের দল। কেউ পড়ে গেল হুড়মুড় করে, উঠেও দাঁড়াল নিজের চেষ্টায়। সারাক্ষণই গানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নাচছে। নাচ না বলে হাত-পা ছোঁড়া বলাই যুক্তিসঙ্গত। প্রত্যেকের গায়ে বা নিঃশ্বাসের সঙ্গে হুইস্কি আর আফিমের গন্ধ। পেছন পেছন আসছে জন, যেন বেয়াড়া এক পাল গরুকে ড্রাইভ করছে–নিরন্তর তাগাদায় রেখেছে, গাল দিচ্ছে, কেউ পিছিয়ে পড়লে ঠেলে এগোতে বাধ্য করছে।

সত্যি সত্যি মাইনারদের দীর্ঘ মিছিলটা পৌছল ক্যান্ডারে। মূল রাস্তায় যখন পা রাখল প্রথম মাইনার, ততক্ষণে দিগন্তের শেষ পরিধির দিকে ঝুঁকে পড়েছে সূর্য।

তুমুল হৈহল্লা শুনে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল জন। ওকে সাহায্য করতে ছুটে আসা বার্ট স্টিভেন্স আর কাউবয়দের দেখতে পেল। মাইনারদের মিছিলের দু'পাশে ছড়িয়ে পড়ল ওরা, রেনে টাপারের কোন লোক ঝামেলা করতে এলে ঠেকাতে প্রস্তুত।

একে একে সব মাইনারই ঢুকে পড়ল স্টোরে, ভোট দিয়ে বেরিয়ে এল।

সূর্য ডুবে যাওয়ার পর পিস্তলের গুলি ফুটিয়ে ভোট গ্রহণের সমাপ্তি ঘোষণা করল এক লোক। বোর্ড সদস্যদের উপস্থিতিতে ভোট গণনা শুরু হলো। স্টোরের দরজার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে জন, অতি উৎসাহী লোকজনকে ঠেকিয়ে রেখেছে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পর ক্যারল ম্যাকফীর উল্লসিত চিৎকার শুনে ফিরে তাকাল পেছন দিকে। রোল করা একটা কাগজ বগলে নিয়ে মই বেয়ে তরতর করে ব্রায়ান ম্যাকফীকে উঠে যেতে দেখতে পেল। বিস্ময়ে ভুরু কোঁচকাল ও। বুড়ো বয়সেও প্রাণচাঞ্চল্যের ঘাটতি পড়েনি মানুষটার মধ্যে!

হৈহল্লা করছে লোকজন। স্টোরের সামনে অন্তত কয়েকশো লোকের ভিড়। উদ্বিগ্ন অপেক্ষায় কাটছে তাদের। সবক'টা চোখ এখন স্থির হয়ে আছে *ক্যারিয়ন* মালিকের ওপর, কারণ সবাই বুঝতে পারছে ফলাফল ঘোষণা করবে ম্যাকফী।

দেয়ালের সঙ্গে পা ঠেকিয়ে জুত করে দাঁড়াল সাংবাদিক, কাগজটা মেলতে শুরু করল। ***wins!*** শব্দটা উন্মোচিত হলো প্রথমে। শেষ থেকে মোড়ক খুলছে ব্রায়ান ম্যাকফী। নামের শেষ অক্ষরটা দেখা

গেল: **S**, তারপর আগেরটি: **I**; একসময় পুরোটাই উন্মুক্ত হলো: **T-R-A-V-I-S**। সব মিলিয়ে লেখাটা: **TRAVIS *wins!***

ছোট্ট একটা সাইক্লোন আঘাত করল জনকে। ওর গলা পেঁচিয়ে ধরল মৃণাল দুটো বাহু, জোর করে ওর মাথা নিচু করল দানবটা। সহসা এক জোড়া উষ্ণ ঠোঁটের স্পর্শ গালে অনুভব করল জন। 'জন, জিতে গেছি আমরা!' ক্যারল ম্যাকফীর উল্লসিত কণ্ঠ শুনতে পেল ও। 'জিতেছি আমরা! ছয় ভোটে জিতেছে ক্লিন-আপ কমিটি!'

চোদ্দ

ক্যারল রীতিমত ঝাঁকাচ্ছে ওকে ধরে। 'জন! হয়েছে কি তোমার, বলো তো! এভাবে থামের মত অনড় দাঁড়িয়ে আছ কেন? বুঝতে পারছ না, আমরা জিতেছি?'

চোখ পিটপিট করে তাকাল ও, মাথা নেড়ে সচেতন হলো। দৃষ্টি নামিয়ে মেয়েটির দিকে তাকাল। 'সত্যিই কি জিতেছি?'

'নিশ্চই! এমন ভাবে বলছ যেন পড়তে জানো না তুমি! যেভাবেই হোক, জিতেছি কিন্তু আমি। আর তোমার কাছে আজীবনের সেবা পাওনা আমার–বাসন-কোসন ধোবে, বিছানা ঠিকঠাক করবে, টাইপ পরিষ্কার করবে। জন, যীশুর কীরে! হয়েছে কি তোমার?'

ক্যারলের কাঁধের ওপর দিয়ে, সামনে নেইল ট্রেভিসকে দেখতে পেল জন।

'শেষপর্যন্ত জিতেছি আমরা। হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছে, তাই না?' মৃদু হাসছে ট্রেভিস, কিন্তু হাসিটা আড়ষ্ট। দেখেছে জনকে চুমো খেয়েছে ক্যারল। ব্যাপারটা যে একটুও পছন্দ করবে না, সেটাই স্বাভাবিক। বাগদত্তাকে অন্য পুরুষকে চুমো খেতে দেখার দৃশ্য কখনোই সুখকর নয়। 'তুমি যে খুব আন্তরিক ছিলে তা বলা যাবে না,' বলে গেল সে। 'তবে শেষ মুহূর্তে আমার পক্ষে দান উল্টে দিয়েছ তোমরা–কেট আর তুমি। কি জানো, কারও কাছে ঋণী থাকতে চাই না আমি, ঠিক করেছি দায়িত্ব নিয়ে প্রথমেই মার্শাল হিসেবে তোমাকে পাকাপোক্ত করব।'

'ধন্যবাদ। সবকিছু মিটে যাওয়া পর্যন্ত থাকব আমি,' ক্যারলের দিকে তাকাল জন, অদ্ভুত এক প্রাণচাঞ্চল্য আর পুলক অনুভব করল ভেতরে ভেতরে। 'তোমরা, মেয়েরা, এখানে না থেকে বরং নিরাপদ কোথাও চলে যাও। টাপারের ক্রুরা এখন কি করবে সম্ভবত নিজেরাও জানে না।'

চিবুক উঁচু হয়ে গেল ক্যারলের। 'ওদেরকে ভয় পাই না আমরা! পাই নাকি, কেট? নির্বাচনে ওদের হারিয়ে দিয়েছি আমরা, এখন যে-কোন কিছুতে হারিয়ে দিতে পারব।'

'বোকার মত কথা বোলো না,' মৃদু ভর্ৎসনার সুরে বলল ও। 'লড়াই হলে মাইনাররা সাহায্য করতে পারবে না। নেইল, মেয়েদের নিয়ে সার্কেল-আরে চলে যাও। সম্ভবত ওটাই সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা।'

'আইডিয়াটা মন্দ নয়। চলো, ক্যারল।'

'কোথাও যাব না আমি!'

হাত বাড়িয়ে মেয়েটির কাঁধ চেপে ধরল জন, ঝাঁকি দিল কয়েকবার। কর্কশ, নিষ্ঠুর সুরে পরের কথাগুলো বলে গেল। 'আমার কথা শোনো, অতিরিক্ত একগুঁয়ে তুমি! নেইলের সঙ্গে বাগিতে চড়বে, তারপর শহর ছেড়ে সার্কেল-আরে চলে যাবে যত দ্রুত সম্ভব। ওখানে থাকলে তোমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হবে না আমার।'

আড়ষ্ট হয়ে গেল ক্যারলের চোয়াল, বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জনের দিকে। মুহূর্তের জন্যে দুর্বিনীত, তপ্ত চাহনি ফুটে উঠল আয়ত দুই চোখে, তারপর ধীরে ধীরে নিভে গেল আগুন আর বিদ্রোহ। দৃষ্টি নিচু হয়ে গেল। 'হ্যাঁ, জন, যাব!' প্রায় শোনা যায় না, ক্লান্ত স্বরে সম্মতি জানাল ক্যারল।

নেইল ট্রেভিসের সঙ্গে মেয়েদের রেখে স্টোরে ঢুকে পড়ল জন। রেনে টাপারের ক্রুরা কোন্ ফাঁকে চলে গেছে, কেউই বলতে পারবে না। ফ্রন্টিয়ারে চলে গেছে বোধহয়, ভাবল ও।

বার্ট স্টিভেন্স আর তার ক্রুদের দিকে ফিরল ও। 'তোমাদের সবাইকে ডেপুটি করে নিচ্ছি। ডাবল ঈগলে গিয়ে শক্তি বাড়াব আমরা। আমার ধারণা, ওদের প্রত্যেকের সাহায্য শিগ্গিরই দরকার পড়বে।'

রাস্তা পেরিয়ে ডাবল ঈগলের দিকে যাওয়ার সময় রিপোর্ট করল বার্ট। বন্দীদের পৌঁছে দিয়ে মাত্র কয়েক ঘণ্টার বিশ্রাম নিয়ে ফিরতি পথে রওনা দিয়েছে ওরা।

'আমার জন্যে কোন মেসেজ দিয়েছে শেরিফ?'

'হ্যাঁ। বলল তুমি যা আশা করছ, তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি, তবে যে-কোন সময়ে পৌঁছে যাবে।'

'পরে সবকিছু জানতে পারবে, বার্ট। এ মুহূর্তে জরুরী কাজ রয়েছে আমাদের হাতে। একটু আগে রেনে টাপারের সিংহাসন ধসে পড়েছে। নির্বাচনে জিতলেও চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করিনি আমরা। পুরো সেট-আপটা এমন ধূর্ততার সঙ্গে সাজানো হয়েছে যে এখনও অন্ধকারে আছি আমি। জানি না টাপারের লোকেরা ব্যাপারটাকে কীভাবে নেবে। হয় ওরা চুপচাপ গাঁট হয়ে বসে থাকবে, নয়তো পুরো শহরে অশান্তি ছড়িয়ে দেবে। লুটপাট, খুন···যা ইচ্ছে করতে চাইবে। আমার অনুমান যদি মিথ্যে না হয়, ক্যাল্ডারকে নরক বানাতে চাইবে ওরা।'

'মন্দ কী! এমন একটা সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম এতদিন। বিল খুন হওয়ার পরও চুপ করে থাকতে বাধ্য হয়েছি, এখন সমান-সমান সুযোগ পাব! প্রয়োজনে হানা দেব ফ্রন্টিয়ারে, টেনে-হিঁচড়ে বের করে আনব হারামজাদা টাপারকে। তারপর লিভারি করালে গিয়ে ঝুলিয়ে দেব ওকে। চেলা-চামুণ্ডারাও রেহাই পাবে না! ক্যাল্ডারে আজ নেক-টাই পার্টির উৎসব হবে!'

'ভুল হবে সেটা, বার্ট। রিচমন্ডকে খুন করার নির্দেশ টাপার দেয়নি, কিংবা ড্যান মেরিককে রুমাল নেড়ে গুলি ছোঁড়ারও ইঙ্গিত দেয়নি। ও আসলে পুতুল, নাটের গুরু ওর পেছনে আছে।'

থমকে গেল সার্কেল-আর ফোরম্যান। 'বলছ কী! তুমি দেখছি মাথা খারাপ করে দেবে আমার। বলে ফেলো, কে সেই হারামজাদা? নাকি এটাও বলা নিষেধ? ওই লোকটার পরিচয় জানার অধিকার আমাদের চেয়ে বেশি আর কার আছে? এটা আমাদের পাওনা!'

মুহূর্ত খানেক দ্বিধা করল জন। 'এখন নয়, বার্ট। আগে প্রমাণ পেয়ে নিঃসন্দেহ হতে চাই। নিশ্চিত হওয়ার পর জানাব তোমাকে।'

'একটা কথা আগেই বলে রাখি,' থমথমে হয়ে গেছে ফোরম্যানের মুখ, গম্ভীর স্বরে জানাল: 'আসল কাজের সময় কিন্তু সরিয়ে দিতে পারবে না আমাদের, বরং আমাদের হাতে তুলে দিতে হবে শয়তানটাকে!'

'আইন ওর বিচার করলেই ভাল হত। তবে শুরু থেকে লেগে আছ বলে এর অংশীদার হওয়ার অধিকার আছে তোমাদের। এখন আমার একটা কাজ করে দাও: ফ্র্যাংক কেলসিকে চোখের আড়াল কোরো না,

এক মুহূর্তের জন্যেও নয়।'

'ও-ই কি নাটের গুরু?'

'নিশ্চিত নই আমি, তবে এটুকু জানি যে ওর সঙ্গে সম্পর্ক আছে এসবের। যাকগে, ওর ওপর চোখ রেখো। আগ বাড়িয়ে কিছু করার দরকার নেই। ও যদি টাপারের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে, ঠেকাবে। কিন্তু কোন রক্তারক্তি নয়, দু'তিনজন মিলে আটকে রাখবে ওকে।'

ডাবল ঈগলের সামনে এসে স্যাডল ছাড়ল ওরা। পোর্চে এসে মিনিট কয়েক দাঁড়িয়ে থেকে রাস্তার ওপাশে ফ্রন্টিয়ার থেকে ভেসে আসা হৈচৈ শুনল মনোযোগ দিয়ে, আঁচ করার চেষ্টা করল নিকট ভবিষ্যৎ। উত্তেজিত স্বরের শপথ, অস্থির পদশব্দ, নোংরা খিস্তি আর চিৎকার সমানে চলছে সেলুনটায়। সন্দেহ যাও বা ছিল, মুহূর্তে উধাও হয়ে গেল জনের মন থেকে; টাপারের ফেরারী ক্রুরা হাত-পা গুটিয়ে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করবে না। ওরা উপলব্ধি করেছে টাকার বিনিময়ে পাওয়া নিরাপত্তা আর জুটবে না, শহর ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে সমস্ত বিদ্বেষ মেটানোর ফাঁকে পাইকারি হারে লুটপাট এবং খুন-জখমের ঘটনা ঘটিয়ে যাবে।

'জলদি করা উচিত,' মন্তব্য করল জন। 'সম্ভবত রাস্তার ধারে-কাছে ঘোড়া না রাখাই ভাল হবে।'

ঘোড়া নিয়ে গলিতে ঢুকে পড়ল ওরা, তারপর অন্য গলি হয়ে ডাবল ঈগলের পেছনে এসে পৌছল। পেছন দরজা দিয়ে ঢুকল সেলুনে।

ভিড় উপচে পড়ছে ভেতরে। বিজয় উদ্‌যাপন করছে কাউবয়, ব্যবসায়ী এবং শহরের সাধারণ মানুষ। আধ-প্রকৃতিস্থ কিছু মাইনারও যোগ দিয়েছে। সমানে গল্প করছে সবাই, আর দেদার হুইস্কি গিলছে। ড্রিঙ্ক পরিবেশন করতে গিয়ে বারটেন্ডারদের নাভিশ্বাস উঠতে বাকি।

যথারীতি ফারো টেবিলে বসে আছে ফ্রাংক কেলসি। পাথরের মত নির্বিকার মুখ, নিতান্ত আলসেমির সঙ্গে এক প্যাক তাস শাফল করছে। ভিড় ঠেলে এগোল জন, বারের কাছে এসে কনুই চালিয়ে সরিয়ে দিল এক লোককে, নিজে তার জায়গা দখল করল। ওর গাম্ভীর্য এবং তাড়াহুড়ো দেখে মনোযোগী হয়ে পড়ল সবাই, মুহূর্তের মধ্যে নীরব হয়ে গেল পুরো সেলুন।

'আর কোন ড্রিঙ্ক বিক্রি হবে না এখানে,' কঠোর স্বরে নির্দেশ দিল

ও। 'রেনে টাপারের সব ক্রু একটু পর রাস্তায় নামবে, শহরটাকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে কেটে পড়বে ওরা। ওদের ঠেকাতে হলে প্রতিটি লোকের সাহায্য দরকার হবে। মাইনারদের বেশিরভাগই ঘুমাচ্ছে, সুতরাং ওরা কোন সাহায্য করতে পারবে না। কাউবয়দের বলছি, যার যার ঘোড়া রাস্তা থেকে সরিয়ে নাও। যার কাছে পিস্তল বা রাইফেল নেই, তাকে আমার সঙ্গে ল-অফিসে আসার অনুরোধ করছি। ওখানে যা পাওয়া যাবে, ভাগ করে দেব। বন্ধুগণ, ধাপ্পা মারছি না আমি। আধ-ঘন্টার মধ্যে নিশ্চিত হয়ে যাবে ক্যান্ডার শয়তানের বাড়ি বা নরকের আঙিনা হিসেবে টিকে থাকবে নাকি শান্তিপূর্ণ শহর হিসেবে আবার আত্মপ্রকাশ করবে।'

জনের কথায় আগুনে ঠাণ্ডা পানি পড়ল যেন, মুহূর্তের মধ্যে নেশার ঘোর বা উৎসবের আমেজ উধাও হয়ে গেল। অখণ্ড নীরবতায় রাস্তার ওপাশে ফ্রন্টিয়ার থেকে ভেসে আসা ক্ষুব্ধ, অসন্তুষ্ট ক্রুদের চিৎকারে জনের কথার সত্যতা প্রমাণ হয়ে গেল। ড্রিঙ্ক ফেলে ঘোড়া সরিয়ে নেওয়ার জন্যে বেরিয়ে গেল কাউবয়রা।

বার ছেড়ে দরজার দিকে এগোল জন। প্রায় ডজন খানেক লোক পিছু নিল ওর। রাস্তা পেরিয়ে সাইডওঅক ধরে এগোল ওরা। লাকি টাইগার পেরোনোর সময় ভেতর থেকে ভেসে আসা কোলাহল থেকে জেনে গেল এখানেও জমায়েত হয়েছে আউটলরা, নিজেদের ইতিকর্তব্য স্থির করে নিচ্ছে। ল-অফিসের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল জন, র‍্যাক থেকে অস্ত্র তুলে নিয়ে বিতরণ শুরু করল। প্রয়োজনীয় কার্তুজও সরবরাহ করল।

আচমকা হুল্লোড় শোনা গেল, যেন বিস্ফোরণ হয়েছে কোথাও; সমস্বরে চেঁচিয়ে ক্যান্ডারের পতন ঘোষণা করল আউটলরা। সিক্সগানের মুহুর্মুহু গর্জন আর রাইফেলের তীক্ষ্ণ শব্দে মুখর হয়ে উঠল পুরো শহর। তপ্ত স্বরে লড়াই আহ্বান করল সচেতন নাগরিকরা, বিক্ষিপ্ত কিছু গুলির শব্দ হলো।

দরজার কাছে চলে এল জন। দেখল ফ্রন্টিয়ার থেকে বেরিয়ে আসছে আউটলরা, রাস্তা পেরিয়ে ছুটল ডাবল ঈগলের দিকে। ছোটার মধ্যে গুলি করছে ওরা। এদিকে সেলুনের ভেতর থেকে পাল্টা গুলি করছে কাউবয় বা ব্যবসায়ীরা। ডাবল ঈগলের জানালা আর দরজা বরাবর কমলা আগুন উগরে দিচ্ছে অসংখ্য পিস্তল বা রাইফেল। অন্ধকার চিরে ছুটে যাচ্ছে কমলা শিখা। ভূপতিত হলো কয়েক

আউটল, অন্যরা দু'দিকে ছুটল কাভার নেওয়ার জন্যে।

সঙ্গে আসা লোকদের অনুসরণ করতে বলবে জন, ঠিক তখনই লাকি টাইগার থেকে বেরিয়ে এল আউটলদের আরও এক দল। ডানে বাঁক নিয়ে ফ্রন্টিয়ারের উদ্দেশে ছুটল এরা, একজন ঘাড়ের ওপর দিয়ে জনকে দেখতে পেল, সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে সঙ্গীদের জানাল। এটাই ছিল তার জীবনের শেষ চিৎকার।

জনের গুলি ফুটো করে দিল লোকটার গলা। সঙ্গে সঙ্গে ধূলিময় রাস্তায় আছড়ে পড়ল সে। একের পর এক গুলি করছে জন, আরও দু'জন পড়ে গেল। ততক্ষণে বেশ কাছে চলে এসেছে আউটলরা। এক লাফে পিছিয়ে এল ও, চট করে ভেতরে সেঁধিয়ে গেল। ভারী দরজার কবাট আটকে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য বুলেট বিদ্ধ হলো দরজায়। ভাগ্যিস, সময়মত সরে এসেছে!

'পেছনের দরজার বার তুলে দাও...জলদি!' জরুরী কণ্ঠে নির্দেশ দিল ও। সঙ্গে সঙ্গে করিডর ধরে ছুট লাগাল কয়েকজন।

দালানটা অ্যাডোবির, স্বভাবতই দুর্গের মত দুর্ভেদ্য এবং নিরাপদ। সামনের দিকে ছোট দুটো জানালা রয়েছে, আউটলদের গুলির তুবড়িতে ভেঙে পড়ল কাচ, কিছুক্ষণের মধ্যে ফ্রেমেও চিড় ধরে গেল। তবে জানালার অবস্থান বেশ উঁচুতে বলে ভেতরে ছুটে আসা বুলেটের আঘাতে হতাহত হলো না কেউ।

'রায়টগান আছে যাদের, জানালা বরাবর চলে যাও,' নির্দেশ দিল জন। 'চেয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে বাকশট ছুঁড়বে। সেলের জানালা দিয়ে গুলি করো অন্যরা।'

ছুটে এসে দরজায় আঘাত করল আউটলরা, কিন্তু নিরেট দরজা টলাতে পারল না। জানালা পথে এখনও ছুটে আসছে তপ্ত সীসা, কামরার বাতাসে শিস কেটে উল্টোদিকের দেয়ালে আঘাত করছে। পেছনের দরজাও ভাঙার চেষ্টা করছে টাপারের ক্রুরা, তবে বৃথা চেষ্টাই সার হলো শুধু।

মাথা নিচু করে সামনের জানালার দিকে এগোল চারজন লোক, হাতে রায়ট বন্দুক। চেয়ারের ওপর উঠে দাঁড়াল ওরা, তারপর ফ্রেমের সঙ্গে বন্দুকের মাজল ঠেকিয়ে খোলা জানালা পথে গুলি করল। ছুটন্ত বাকশট আঘাত করল প্রতিপক্ষকে। তীব্র যন্ত্রণা আর রাগে খিস্তি আওড়াল কয়েকজন, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল গোলাগুলি।

এদিকে, ফ্রন্টিয়ারের ধারে-কাছে লড়াই চলছে পুরোদমে।

করিডরে এল জন।

বাঙ্কের ওপর দাঁড়িয়ে ছোট্ট জানালার বিপরীতে অবস্থান নিয়েছে লোকজন, সিক্সগান তৈরি। টার্গেট চোখে পড়া মাত্র গুলি করবে। কিছুই দেখতে পাচ্ছে না তারা, কিংবা আদৌ কতটা সফল হবে, তাও নিশ্চিত নয়; কিন্তু অপেক্ষায় আছে। তবে কোন আউটল যদি জানালা দিয়ে উঁকি দেওয়ার চেষ্টা করে, কিংবা গুলি করতে আসে, তাহলে নির্ঘাত কপাল ফুটো হয়ে যাবে তার।

দরজা থেকে এক ফুট দূরে রাইফেল বাগিয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন। জন মোটামুটি নিশ্চিত যে ল-অফিসের দখল হারানো দূরে থাক, নেহাত দুর্ভাগ্য না হলে কারও হতাহত হওয়ার সম্ভাবনাও নেই। তবে এ নিয়ে উল্লসিত হওয়ার কিছু নেই। কারণ গুটিকয়েক আউটল তাদের ভেতরে থাকতে বাধ্য করেছে, অথচ ডাবল ঈগলে যারা আছে, সাহায্য দরকার তাদের।

ল-অফিসে থাকা চলে না আর, ভাবছে জন, ডাবল ঈগলে বন্ধুদের সাহায্য করা উচিত।

পুরোপুরি অন্ধকার নেমে এসেছে এখন। অফিসে এসে রায়ট বন্দুকঅলা দু'জনকে ডাকল ও, তাদের নিয়ে পেছনের দরজার কাছে চলে এল। 'বাইরে যাচ্ছি আমি,' বলল ও। 'ওদিকে কী অবস্থা না দেখলে চলছে না। ভাবছি আগে স্টেবলের দিকে যাব। কাভার কোরো আমাকে। এই যে, তোমরা,' রাইফেল হাতে দরজা কাভার করে দাঁড়ানো দু'জনের উদ্দেশে বলল ও। 'বারটা নামিয়ে দরজা খোলো। একেবারে শেষ সেলে যে আছ, তাকে বলছি, গলির কী অবস্থা?'

ছোট্ট জানালা দিয়ে উঁকি দিল লোকটা, গলির ঠিক বিপরীতে ওটার অবস্থান। 'পাঁচ-ছয়জনকে দেখতে পাচ্ছি,' একটু পর জানাল সে। 'ব্যারেলের পেছনে আছে একজন, স্টেবলের ডান দিকে একটা ওয়্যাগনের পেছনে অবস্থান নিয়েছে দু'জন। ভেতরে আরও দু'জন। খড়ের গাদায় নিশ্চই অন্তত একজন আছে।'

'সবাই শুনেছ তো ওর কথা? রায়ট বন্দুকঅলাদের উদ্দেশে বলছি, স্টেবলের দরজায় গুলি করে ব্যারেল খালি করবে দু'জন, তারপর কোন টার্গেট দেখার আগে আর গুলি কোরো না। সেলের জানালায় আছ যারা, ব্যারেল এবং ওয়্যাগনের পেছনে নজর রেখো। হাতে রাইফেল আছে যাদের, বার্নের দরজায় নজর রাখবে। বুঝেছ, পরিষ্কার? বেশ, এবার দরজা খোলো। রায়টগান চালাও!'

দরজার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ও। আচমকা খুলে গেল দরজা, রায়ট বন্দুক হাতে দু'জন দু'পা এগিয়ে গুলি শুরু করল স্টেবলের দিকে। চট করে দু'জনের সামনে চলে এল জন, ক্ষিপ্র বেগে ছুটল।

সরলরেখা বরাবর আট-দশ গজ গেল ও, তারপর এঁকেবেঁকে ছুটতে শুরু করল। স্টেবলের ভেতরে গর্জে উঠল একটা বন্দুক, কমলা আগুনের ঝলক চোখে পড়ল ওর। সঙ্গে সঙ্গে হাতের পিস্তল তুলে গুলি করল জন। চাপা স্বরে আর্তনাদ করল কেউ।

দরজার কাছে পৌঁছে গেল ও।

ডান দিকে আছে লোকটা, আহত হয়েছে ওর গুলিতে। অন্যজন সম্ভবত বাম দিকে। বামে ঘুরল ও, এখনও ছোটার মধ্যে আছে, আচমকা সংঘর্ষ হলো আউটলর সঙ্গে। লোকটার বুকের ওপর পড়ল ও, গালে তপ্ত ছ্যাঁকা দিয়ে চলে গেল তপ্ত সীসা, পরপরই পিস্তলের তীব্র গর্জনে কানে তালা লেগে যাওয়ার দশা হলো। বারকয়েক পয়েন্ট ফোর-ফোরের ব্যারেল চালাল জন। শেষ আঘাতটা জায়গামত পড়ল, চাঁদির হাড় ফেটে যাওয়ার ভোঁতা এবং গম্ভীর শব্দ হলো।

গড়িয়ে দূরে সরে গেল ও, উঠে দাঁড়াল। চট করে দরজার দিকে ফিরল। জেল হাউসের দরজায় দাঁড়ানো এক লোককে ছররা বন্দুক তুলতে দেখতে পেল, সিঁড়ির দিকে ঘুরে গেল নলটা, তারপরই টার্গেটকে দেখতে পেল জন—খড়ের গাদার মই ধরে উঠে যাচ্ছে এক লোক। আবছা অন্ধকারে একটা ছায়ার মত দেখাচ্ছে তাকে, মরিয়া চেষ্টায় দ্রুত উঠছে লোকটা, বুঝে গেছে সামান্য হেরফের হলে প্রাণ হারিয়ে মাশুল দিতে হবে।

জনের দিকে পেছন ফিরে আছে লোকটা। কিন্তু মুহূর্তও দ্বিধা করল না ও, গুলি করে ফেলে দিল তাকে। যেন পেছন থেকে টান দিয়েছে কেউ, মইয়ের ধাপ থেকে পিছলে গেল লোকটার হাত, তারপর গম্ভীর শব্দে মেঝেয় আছড়ে পড়ল লাশটা।

বার্ন হয়ে পেছনের খোলা আঙিনায় চলে এল জন। অন্ধকারে হুমড়ি খেয়ে পড়ার দশা হলো ওর, কোনরকমে সামলে নিয়ে ছুটল আবার। ইত্যবসরে রিলোড করে নিয়েছে পিস্তল। সিলিন্ডার পুরোপুরি ভরল, কারণ প্রতিটি বুলেট দরকার হবে।

ক্যারল আর কেটের কথা মনে পড়ল, আশা করল নিরাপদ দূরত্বে চলে যেতে পেরেছে ওরা। ক্যারল যেন কী বলেছে? সত্যিই জিতেছে

ক্লিন-আপ কমিটি?

নির্বাচনে জিতেছে বটে, কিন্তু সবচেয়ে কঠিন কাজটাই বাকি রয়ে গেছে এখনও। আউটলদের তাড়াতে না পারলে কখনোই পরিষ্কার হবে না ক্যান্ডার। রেনে টাপার বা তার দোসররা বহাল তবিয়তে রয়েছে এবং পরাজয়কে উসিলা হিসেবে ব্যবহার করার জন্যে মুখিয়ে উঠেছে।

চরম বিশৃঙ্খলা নেমে আসবে কিছুক্ষণের মধ্যে—লুটপাট, খুন এবং রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে। ওর আশঙ্কাই সত্যি হতে যাচ্ছে। এ পর্যন্ত যথেষ্ট গোলাগুলি হয়েছে, রক্ত ঝরেছে, সম্ভবত কিছু লুটপাটও হয়ে গেছে। ওর ভাগেরটুকু ঝরেছে। মাঝ-রাত পেরোনোর আগে যে আরও ঝরবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

পনেরো

লাকি টাইগারের পেছনে এসে গলিতে ঢুকে পড়ল জন ক্যালকিন, এ পথে গেলে সুবিধে হবে। গলি ধরে ফ্রন্টিয়ারের দিকে এগোনোর সময় ধোঁয়ার গন্ধ পেল। চারপাশে ঘন অন্ধকার, তাই ধোঁয়ার উৎস সম্পর্কে ধারণা করতে পারল না, তবে উপলব্ধি করল জায়গাটা সামনে কোথাও। থমথমে হয়ে গেল ওর মুখ। খুন আর লুটপাটের সঙ্গে এবার অগ্নিকাণ্ড যোগ হলো!

ফ্রন্টিয়ারে পৌঁছে গেল ও। পেছন দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। একটা বাতিও জ্বলছে না, কবরের মত অন্ধকার আর নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। দালানের একেবারে সামনের অংশে, জানালার পেছনে ঝুঁকে পড়েছে কিছু আউটল, রাস্তার ওপাশে ডাবল ঈগল সেলুনের উদ্দেশে গুলি করছে। পেছন দিকে নেই কেউ। রেনে টাপারের অফিসের সামনে চলে এল জন, দরজার নব ধরে মোচড় দিল; তারপর ভেতরে ঢুকল খোলা পিস্তল হাতে।

দরজার একপাশে সরে গেল ও, দেয়ালের বিপরীতে দাঁড়িয়ে অন্ধকারে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চালাল। রেনে টাপারকে ডেস্কের পেছনে এতবার দেখেছে যে আশা করেছিল এখনও দেখতে পাবে, কিন্তু নেই-সে।

কোন শব্দও শুনতে পেল না। কয়েক পা এগিয়ে ডেস্কের কাছে চলে এল জন, জানালা দিয়ে আসা সামান্য ফ্যাকাসে আলোয় ডেস্কের পেছনে কিছুই দেখতে পেল না।

চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি চালাল ও, শেষে একটা চেয়ারে বসে পড়ল। বাম হাতে দেয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে শরীর থেকে দূরে রাখল। শূন্য কামরা।

লণ্ঠন জ্বালিয়ে সলতে কমিয়ে দিল ও, তারপর দক্ষ হাতে ডেস্কে তল্লাশি চালাল। এমন কিছু নেই যাতে অভিযুক্ত করা যাবে টাপারকে। অবশ্য আশাও করেনি। ক্লিন-আপ কমিটির সদস্যরা সবার আগে এখানে তল্লাশি চালাবে, জানে টাপার, তাই কিছুই রাখেনি।

লণ্ঠন নিভিয়ে পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল জন। এই প্যাসেজওয়ে ধরে চার্লি কীনকে বহুবার যাতায়াত করতে দেখেছে। সতর্ক পায়ে এগোল, কোণে এসে ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে, তারপর রাস্তায় দৃষ্টি চালাল। ডাবল ঈগল থেকে গর্জে উঠল কয়েকটা বন্দুক, সংখ্যাটা নেহাতই কম, অন্তত জনের প্রত্যাশার চেয়ে। গুলির ধরনও লাগাতার নয়। হয় অযথা গুলি খরচ করছে না এবং ছড়িয়ে পড়েছে ওর বন্ধুরা, নয়তো টাপার বাহিনীর বেপরোয়া গোলাগুলিতে হতাহত হয়েছে বেশিরভাগ লোক।

উল্টোদিকে, গোল্ড স্ট্যান্ডার্ডে যেতে পারলে ভাল হত। কিন্তু এক ছুটে যাওয়া যাবে না, আত্মহত্যা করাই হবে শুধু। অন্ধকারের কারণে কেউ চিনতে পারবে না ওকে, বন্ধুরাই গুলি করে বসতে পারে। আর নিজের পরিচয় দিলে ফ্রন্টিয়ার থেকে ওকে ফুটো করে ফেলবে আউটলরা।

রাস্তা ধরে কিছুদূর এগোল ও, এমন একটা জায়গা খুঁজে পেল যেখান দিয়ে রাস্তা পেরোনো যাবে। ওপাশে পৌঁছে গলি ধরে এগোল। গোল্ড স্ট্যান্ডার্ডের ঠিক পাশের দালানের সামনে পৌঁছার আগে কারও সঙ্গে দেখা হলো না। পড়ে থাকা বাক্সের পেছনে বা শেডের নীচে লুকিয়ে আছে কয়েকজন, সেলুনের ভেতরে অবস্থান নেওয়া আউটলদের নিকেশ করার সুযোগ খুঁজছে।

চালমাত অবস্থা! স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল জন।

গলি ধরে আবার এগোল ও। পাশ দিয়ে চলে গেল কয়েকজন, কিন্তু ওর দিকে মনোযোগ দিল না কেউ, নিজেদের একজন মনে করেছে। হঠাৎ আকাশের বুকে উজ্জ্বল আভা চোখে পড়ল। ডানের

প্রথম প্যাসেজওয়ে ধরে দ্রুত এগোল জন। শেষ মাথায় পৌঁছতে, ত্রিশ গজ দূরে জ্বলন্ত দালানের আগুনের লেলিহান শিখা স্বাগত জানাল ওকে।

ডীন থমাসের স্টোর এটা। রাস্তায় ছোটাছুটি করছে কয়েকজন লোক, চিৎকার আর খিস্তি করে গায়ের জ্বালা মেটাচ্ছে। স্টোর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসছে কেউ কেউ, হাতে বড়সড় বাক্স; কেউ কেউ ঢুকছে। অবাধ লুটপাট চলছে। স্টোরের পেছন দিকটা পুরোপুরি গ্রাস করে ফেলেছে আগুন। দালানের সামনের অংশের ছায়া পড়েছে রাস্তায়, তাই ছুটন্ত লোকগুলোকে চেনা সম্ভব হলো না।

এগোল জন।

মশাল হাতে এক লোককে স্টোরের দিকে এগোতে দেখতে পেল ও। সিঁড়ি ভেঙে ছুটল লোকটা, মশালের আলোয় স্পষ্ট চেনা গেল তাকে। চার্লি কীন। নিজের বিপদ বেমালুম ভুলে গিয়ে চিৎকার করল জন, ছুটল আউটলদের ভিড়ের মাঝখান দিয়ে। প্রবল উত্তেজনা আর চেঁচামেচির কারণে ওকে ভ্রূক্ষেপ করছে না কেউ।

এক ছুটে সিঁড়ির সবক'টা ধাপ টপকে গেল ও, পোর্চে উঠে আসতে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল পড়ে থাকা একটা শরীরের ওপর। থমকে দাঁড়িয়ে দেহটা চিৎ করল। ডীন থমাস। কপাল ফুটো হয়ে গেছে তার।

থমাসের লাশ টপকে স্টোরে ঢুকে পড়ল জন।

কাপড় আর বিভিন্ন মালপত্র কাউন্টার থেকে নামিয়ে স্তূপ করে রাখা হয়েছে ঘরের মাঝখানে। বাতাসে কেরোসিনের তীব্র গন্ধ। জ্বলন্ত মশালটা কাপড়ের সঙ্গে ছোঁয়াল কীন, মুহূর্তে ধপ করে জ্বলে উঠল শিখা!

পদশব্দ শুনে ঘুরে দাঁড়াল বন্দুকবাজ, চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল জনকে। ঘূর্ণন মাঝপথে থেমে গেল, আগুনের লেলিহান শিখার পটভূমিতে গাঢ় একটা অবয়ব ফুটে উঠল। বুঝে গেছে বেকায়দা অবস্থায় পড়েছে, কারণ খোলা পিস্তলে তাকে নিশানা করেছে জন, অথচ হোলস্টারে রয়ে গেছে চার্লি কীনের জোড়া কোল্ট। ঝটিতি মাথার ওপর দু'হাত তুলল সে, আতঙ্কিত স্বরে চেঁচাল: 'গুলি কোরো না, খোদার দোহাই! ধরা দিচ্ছি আমি!'

ব্যাটা তাহলে কাপুরুষ! 'উঁহুঁ, ধরা দেবে না তুমি!' তাচ্ছিল্যে বেঁকে গেল জনের ঠোঁটের কোণ। 'তুমি তো গুলি করবে। বেজন্মা

সাপ!' ঝটপট পিস্তলটা হোলস্টারে ফেরত পাঠাল ও, তারপর কীনের মতই মাথার ওপর হাত তুলল।

আগুনের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বন্দুকবাজ, মুখে ছায়া পড়ায় অভিব্যক্তি দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু অনায়াসে তার মনের ভাবনা পড়তে পারল জন–উল্লাস বোধ করছে চার্লি কীন, করুণার সঙ্গে ভাবছেঃ *ব্যাটা বোকার হদ্দ, মরার জন্যে সমান সুযোগ দিলি আমাকে!*

নিপুণ দক্ষতায় ঝলসে উঠল বন্দুকবাজের হাত। প্রায় চোখের পলকে নেমে এল হাত দুটো, আছড়ে পড়ল হোলস্টারের ওপর, পরমুহূর্তে জোড়া পিস্তল উঠে এল মুঠিতে।

একইসঙ্গে নেমে গেছে জনের হাত। পয়েন্ট ফোর-ফোরের ওয়ালনাট বাঁটের ওপর পড়ল। এক পা পিছিয়ে গেল ও, কিছুটা নিচু হলো। ঝাঁকি খেয়ে হোলস্টার থেকে উঠে এল কোল্ট দুটো। সামনের দিক উঁচু হয়ে গেল। ট্রিগার টিপল।

কেঁপে উঠল চার্লি কীনের দেহ, তখনও গুলি করেনি সে। এবার তৃতীয় নয়ন সৃষ্টি হলো বন্দুকবাজের কপালে। রিফ্লেক্সবশত ট্রিগার টানল সে, গুলিটা জনের পায়ের কাছে মেঝেয় চল্টা তুলল।

পা হড়কে পিছিয়ে গেল কীন, দুই বাহু ছড়িয়ে পড়েছে বাতাসে, দেখে মনে হলো কিছু একটা ধরার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে। দড়াম করে জ্বলন্ত কাপড়ের স্তূপের ওপর আছড়ে পড়ল লাশটা, মুহূর্তের মধ্যে কাপড়ে আগুন ধরে গেল।

কয়েক পা এগোল জন। 'পুড়তে থাক্, বেজন্মা খুনী! তাতে যদি পাপ কিছুটা মোচন হয় তোর! এরচেয়ে ন্যায্য পরিণাম আর হতে পারত না!'

সামনের দরজা দিয়ে ছুটে আসছে তপ্ত সীসা। ওকে চিনতে পেরেছে বাইরের আউটলরা, তাই কোন টার্গেট ছাড়াই সমানে গুলি করছে। সামনের দরজা দিয়ে বেরোতে দেবে না ওকে। স্টোরের পেছন দিকটা জ্বলছে, ওদিক দিয়ে অক্ষত অবস্থায় বেরিয়ে যাওয়া অসম্ভব।

দালানের পাশের এক জানালার কাছে ছুটে গেল জন, পিস্তলের ব্যারেল দিয়ে আঘাত করল কাচে। ঝনঝন শব্দে ভেঙে গেল। চট করে ফ্রেমের ওপর উঠে এল ও, তারপর শরীরে মোচড় তুলে অর্ধেকটা বেরিয়ে এসে লাফ দিল। শক্ত মাটিতে পড়ল ও।

উঠে দাঁড়িয়েই নিজেকে আবিষ্কার করল অসহায় অবস্থায়।

স্টোরের ভেতরে থাকলেই বোধহয় ভাল ছিল! প্যাসেজওয়ে পুড়ছে, এমনকি পাশের বাড়িতেও আগুন ধরে গেছে। গলি ধরে পেছনে যাওয়ার পথ রুদ্ধ। এদিকে রাস্তার দিকে গেলে মুখোমুখি হতে হবে আউটলদের।

জানালা দিয়ে ওকে বেরিয়ে যেতে দেখেছে লোকগুলো, প্যাসেজওয়ে ধরে ধেয়ে আসা বুলেট তার সত্যতা প্রমাণ করল। এরা বিফ রোগান, চেরোকি হর্ন বা চার্লি কীনের বন্ধু; মার্শালের ভূমিকা নিয়ে এখন আর কোন সন্দেহ নেই কারও মনে।

আগুনের কাছাকাছি, ছায়া পড়েছে এমন একটা জায়গায় এসে উবু হয়ে শুয়ে পড়ল জন। মোটামুটি নিশ্চিন্ত যে সহজে কারও চোখে পড়বে না। দেয়ালের কাছাকাছি সরে এসে অপেক্ষায় থাকল, আশপাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে অসংখ্য গুলি। কিন্তু পাল্টা গুলি করল না ও, তাহলে অবস্থান প্রকাশ পেয়ে যাবে। অন্যদের চেয়ে বেপরোয়া এবং দুঃসাহসী এক আউটল এগিয়ে এসে প্যাসেজওয়েতে উঁকি দিল। হাতে একটা মশাল, অন্য হাতে পিস্তল বাগিয়ে ধরেছে।

গুলি করে তাকে পরপারে পাঠিয়ে দিল জন।

গড়িয়ে দ্রুত জায়গা পরিবর্তন করল ও, দেয়ালের সঙ্গে মিশে গেল প্রায়। আবারও গুলি শুরু করেছে আউটলরা। বাতাসে শিস কেটে চলে যাচ্ছে তপ্ত সীসা, দেয়ালে বাড়ি খেয়ে মাটিতে বিঁধছে ভোঁতা শব্দে।

মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যাপার, তিক্ত মনে ভাবল জন, *ঠিকই আমাকে কায়দা করে ফেলবে ব্যাটারা। ওরা যখন আসবে, নিজের পায়ের ওপর দাঁড়াব, যে-ক'টাকে পারি সঙ্গে নিয়ে যাব।*

সন্তর্পণে উঠে দাঁড়াল ও, দেয়াল হাতড়ে এগোল দ্রুত পায়ে। পিস্তলে আর চারটে বুলেট রয়েছে, এদিকে রিলোড করারও সময় নেই। প্রতিটি গুলির সদ্ব্যবহার করতে হবে। ঝটিতি লাফিয়ে আগে বাড়ল জন, কমলা আগুন ওগরাল ওর পিস্তল।

হৈহল্লা ছাড়িয়ে ছুটন্ত ঘোড়ার শব্দ কানে এল। আচমকা মুহুর্মুহু গর্জে উঠল কয়েকটা অস্ত্র, ছুটে রাস্তা থেকে পালাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল আউটলদের দল। ভোজবাজির মত খালি হয়ে গেল রাস্তা, যে যে-দিকে পারছে ছুটে যাচ্ছে। কয়েকজন পড়েও গেল। জনের ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে ওরা, রাস্তার দিকে সবার মনোযোগ। হাতে প্রাণ নিয়ে ছুটছে সবাই। কয়েকজন পাল্টা গুলি করল, কিন্তু দু'জনকে টপাটপ পড়ে যেতে দেখে আগ্রহ হারিয়ে আড়ালের উদ্দেশে ছুটতে শুরু করল

অন্যরা।

ছুটন্ত ঘোড়ার শব্দ আরও কাছে চলে এসেছে।

না দেখতে পেলেও আউটলদের রণেভঙ্গ দেওয়ার কারণটা আন্দাজ করতে পারছে জন। বহু প্রতীক্ষার পর, শেষপর্যন্ত "খুনে শহর" ক্যান্ডারে পা রেখেছে টেক্সাস রেঞ্জাররা।

ষোলো

একেবারে নীরব হয়ে আছে সার্কেল-আর র‍্যাঞ্চ হাউস। অসহ্য উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তায় সময় কাটছে সবার। শুধু বাচ্চারা ব্যতিক্রম, দুর্ভাবনার কোন বিষয় নেই ওদের, তিনজনই নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে।

অন্যদের উদ্বেগ বাড়ির কর্ত্রী মিসেস রিচমন্ডকেও স্পর্শ করেছে। নার্ভাস মানুষ সচরাচর যা করে, তাই করছে মহিলা–অযথাই আসবাবপত্র ঠিকঠাক করছে, ক্লজিট খুলছে বা বন্ধ করছে, খোলা দরজা পথে গোলাপী হয়ে ওঠা আকাশের দিকে তাকাচ্ছে প্রায়ই। ক্যান্ডারে যে আগুন জ্বলছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। টেবিলের পাশে একটা চেয়ারে বসে বাইবেল নিয়ে ব্যস্ত রেভারেন্ড রিয়ার্সন, কিন্তু মনোযোগ দিতে পারছে না। বারবারই দিগন্তের বুকে ফুটে ওঠা গোলাপী আভার দিকে চলে যাচ্ছে যাজকের দৃষ্টি।

গ্যালারিতে পিঠ উঁচু চেয়ারে বসে আছে ক্যারল আর কেট। উদ্বিগ্ন, অস্থির এবং শঙ্কিত ওরা। একটা রকিং চেয়ারে বসে দোল খাচ্ছে ব্রায়ান ম্যাকফী। উদ্বেগ তাকেও ছুঁয়েছে, বারবার চোখ বন্ধ করছে সাংবাদিক, হাত-পা ঝাড়ছে অযথাই। নেইল ট্রেভিসও উদ্বিগ্ন, প্রায় অধৈর্য বোধ করছে। অস্থির ভঙ্গিতে পায়চারি করছে সে। মনটা পড়ে আছে ক্যান্ডারে। দিগন্তের গোলাপী আভা থেকে তার চোখ প্রায় সরছেই না।

'অদ্ভুত! কী নিদারুণ বোকামি!' শঙ্কা প্রকাশ পেল কেট রিয়ার্সনের স্বরে। 'অথচ আমরা কিনা ভেবেছি নির্বাচনের মাধ্যমে সব লড়াই, সব ঝামেলা চুকে যাবে। ওহ্, পুরুষরা কেন যে এমন আত্মঘাতী কাজ করে

বসে!'

'কেউ তুচ্ছ ব্যক্তি স্বার্থে আত্মঘাতী হয়, আর জনের মত পুরুষরা এদের থামতে বাধ্য করে,' মৃদু স্বরে মন্তব্য করল ক্যারল। 'শেষে হয়তো নিজেই খুন হয়ে যায়!' প্রায় বুজে এল ওর কণ্ঠ, হিস্টিরিয়ার মত শোনাল সুরটা।

'তুমি ওকে ভালবাসো, তাই না?' ফিসফিস করে জানতে চাইল কেট।

মুহূর্তের জন্যে দ্বিধা করল ক্যারল। 'আমার হাতের আঙটিটা দেখেছে ও। ও বোধহয় ধরে নিয়েছে আমি এনগেজ্‌ড।'

'কিন্তু আসলে ওকেই ভালবাসো তুমি!'

'হ্যাঁ,' নিচু স্বরে স্বীকার করল ক্যারল। 'ঠিক এই মুহূর্তের আগে বুঝতে পারিনি–ক্যান্ডারে শান্তি আনার জন্যে জান বাজি রেখে লড়ছে ও, খুন করছে বেপরোয়া আউটলদের, কিংবা হয়তো নিজেই খুন হয়ে যাচ্ছে, কে জানে!' চিন্তাটা আসা মাত্র শিউরে উঠল ও, আশঙ্কা কাটাতে দ্রুত যোগ করল: 'তুমিও ভালবাসো ওকে, তাই না?'

'না। ওকে যে পছন্দ করি, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বারবারই অন্য একজনের কথা আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছে ও। অন্য একজন, অন্য এক জন। জনের মতই দীর্ঘ সুঠামদেহী ছিল সে, হাসিখুশি থাকত সবসময়, কিন্তু খুন হয়ে যায় ও। নাহ্, ক্যারল, আর কোন পুরুষ আসবে না আমার জীবনে!'

পুরুষদের প্রতি কেট রিয়ার্সনের অনাগ্রহের কারণটা জানা গেল শেষপর্যন্ত! মেয়েটির প্রতি সহানুভূতি বোধ করল ক্যারল। 'কেট, আমি সত্যিই দুঃখিত,' ঝুঁকে কেটের বাহুতে হাত রাখল ও, সামান্য চাপ দিল। 'সত্যি দুঃখিত!'

'ও একজন অদ্ভুত মানুষ।'

'কে?'

'জন।'

'ওহ্! অদ্ভুত বলছ কেন?'

'তোমাকে পছন্দ করে ও, জানি আমি। কিন্তু ওর ধাতটা কেমন যেন! বাঁধনে জড়াতে চায় না। ভয়ে ভয়ে থাকে যেন ওকে লাগাম পরিয়ে ফেলবে কেউ। অথচ...'

পায়চারি থামিয়ে ঘুরে দাঁড়াল নেইল ট্রেভিস, কয়েক পা এগিয়ে এল ওদের দিকে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ক্যারলকে বিদ্ধ করল সে, চাহনিতে

সন্দেহ। 'জন সম্পর্কে কি যেন বললে?' গম্ভীর স্বরে জানতে চাইল ডাবল ঈগল মালিক। 'তুমি ওকে ভালবাস, তাই বলেছ না?'

'হ্যাঁ। কবে থেকে জানি না, হয়তো প্রথম দেখার পর থেকে, কিংবা ধীরে ধীরে...ও আমাকে এত ত্যক্ত করত, খেপিয়ে তুলত...প্রায় সব বিষয়ে তর্ক করেছি আমরা, কিন্তু ওর ধারণাই সত্যি হত বরাবর! সবকিছুর পরও...ওকে ভালবাসি আমি। সম্ভবত নিজের অজান্তে সেটা প্রকাশও করে ফেলেছি।'

'স্টোরে ওকে জড়িয়ে ধরেছ তুমি, চুমোও খেয়েছ সবার সামনে,' আড়ষ্ট স্বরে বলে গেল নেইল ট্রেভিস, প্রায় অভিযোগের মত শোনাচ্ছে কথাগুলো। 'কিন্তু তোমার প্রতি তো ওর আগ্রহ দেখলাম না! ওর আচরণে মনে হলো আকাশ থেকে পড়েছে, যুবতী কোন মেয়ের চুমো যেন ওর কাছে সম্পূর্ণ নতুন জিনিস! তোমার জড়িয়ে ধরা বা চুমোর তাৎপর্য বুঝতে পারেনি সে। নাকি চুমোর কারণেই ভিমড়ি খেয়েছিল?' শেষ দিকে কর্কশ হয়ে গেল সদ্য নির্বাচিত মেয়রের কণ্ঠ, একই কারণে ক্যারলও সন্তুষ্টি বোধ করল।

'কী জানি, হতেও পারে। হয়তো চুমো খেয়েছি বলেই আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল ও। পরেরবার যাতে আড়ষ্ট না হয়ে বরং সাড়া দেয়, সে-চেষ্টাই করব।'

জ্বলে উঠল ট্রেভিসের চোখ জোড়া। 'অথচ আমি কিনা ভেবে এসেছি আমাকে খানিকটা হলেও কেয়ার করো তুমি,' তিক্ত শোনাল তার কণ্ঠ। 'ওকে পাওয়ার জন্যে যদি এতই উতলা হয়ে থাকো, শহরে থেকে গেলেই পারতে!'

'আমার ধারণা জন আসলে রেঞ্জার,' হঠাৎ মন্তব্য করল কেট রিয়ার্সন।

আঁতকে উঠল ক্যারল।

'কী বললে তুমি?' তীক্ষ্ণ স্বরে জানতে চাইল ব্রায়ান ম্যাকফী।

'জন রেঞ্জার!?' শীতল কণ্ঠে জানতে চাইল ট্রেভিস। 'কেন মনে হলো তোমার?'

'বিভিন্ন কারণে। নিজের কাজে দক্ষ ও, যে-কোন পরিস্থিতিতে মুখ বন্ধ বা মাথা ঠাণ্ডা রাখতে জানে। দারুণ আত্মবিশ্বাসী। চিন্তা করে দেখো, কেন ক্যান্ডারে এসেছে ও? শিক্ষিত, ভদ্র এবং বিনয়ী জন। ধূর্ততায় টাপারকে হারিয়ে দিয়েছে বারবার। সাধারণ ড্রিফটার বা ফেরারী হিসেবে চিন্তাও করা যায় না ওকে।'

'রেঞ্জারদের সাহায্য চেয়ে কয়েকবার চিঠি লিখেছি আমি,' সন্দেহের সুরে বলল ব্রায়ান ম্যাকফী। 'কেট, তোমার বাবাও গভর্নরকে চিঠি লিখেছে। কিন্তু এড়িয়ে গেছে ওরা, মামুলি প্রতিশ্রুতি পেয়েছি যে ভবিষ্যতে সুযোগ হলে সাহায্য পৌঁছে যাবে ক্যান্ডারে।'

চট করে কিছু হিসাব-নিকেশ করল ক্যারল, সহসা উজ্জ্বল হয়ে গেল ওর মুখ। ঠিকই বলেছে কেট। 'কী আশা করেছ তুমি, বাবা—এক কোম্পানি রেঞ্জার অক্টোবরের পঁচিশ তারিখ সকাল দশটায় পৌঁছবে ক্যান্ডারে—এমন নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি? খবরটা *ক্যারিয়নে* প্রকাশ করতে তুমি, এবং টাপার সেটা জেনে যেত। তারপর রেঞ্জারদের উপযুক্ত অভ্যর্থনা দেওয়ার জন্যে তৈরি থাকত ওরা। আগেও তো এমন ঘটনা ঘটেছে, তাই না? আমি এখন মোটামুটি নিশ্চিত যে কেটের কথাই ঠিক।'

'কত হবে ওর? চব্বিশ বা পঁচিশ! রেঞ্জার হিসেবে ওর বয়স কিন্তু একেবারে কম!'

'বাবা, বয়স যাই হোক, গভর্নর যে ওঁর সেরা একজন রেঞ্জারকে ক্যান্ডারে পাঠিয়েছেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। একাই রেনে টাপারকে ধসিয়ে দিয়েছে ও।'

'কেউ আসছে,' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল নেইল ট্রেভিস। গ্যালারির কিনারার ওপর ঝুঁকে পড়েছে সে, মাথা বের করে দিয়েছে বাইরে।

'টাপারের কোন লোক হতে পারে,' বলল ম্যাকফী। 'আমাদের বরং ভেতরে চলে যাওয়া উচিত।'

তৃণভূমি থেকে দূরাগত চিৎকার ভেসে এল: 'হিপ, হিপ, হুররে!'

'বার্ট আর ওর ছেলেরা আসছে,' দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল মিসেস রিচমন্ড। 'বাড়ি ফেরার সময় দূর থেকে র‍্যাঞ্চ হাউস দেখতে পেলে এভাবেই চিৎকার করে ওরা।'

'এবার বোধহয় সবচেয়ে বড় দুঃসংবাদটা শুনতে হবে,' আড়ষ্ট, শঙ্কিত স্বরে বলল *ক্যারিয়ন* মালিক। 'টাপারের দলের বিরুদ্ধে টিকতে পারবে না মাইনাররা, তাছাড়া ওদের বেশিরভাগই নেশাগ্রস্ত এখনও।'

মিসেস রিচমন্ডের পিছু পিছু বেরিয়ে এসেছে রেভারেন্ড রিয়ার্সন। 'উঁহুঁ, হেরে গেলে এভাবে চেঁচায় না কেউ!' সন্তুষ্টি প্রীচারের কণ্ঠে। 'এটা বিজয়ের উল্লাসধ্বনি। বাজি ধরে বলছি টাপার বাহিনীর পতন হয়েছে এবং সেজন্যেই হুল্লোড় করছে ওরা! বন্ধুগণ, ঈশ্বর আমাদের

কথা শুনেছেন!'

চন্দ্রালোকিত তৃণভূমি ধরে ছুটে এল একদল ঘোড়সওয়ার। র‍্যাঞ্চ হাউসের সামনে এসে দ্রুত স্যাডল ছাড়ল সবাই। দীর্ঘদেহী এক লোক ঘোড়ার লাগাম বাঁধার বা ওটাকে করালে নিয়ে যাওয়ার ঝামেলায় গেল না, এক সঙ্গীর হাতে লাগাম ধরিয়ে দিয়ে পোর্চে উঠে এল দ্রুত পায়ে।

'জন!' অস্ফুট স্বরে চিৎকার করল ক্যারল ম্যাকফী, তারপর ছুটে গেল।

এবার কিন্তু মোটেই ঘোরে আক্রান্ত মনে হলো না জন ক্যালকিনকে, সানন্দে একশো দশ পাউন্ড ওজনের কাঙ্ক্ষিত সাইক্লোনটাকে বুকে টেনে নিল সে। ক্যারল ম্যাকফীর উষ্ণ, অধীর এবং আবেগঘন চুমোর জবাবও দিল।

সার্কেল-আর ক্রু ছাড়া আরও একজন লোক রয়েছে দলে। কালো চুল লোকটার, পরনের পোশাক আগাগোড়া কালো। স্যাডল হর্নের সঙ্গে দু'হাত বাঁধা। প্রায় বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে তাকে। বাঁধন খুলে তাকে স্যাডল থেকে নামাল এক কাউবয়, তারপর টেনে-হিঁচড়ে বারান্দায় তুলে আনল।

'কেলসি!' বিস্ময়ে চেঁচাল ট্রেভিস। 'এখানে কি করছ তুমি?'

'জানি না,' ম্লান স্বরে বলল ফারো ডিলার। 'মাথা খারাপ হয়ে গেছে ওদের, বস্!'

ক্যারলকে ছেড়ে দিয়ে অন্যদের দিকে ফিরল জন। 'চলো, বাড়ির ভেতরে গিয়ে আলাপ করি। কেলসির ভূমিকা বা উপস্থিতির কারণও ব্যাখ্যা করব।' ঘুরে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ল ও, ওর একটা বাহু ধরে রেখেছে ক্যারল।

বিশাল লিভিংরুমে এসে বসল সবাই। একপাশে দুই কাউবয়কে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বার্ট স্টিভেন্স। 'বন্ধুরা, দুর্ধর্ষ রেঞ্জার ক্যাপ্টেন জন ক্যালকিনের সঙ্গে পরিচিত হও,' সহাস্যে বলল সার্কেল-আর ফোরম্যান, দু'কান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে হাসি। 'কোন সন্দেহ নেই, আমাদের সবাইকে বোকা বানিয়ে ছেড়েছে সে। বোধহয় রেঞ্জারদের ধাতই এমন, কাজ খতম হওয়া ছাড়া আসল পরিচয় দেয় না ওরা। রেভারেন্ড রিয়ার্সনের অনুরোধে গভর্নর নিজেই ওকে নির্দেশ দিয়েছিলেন এখানে আসার জন্যে। জনের মিশন ছিল ক্যান্ডারের পরিস্থিতি জরিপ করে প্রাথমিক কিছু কাজ সারার, যাতে পরে মূল বাহিনী এসে সব অপরাধীকে পাকড়াও করতে পারে। সত্যি কথা কি জানো, পুরো বাহিনীর প্রয়োজন হয়নি, একাই কাজটা সেরে ফেলেছে ও। একটু আগে টাপারের প্রায় সমস্ত ক্রুকে গ্রেফতার করা হয়েছে।'

'ঝেড়ে কাশো, বাছা,' অধীর কণ্ঠে অনুরোধ করল ব্রায়ান ম্যাকফী। 'আগুন লাগানো হয়েছিল নাকি? ওহ্, দুশ্চিন্তায় মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার দশা হয়েছিল আমাদের! ব্যাপারটা কী বলো তো?'

ক্যান্ডারের লড়াই সম্পর্কে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল বার্ট স্টিভেন্স। ডীন থমাস মারা গেছে, তার স্টোরও পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। নির্বাচনে জয়ী আরও এক কাউন্সিল—বেঞ্জামিনশটেনও মারা গেছে। অন্য এক র‍্যাঞ্চের কিছু কাউবয় খুন হয়েছে, আহত হয়েছে তারও বেশি, যদিও কারও আঘাতই তেমন মারাত্মক নয়। সার্কেল-আর ক্রুদের কেউই হতাহত হয়নি। অন্তত বারোজন আউটল মারা গেছে, আহত হয়েছে দ্বিগুণ, আর অন্যদের জেল হাউস এবং স্টেবলে বন্দী করা হয়েছে। রেঞ্জাররা পাহারা দিচ্ছে তাদের।

'টাপার বা কীনের কি হলো?' জানতে চাইল *ক্যারিয়ন* মালিক।

'স্টোরে খুন হয়েছে চার্লি কীন,' এবার মুখ খুলল জন। 'পরে টাপারকে পাকড়াও করেছি আমরা। কটের নীচে লুকিয়ে ছিল ও। হয়তো চোখেই পড়ত না, কিন্তু ব্যাটা এত নাদুস-নুদুস যে কটটা ওপর দিকে ফুলে উঠেছিল।'

'বিচারে ফাঁসি হওয়া উচিত ওর,' ঝটপট জানিয়ে দিল ম্যাকফী। 'সমস্ত শয়তানি আর রক্তপাতের মূলে ছিল নচ্ছারটা!'

'উঁহুঁ,' শুধরে দিল জন। 'আসলে ও ছিল পুতুল। শো-কেসে সাজানো কলের পুতুল মাত্র। পেছন থেকে ওকে নিয়ন্ত্রণ করছিল অন্য একজন। প্রথম দেখা হওয়ার পরপরই সন্দেহ হয় আমার। রেনে টাপার মূলত বেকুব টাইপের মানুষ, যথেষ্ট হলুদ পদার্থ নেই ওর খুলিতে, শিক্ষিত বা আত্মবিশ্বাসীও নয়। অথচ বেপরোয়া লোকে ঠাসা একটা শহর নিয়ন্ত্রণ করতে অনেক বেশি বুদ্ধি বা বিচক্ষণতা দরকার ছিল। সেটা ছিল না টাপারের। পেছনের লোকটার বুদ্ধি বা চাতুর্য টাপারের চেয়ে যেমন বেশি, তেমনি ওর চেয়েও কয়েক গুণ বেশি বিপজ্জনক সে।'

ভুরু কোঁচকাল সাংবাদিক। 'জন, ঠিক জানো তো? সব প্রমাণ তো টাপারকে নির্দেশ করছে!'

'সবসময় অন্য একজনের নির্দেশ তামিল করে এসেছে টাপার।

অক্ষরে অক্ষরে প্রতিটি নির্দেশ পালন করত।

'ক্যান্ডার হচ্ছে খুনে শহর, আউটলদের আস্তানা বা স্বর্গ। কিন্তু কখন থেকে আউলদের আখড়া হলো ক্যান্ডার? অ্যাল সিভার্ট নামে এক কুখ্যাত আউটল এখানে আসার পর। কয়েকটা খুনের আসামী সে।

'এখানে এসে ভয়ঙ্কর একটা পরিকল্পনা করল সে। বেপরোয়া, কঠিন এবং দুর্ধর্ষ অপরাধীদের আশ্রয় দিল, আইনের জন্যে দুর্জয় করে তুলল ক্যান্ডারকে। এমন একটা দল তৈরি করল, যারা নিজেদের নিরাপত্তা নিজেরাই নিশ্চিত করতে সক্ষম। অতীতে অনেক পাসিই এসেছে এখানে, কিন্তু একজন আসামীকেও ধরে নিয়ে যেতে পারেনি; সবসময়ই ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে গেছে ফেরারী আসামীরা।

'তো, দারুণ সুশৃঙ্খল এবং দক্ষ একটা সংগঠন দাঁড় করিয়ে ফেলল সে। ফেরারী আসামীদের টাকার বিনিময়ে নিরাপত্তা দেওয়া হলো, ক্যান্ডারে থাকার অনুমতি এবং কামাই করার সুযোগ পেল ওরা। মাসোহারার টাকা টাপারের মাধ্যমে সংগ্রহ করত সে। কোন আউটলই জানত না ওর পরিচয়। মেয়র হিসেবে অদ্ভুত এই সার্ভিসের বিনিময়ে কমিশন পেত টাপার, আর টাপারের কাছ থেকে টাকা চলে যেত আসল লোকের পকেটে।'

ফ্রাংক কেলসির দিকে চলে গেল সবার দৃষ্টি। 'তাহলে ও-ই সেই লোক?' সবিস্ময়ে জানতে চাইল ব্রায়ান ম্যাকফী। 'ওহ্, বুঝতে পেরেছি! নেইলের হয়ে কাজ করত বলে সবকিছু জানার সুযোগ ছিল ওর, ক্লিন-আপ কমিটির খবরাখবরও জেনে যেত। তাছাড়া কাউন্সিলম্যান হওয়ার কারণে নিয়মিত যোগাযোগ রাখত টাপারের সঙ্গে। হ্যাঁ, সবকিছু শোনার পর এখন খুব সহজ মনে হচ্ছে ব্যাপারটা।'

'উঁহুঁ, এত সহজ নয়,' আবারও তাকে শুধরে দিল জন, পকেট থেকে সার্কুলার বের করে মেলে ধরল। 'এটা একটা ওয়ান্টেড নোটিশ। সিভার্টের বর্ণনা দেওয়া আছে এখানে। ফ্রাংক কেলসির সঙ্গে তিনটি বিষয় ছাড়া সবই মিলে যায়। সিভার্টের চুল হালকা রঙের। ফ্রাংকের চুল কালো, তবে চুল রঙ করা তেমন কঠিন কাজ নয়; তাই বলা যায় দুটো জিনিস ছাড়া সবই মিলে যায় ওর সঙ্গে। সিভার্টের চোখ নীল, কিন্তু কেলসির চোখের রঙ কালো। কোন লোকই চোখের রঙ বদলাতে পারে না। তাছাড়া সিভার্টের বুকে ছয় ইঞ্চি দীর্ঘ একটা ক্ষত

আছে···বয়েজ, ধরো ওকে!'

দরজার দিকে সরে যাচ্ছিল নেইল ট্রেভিস, জ্বলন্ত দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে জনের ওপর এবং ডান হাতের তালু আলতো ভঙ্গিতে পড়ে আছে পিস্তলের বাঁটে। ক্ষতের কথা শুনেই ঘুরে দাঁড়িয়ে লাফ দিয়েছে, কিন্তু দুই কাউবয়ের ওপর গিয়ে পড়ল সে। দরজা আর অন্যদের মাঝখানেও অবস্থান নিয়েছিল বার্টরা।

মরিয়া চেষ্টাই সার হলো শুধু, নিজেকে মুক্ত করতে ব্যর্থ হলো ট্রেভিস। সেলুন মালিক মরিয়া হয়ে উঠেছে দেখে অন্যদের সাহায্যে এগিয়ে গেল আরও দুই কাউবয়, চারজনে মিলে ধরে রাখল ট্রেভিসকে। এগিয়ে গিয়ে তার হোলস্টার থেকে কোল্টটা তুলে নিল বার্ট স্টিভেন্স।

'যেতে দাও আমাকে!' তপ্ত স্বরে খেঁকিয়ে উঠল ডাবল ঈগল মালিক। 'ছাড়ো আমাকে! মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি তোমাদের?'

'উঁহুঁ, বরং তোমারই মাথা খারাপ হয়েছে,' সহাস্যে তাকে বলল জন। কয়েক পা এগিয়ে ট্রেভিসের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও, তারপর বুকের কাছে ডাবল ঈগল মালিকের শার্ট খামচে ধরে হ্যাঁচকা টান দিল। পটপট করে ছিঁড়ে গেল শার্ট। সিল্কের আন্ডারশার্ট বেরিয়ে পড়ল। নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল ট্রেভিস, কিন্তু এবারও ব্যর্থ হলো। শেষে নতুন ফন্দি আঁটল, সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল সে।

কৌশল জনও খাটাল। ট্রেভিসের পাশে এসে আন্ডারশার্টের গলা ধরে আবারও টান দিল। ফড়ফড় করে ছিঁড়ে গেল ওটা, পটাপট উড়ে গেল বোতামগুলো। উন্মুক্ত হয়ে পড়ল ট্রেভিসের বুক। লোমশ বুকের জমিনে ছয় ইঞ্চি দীর্ঘ একটা ক্ষত দেখতে পেল সবাই।

'যখনই বুঝলাম টাপারের পেছনে আছে কেউ, শুরুতে কেলসিকে সন্দেহ হয়েছিল,' বলে গেল জন। 'কারণগুলো বলেছে মি. ম্যাকফী। চোখের রঙ বা ক্ষতটা পরখ করা সম্ভব ছিল না, চেষ্টাও করিনি। নির্বাচনের পর মি. ম্যাকফী যখন একটা ক্যানভাসের ব্যানার খুলে ফলাফল প্রকাশ করছিল, তখনই নিশ্চিত হয়ে গেলাম। ব্যানারে লেখা ছিল: ট্রেভিস উইনস্। কিন্তু মি. ম্যাকফী উল্টোদিক থেকে মোঁড়ক খুলছিল, শেষদিক থেকে একটা একটা করে অক্ষর দেখতে পাচ্ছিলাম আমরা। wins-এর পরে বিজয়ীর নাম প্রকাশ পেল ঠিকই, তবে অক্ষরগুলো উল্টে গেল। সেভাবে যদি নামটা পড়া হয়, তাহলে দাঁড়ায়:

'এই নোটিশটা আগেও পড়েছি আমি। বারবারই মনে হত নামটা পরিচিত। তো, হয়তো অবচেতন মনে সন্দেহ ছিল বলেই, প্রথম দুটো অক্ষর দেখে উল্টো করে পড়েছি। সমস্ত ধাঁধার জবাবও তখনই পেয়ে গেলাম। ধন্যবাদ, মি. ম্যাকফী,' সাংবাদিকের উদ্দেশে স্মিত হাসল ও। 'তুমি এ কাজটা না করলে বোধহয় কখনোই ট্রেভিসের ওপর সন্দেহ হত না আমার। অ্যাল নামটা দিব্যি মিলে যায়। আউটল থাকার সময় ওর নাম ছিল অ্যাল সিভার্ট, আর ক্যান্ডারের সম্মানিত নাগরিক হিসেবে ওর পরিচয় নেইল ট্রেভিস।

'বার্ট, তোমাদের নিরাশ করতে সত্যিই খারাপ লাগছে আমার। কিন্তু শহরে নিয়ে গিয়ে ওকে রেঞ্জারদের হাতে তুলে দেওয়াই উচিত হবে। আর স্টেবলে আটকে রাখো ফ্রাংক কেলসিকে, ওকে কিছু প্রশ্ন করব আমি—পরে। কাভার যতই পাকা হোক, নিরাপত্তা না থাকায় জেরার মুখে টিকতে পারবে না সে।'

কামরা থেকে দু'জনকে ঠেলে, টেনে-হিঁচড়ে বের করে নিয়ে গেল ওরা। স্টেবলে আটকে রাখা হলো কেলসিকে, আর ট্রেভিসকে ঘোড়ায় চড়িয়ে, বেঁধে গলায় ফাঁস পরিয়ে দেওয়া হলো। শহরের দিকে এগোল কাউবয়রা।

র‍্যাঞ্চ থেকে মাইল-দুই দূরত্বে আসার পর ঘোড়া থামাল বার্ট স্টিভেন্স। 'এবার পোক্ত দেখে একটা গাছ খুঁজে বের করো তো,' ক্রুদের নির্দেশ দিল সে। 'শহরে লটকানো যাবে না ওকে, রেঞ্জাররা হয়তো তাতে খেপে যাবে।'

'কী করবে তোমরা?' আতঙ্কিত স্বরে জানতে চাইল ট্রেভিস। 'সত্যি...'

'আলবৎ!' সবক'টা দাঁত বের করে উত্তর দিল বার্ট, জ্বলছে তার চোখ দুটো। একটু আগেও নেইল ট্রেভিস ওদের কাছে বন্ধুই ছিল, অথচ সত্যিকার পরিচয় জানার পর অতীত ভুলে গেছে। 'তুমি একটা নোংরা কয়োট, ট্রেভিস! বিল রিচমন্ডের মত ভাল মানুষকে খুন করেছ। ড্যান মেরিককে গুলি করার সঙ্কেত তুমিই দিয়েছিলে। জেসি হলকে নিজ হাতে খুন করেছ, উল্টো জনের ওপর দোষটা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছ। কিন্তু জন তোমার চেয়ে ঢের সেয়ানা। সত্যের জোরেই এমন বিপদ উতরে যায় মানুষ, জানো না? কেবল খোদাই জানে আরও কত মানুষ খুন করেছ।

'হ্যাঁ, তোমাকে ফাঁসি দেব আমরা। কারণ এটাই তোমার পাওনা। জনের ব্যাপারে দুশ্চিন্তা করছি না। ওর সঙ্গে আগেই কথা হয়েছে আমার, প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তোমাকে আমাদের হাতে তুলে দেবে। তাই তো দিয়েছে, নাকি? কিন্তু শত হলেও সে আইনের মানুষ। জেনে-শুনে তো একজন অপরাধীকে মবের হাতে তুলে দিতে পারে না, লিঞ্চিংও সমর্থন করতে পারে না! তাই সামান্য ব্লাফ দিয়েছে, নির্দেশ দিয়েছে শহরে গিয়ে তোমাকে রেঞ্জারদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্যে। ফাঁসি দেওয়ার পর, তোমার লাশে আচ্ছামত বুলেটের ফুটো তৈরি করব আমরা, তারপর লাশটা শহরে নিয়ে গিয়ে খুব দুঃখের সঙ্গে রিপোর্ট করব: পালানোর চেষ্টা করেছ তুমি, বাধ্য হয়ে গুলি করেছি আমরা। যাক্‌গে, জীবনেও ভাবিনি কাউকে ফাঁসিতে চড়িয়ে আনন্দ পাব, কিন্তু তোমার ব্যাপারটা খুব উপভোগ করব, বিশ্বাস করো, দারুণ আনন্দ পাব! মনে হচ্ছে ড্যান মেরিককে ফাঁসিতে চড়িয়ে যতটা না আনন্দ পেয়েছি, তোমার ক্ষেত্রে তারচেয়েও বেশি পাব। কী বলো, বয়েজ?'

সার্কেল-আর র‍্যাঞ্চ হাউসে তখন নিজের ভূমিকা আর ক্যান্ডারে আসার পর থেকে সমস্ত ঘটনা ব্যাখ্যা করছে জন ক্যালকিন। 'শেষ দিকে,' উপসংহারে পৌঁছল ও। 'ট্রেভিসের সন্দেহ হলো যে টাপার হয়তো নির্বাচনে জিততে পারবে না, তাই দারুণ একটা পরিকল্পনা করল সে, নির্বাচনে যে-ই জিতুক, শহরের নিয়ন্ত্রণ ওর হাতছাড়া হবে না। নিজেই প্রার্থী হলো। ও-ই খুন করেছে জেসি হলকে, এবং লাশটা ফ্রন্টিয়ারের পেছনের গলিতে পাওয়া গেছে শুনে দারুণ বিস্মিত হয়েছিল। আমিই লাশটা ওখানে নিয়ে গিয়েছিলাম।' ক্যারলের উদ্দেশে হাসল ও। 'এছাড়া উপায় ছিল না আমার, নইলে তুমি হয়তো ভাবতে আমিই খুন করেছি মাইনারকে।'

'জন!' অস্ফুট স্বরে অসন্তোষ প্রকাশ করল ক্যারল।

'তো, ট্রেভিস...বা সিভার্ট...যাই হোক, সে ভাবল টাপার যদি নির্বাচিত হয়, ক্ষতি নেই। আর যদি হেরে যায়, ও নিজে মেয়র হয়ে যাচ্ছে। সর্বময় ক্ষমতা চলে আসবে ওর হাতে। নির্বাচনের পর সম্ভবত সংগঠনের কার্যক্রম আরও বাড়াত সে, অন্যরা জানল কি না-জানল তাতে আমল দিত না; কারণ একবার মেয়র অফিসে পা রাখতে পারলে ক্লিন-আপ কমিটির পক্ষে শহরে শান্তি আনা কোন ভাবেই সম্ভব হত না।

'কাউন্সিলম্যানদের ব্যাপারে মোটেই মাথা ঘামায়নি ও। কেউ মারা গেলে মেয়র নিজেই নতুন কাউকে নির্বাচিত করে, তাই না? যখন ইচ্ছে পছন্দমত কাউন্সিলম্যান নিয়োগ করতে পারত ট্রেভিস, স্রেফ দু'জনকে সরিয়ে দিলেই হলো, তাদের জায়গায় নিজের লোক বসালে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে যেত। আজ রাতে ডীন থমাস এবং বেঞ্জামিন শটেন খুন হয়েছে। এটা কিন্তু কোন দুর্ঘটনা নয়, সবই পরিকল্পিত। সম্ভবত চার্লি কীনের কাজ।

'নির্বাচনের ফলাফল কিভাবে নেবে আউটলরা, ব্যাপারটা সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলাম না আমি। ওরা যদি জানত যে সব ক্ষমতার পেছনে আসলে আছে নেইল ট্রেভিস, হয়তো গাঁট হয়ে বসে থাকত, সন্তুষ্টির হাসি হাসত; কিন্তু নিজের পরিচয় টাপার ছাড়া অন্য কাউকে জানায়নি সে, ঝুঁকি নেয়নি। পরিকল্পনাও ফাঁস করেনি। সেক্ষেত্রে ফেরারীদের কেউ কেউ খেপে গিয়ে ওকে খুন করার চেষ্টাও করতে পারত, কারণ যতই নিরাপত্তা দিক, শোষককে কেউই পছন্দ করে না।'

এগিয়ে এসে ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিল কেট। স্মিত হাসল মেয়েটি। 'খোদা তোমার সহায় হোন, জন। হয়তো তোমার দৃষ্টিভঙ্গি বা কাজ করার পদ্ধতিই সঠিক, কারণ মাঝে মধ্যে এমনকি ঈশ্বরও শাস্তি দেন মানুষকে, নিষ্ঠুর পথ বেছে নেন।'

'ধন্যবাদ, কেট। ক্যান্ডারে আমার সাফল্যের পেছনে তোমার অবদান এতটুকু কম নয়। মাইনারদের জন্যে যা করেছ, তা নয়, কারণ সেটা নেইল ট্রেভিসের কারণে পণ্ড হয়ে যেত শেষপর্যন্ত। তোমার কারণেই আত্মবিশ্বাস হারাইনি আমি। সবসময় মনে হয়েছে এখানে অন্তত একজন বন্ধু আছে যার ওপর ভরসা রাখতে পারব। তোমাকে কখনোই ভুলব না আমি, কেট!' আন্তরিক স্বরে বলল জন, কেটের হাত ছেড়ে দিয়ে ক্যারলের দিকে ফিরল, কৌতুকে নেচে উঠল ওর চোখজোড়া। 'মিস্ রিপোর্টার, তুমি কি গ্যালারিতে আসবে? *ক্যারিয়নের* জন্যে দারুণ জমজমাট একটা গল্প আছে আমার কাছে। এখন থেকে আমার হয়ে কাজ করবে তুমি। পাওনা হয়েছি আমি, তাই না?'

'অসম্ভব! তুমি জিতলে কীভাবে? নির্বাচনে তো আমরা জিতেছি!' প্রতিবাদে ফেটে পড়ল ক্যারল, কিন্তু চোখ দেখে মনে হচ্ছে জনের প্রস্তাবটা দারুণ মনঃপূত হয়েছে ওর।

'হিসেবে একটু গোলমাল হয়ে গেল না? সর্বশেষ খবর অনুযায়ী রেনে টাপারের একজন লোক নির্বাচিত হয়েছে।'

তর্ক মুলতবি রেখে জনের পিছু নিল ক্যারল, অন্ধকার গ্যালারিতে চলে এল। কিন্তু ভেতরে ঢুকেই অসন্তোষ প্রকাশ করল। 'জন, সবসময়ই পরিস্থিতির সুবিধে নাও তুমি! কোন না কোন ফিকির করে ঠকাও আমাকে! হার স্বীকার করার সাহস নেই তোমার, ইচ্ছেও নেই!'

স্মিত হাসল জন, বিব্রত দেখাচ্ছে ওকে। 'হ্যাঁ, হার স্বীকার করতে চাই না। অথচ ভেতরে ভেতরে সত্যিই হেরে গেছি আমি, লেডি! একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেছি! আজীবনের জন্যে সেবা পাওনা হয়েছ তুমি–আমাকে দিয়ে যেন কি কাজ করাবে? বিছানা ঠিকঠাক, টাইপ মোছা, বাসন-কোসন ধোয়া…রান্না করতে হবে নাকি? কিন্তু তোমাকে সেবা দিতে হলে যে চাকুরিতে ইস্তফা দিতে হবে? আমি চাই না কেউ বলুক ক্যালকিনরা প্রতিশ্রুতি দিলে সেটা রাখে না।'

ছুটে এসে জনের বুকে আছড়ে পড়ল ক্যারল। 'জন! ওহ্, জন! সত্যি কথা রাখবে?'

'কেন ভাবছ রাখব না?'

'ওহ্, তুমি যেরকম বেপরোয়া আর স্বাধীনচেতা! আমি কখনোই ভাবিনি…এখনও মনে হচ্ছে আসলে মিথ্যে স্বপ্ন দেখছি–সবই আসলে ঘোরের মধ্যে ঘটছে! কেটের মত আমারও ধারণা, তোমাকে ধরে রাখতে পারব না।'

'ওই আঙটিটা কোথায়? এখনও পরছ?'

'এন্‌গেজমেন্টের আঙটি তো?' নিরীহ সুরে বলল ক্যারল। 'পরব না কেন? মাঝে মধ্যেই পরি ওটা, পরতে ভাল লাগে। আমার মায়ের কিনা।'

'অ! তাহলে আমাকে খেপিয়ে তোলার জন্যে পরেছিলে? ট্রেভিসের সঙ্গে এন্‌গেজমেন্টের গল্পটাও নিশ্চই ভুয়া?'

'হ্যাঁ।'

গ্যালারির কিনারে চলে এল ওরা। ক্যান্ডারমুখী আকাশে লালচে আভা দেখা যাচ্ছে। 'নরকের আগুন নিভে যাচ্ছে,' মৃদু স্বরে বলল জন। 'নামটাও মুছে যাবে। ক্যান্ডারের কুখ্যাত ওই নাম আর কখনও শোনা যাবে না। আমার কাছে হয়তো এটা স্বর্গের দরজা, কারণ তোমার বা কেটের মত মেয়ের সঙ্গে এখানে দেখা হয়েছে…এবং অন্য এক শহরে যাওয়ার আগে সামান্য বিশ্রামের সুযোগ…'

'ওহ্, জন! তাহলে সত্যিই চলে যাবে তুমি?' প্রায় কান্নার মত

শোনাল ক্যারলের কণ্ঠ।

হাত বাড়িয়ে নীলাঞ্জনার একটা হাত মুঠিতে টেনে নিল জন। 'যাব, কারণ যেতে হবে। কিন্তু ফিরে আসব আমি। যেখানেই থাকো, খুঁজে বের করব তোমাকে। ততদিন যদি অপেক্ষায় থাকো...'

উত্তর দিল না ক্যারল, এগিয়ে এসে জনের বুকে মুখ লুকাল।

***